ব্যবহারিক খ্রিষ্টীয় জীবনযাত্রা

shepherds
GLOBAL CLASSROOM

Shepherds Global Classroom বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান খ্রিষ্টীয় নেতাদের পাঠ্যক্রম প্রদান করে খ্রিষ্টের দেহকে সজ্জিত করার জন্য বিদ্যমান। আমাদের লক্ষ্য হল বিশ্বের প্রতিটি দেশে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষকদের হাতে ২০টি কোর্সের পাঠ্যসূচি তুলে দিয়ে দেশীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করা।

এই কোর্সটি বিনামূল্যে ডাউনলোডের করা যেতে পারে: https://www.shepherdsglobal.org/courses

প্রধান লেখক: ডঃ স্টিফেন কে গিবসন

কপিরাইট © ২০২৩ Shepherds Global Classroom
ইংরেজি তৃতীয় সংস্করণ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন স্নেহা ঘোষ এবং সম্পাদনা করেছেন ডঃ অরুণ কুমার সরকার (প্রথম সংস্করণ)।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তৃতীয় পক্ষের উপকরণগুলি তাদের নিজ নিজ মালিকের কপিরাইট এবং বিভিন্ন লাইসেন্সের অধীনে শেয়ার করা হয়েছে।

শাস্ত্র উদ্ধৃতিগুলি পবিত্র বাইবেল, বাংলা সমকালীন সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে © ২০১৯ Biblica, Inc. বিশ্বব্যাপী গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত।

অনুমতি বিজ্ঞপ্তি:

এই কোর্সটি নিম্নলিখিত নির্দেশিকার অধীনে প্রিন্ট এবং ডিজিটাল ফরম্যাটে অবাধে মুদ্রিত এবং বিতরণ করা যেতে পারে: (১) কোর্সের বিষয়বস্তু কোনোভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না; (২) মুনাফার জন্য কপি বিক্রি করা যাবে না; (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি টিউশন ফি নিলেও এই কোর্সটি ব্যবহার/কপি করতে পারবে; এবং (৪) Shepherds Global Classroom -এর অনুমতি ও তত্ত্বাবধান ছাড়া কোর্সটি অনুবাদ করা যাবে না।

সূচীপত্র

ক্লাস লিডারদের জন্য নির্দেশনা ৫

(১) খ্রিষ্টীয় অখণ্ডতা ৭

(২) ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের অনুশীলন........ ১৯

(৩) কাজ........ ২৯

(৪) সম্পর্ক........ ৩৯

(৫) ঈশ্বরের নির্দেশনা ৪৯

(৬) বিবাহের বাইবেলভিত্তিক ধারণা ৫৯

(৭) বিবাহের পবিত্রতা ৬৯

(৮) খ্রিষ্টীয় পরিবেশতত্ত্ব........ ৮৩

(৯) অর্থ........ ৮৯

(১০) সততা........ ১০১

(১১) মানব জীবনের মূল্য........ ১১১

(১২) সরকার........ ১২৩

(১৩) খ্রিষ্টবিশ্বাসীর দেহ........ ১৩১

সুপারিশকৃত পুস্তকসমূহ........ ১৪১

অ্যাসাইনমেন্টের রেকর্ড ১৪৩

ক্লাস লিডারদের জন্য নির্দেশনা

যদি একটি গ্রুপ হিসেবে স্টাডি করেন, তাহলে আপনি পালা করে উপাদানগুলি পড়তে পারেন। ক্লাসে আলোচনার জন্য আপনাকে পর্যায়ক্রমে থামতে হবে। ক্লাস লিডার হিসেবে, আপনার দায়িত্ব হল অধ্যয়ন করা বিষয়বস্তু থেকে আলোচনাকে গন্ডির মধ্যে রাখা। প্রতিটি আলোচনাকালের জন্য একটি সময়সীমা থাকলে তা সহায়ক হবে।

আলোচনার প্রশ্ন এবং **ক্লাসের অ্যাক্টিভিটিসমূহ ►** দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। আলোচনামূলক প্রশ্নগুলির জন্য, ক্লাস লিডার প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে উত্তর আলোচনা করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেবেন। যদি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একই শিক্ষার্থী প্রথমে উত্তর দিয়ে থাকে, বা যদি কোনো শিক্ষার্থী কথাই না বলে, তাহলে সেক্ষেত্রে লিডার সরাসরি কাউকে প্রশ্ন করতে পারেন।

এই কোর্সে বহু **শাস্ত্রাংশ** ব্যবহার করা হয়েছে। যে অংশগুলি ক্লাসে জোরে পড়তে হবে সেগুলিকে তীরচিহ্নিত বুলেট পয়েন্ট ► দিয়েও নির্দেশ করা হয়েছে। কোনো শিক্ষার্থীকে পুরো গ্রুপের জন্য এগুলি পাঠ করতে বলুন। কিছু ক্ষেত্রে, পাঠ্যের মধ্যে শাস্ত্রের রেফারেন্সগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। যেমন: (১ করিন্থীয় ১২:১৫)। এই রেফারেন্সগুলি পাঠ্যের মধ্যে থাকা বিবৃতিগুলির সহায়ক। বন্ধনীর মধ্যে থাকা অনুচ্ছেদ বা অংশগুলি পাঠ করা সবসময় আবশ্যিক নয়।

প্রতিটি পাঠের শেষে বিভিন্ন **অ্যাসাইনমেন্ট** আছে। অ্যাসাইনমেন্টগুলি পাঠ শেষ হওয়ার পরেই সম্পূর্ণ করা উচিত, এবং পরবর্তী পাঠের সময়ে ক্লাস লিডারকে রিপোর্ট করতে হবে। যদি কোনো শিক্ষার্থী একটি পাঠ এবং এর অ্যাসাইনমেন্ট সম্পূর্ণ না করে, তবে সে সেগুলি পরে সম্পূর্ণ করতে পারবে। তবে, লিডার অবশ্যই শিক্ষার্থীদের সময়সূচী পালন করতে উৎসাহিত করবেন যাতে তারা ক্লাস থেকে আরো শিখতে পারে। শিক্ষার্থী যে অ্যাসাইনমেন্টগুলি সম্পন্ন করেছে তা রেকর্ড করার জন্য কোর্সের পিছনে একটি চার্ট দেওয়া হয়েছে।

এই কোর্সটির অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষক হওয়ার জন্য প্রস্তুত করা। ক্লাস লিডারের উচিত শিক্ষার্থীদেরকে তাদের শিক্ষার দক্ষতা বিকাশের সুযোগ দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, ক্লাস লিডার মাঝে মাঝে একজন শিক্ষার্থীকে ক্লাসে পাঠের একটি ছোট অংশ শেখাতে দেবেন।

প্রতিটি পাঠের শেষে গ্রুপে আলোচনার জন্য বিভিন্ন নির্দেশনার একটি বিভাগ রয়েছে। ক্লাস লিডার নির্ধারণ করতে পারেন যে সেই আলোচনার জন্য কতটা সময় দেওয়া হবে। পাঠের বিষয়বস্তুগুলি আলোচনা করার শেষে অনেক পাঠে প্রচুর আলোচনা থাকবে।

এছাড়াও, প্রতিটি পাঠের শেষে একটি করে ছোটো প্রার্থনা আছে, যেটির বিষয়বস্তু হল শিক্ষার্থীদের জীবনে সত্য প্রয়োগের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা। ক্লাস লিডার কোনো একজন শিক্ষার্থীকে গোটা ক্লাসের জন্য প্রার্থনাটি পাঠ করতে বলতে পারেন।

যদি কোনো শিক্ষার্থী **Shepherds Global Classroom থেকে একটি সার্টিফিকেট অর্জন করতে চায়**, তাহলে তাকে অবশ্যই ক্লাস সেশনগুলিতে উপস্থিত থাকতে হবে এবং অ্যাসাইনমেন্টগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে। কোর্সের শেষে সম্পূর্ণ অ্যাসাইমেন্ট রেকর্ড রাখার জন্য একটি ফর্ম দেওয়া হয়েছে।

পাঠ ১
খ্রিষ্টীয় অখণ্ডতা

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) বাইবেল যখন "জগৎ" সম্পর্কে কথা বলে, তখন তার অর্থ কী তা বুঝতে পারবে।

(২) কোনো ব্যক্তির জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে জগতের মূল্যবোধগুলি প্রভাবিত করে তা উপলব্ধি করতে পারবে।

(৩) কীভাবে এবং কেন একজন বিশ্বাসীর ভাবনা-চিন্তা একজন অবিশ্বাসীর থেকে অবশ্যই আলাদা হওয়া উচিত তা বর্ণনা করতে পারবে।

(৪) একজন বিশ্বাসীর কাছে অখণ্ডতার জীবন যাপন করার অর্থ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

(৫) প্রকাশ করবে যে খ্রিষ্টীয় সত্য জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

জন ক্রিসোস্তম, অখণ্ডতার প্রচারক

জন ক্রিসোস্তম (John Chrysostom, ৩৭০-এর দশক)[1], ছিলেন একজন ধার্মিক পাস্টার যিনি তার পরাক্রমী এবং বাগ্মী প্রচারের কারণে "স্বর্ণ-মুখ" বা "দ্য গোল্ডেন মাউথ" হিসেবে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি সাধারণ মানুষের কাছে ভীষণ প্রিয় ছিলেন এবং পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রচারক হয়ে উঠেছিলেন। ৩৯৮ সালে তাকে ১,০০,০০০ সদস্যের জাতীয় মন্ডলীর পাস্টার এবং প্রবীণতম অধিনায়ক (প্যাট্রিয়ার্ক) হিসেবে কাজ করার জন্য রাজধানী শহর কনস্ট্যান্টিনোপলে (আধুনিক ইস্তাম্বুল, তুরস্ক) নিয়ে যাওয়া হয়।

জন তার আপসহীন চরিত্রের জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি কেবল ধনী ব্যক্তিদের জন্য নয়, সমগ্র শহরের চাহিদা পূরণের জন্য তার পদাধিকার ব্যবহার করেছিলেন। তিনি দরিদ্রদের খাবার দিয়েছিলেন, হাসপাতাল তৈরি করেছিলেন এবং বিধবা মহিলাদের সাহায্য করেছিলেন। তিনি এশিয়া মাইনরে বিশপদের তাদের দুর্নীতি ও আর্থিক অব্যবস্থাপনার মোকাবিলা করেছিলেন এবং তাদের ভোগবিলাস ও অনৈতিকতার বিরুদ্ধে প্রচার করেছিলেন। তিনি কনস্ট্যান্টিনোপলের সমাজের উচ্চ শ্রেণীকে সতর্ক করেছিলেন যে থিয়েটারে উপস্থিত হওয়া তাদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। তিনি থিয়েটারে উপস্থিতিকে একটি মারাত্মক ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার সাথে তুলনা করেছিলেন। জন বলেছিলেন,

> আপনি যদি থিয়েটারে একজন নির্লজ্জ নারীকে দেখেন, যে অনাবৃত মাথা এবং সাহসী মনোভাব নিয়ে মঞ্চে চলাফেরা করে, সোনালী জরির পোশাক পরে, তার কোমল কামুকতাকে প্রকাশ্যে উজ্জীবিত করে, অনৈতিক গান গায়, নাচে অশালীনভাবে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদর্শন করে এবং নির্লজ্জ বক্তৃতা করে... আপনি কি সাহস করে বলতে

---

[1] Gerald L. Sittser. *Water from a Deep Well*. (Downers Grove: InterVarsity Press, 2007), 135

> পারেন যে তখন আপনার মধ্যে মানবিক সত্তার কিছুই ঘটবে না? ...থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে এবং সবাই চলে যাওয়ার অনেক পরে, সেই ছবিগুলি তখনও আপনার আত্মার সামনে ভেসে ওঠে, তাদের কথা, তাদের আচরণ, তাদের দৃষ্টি, তাদের হাঁটা, তাদের অবস্থান ... তাদের অশুচি অঙ্গ - এবং আপনার ক্ষেত্রে, আপনি এই সবকিছুকে হাজার ক্ষত দিয়ে ঢেকে বাড়িতে ফিরে যান! কিন্তু একা নয়—সেই বেশ্যা নারীও আপনার সঙ্গে যায়—যদিও প্রকাশ্যে এবং দৃশ্যমানভাবে নয়...কিন্তু আপনার অন্তরে, আপনার বিবেকে, এবং সেখানেই সে ব্যাবিলনীয় চুল্লি জ্বালায়...যেখানে আপনার বাড়ির শান্তি, আপনার হৃদয়ের পবিত্রতা, আপনার দাম্পত্য সুখ পুড়ে যাবে!

ধনী নাগরিকদের উদ্দেশ্যে জন সতর্ক করেছিলেন,

> আলমারিগুলি পোশাক দিয়ে ভরিয়ে রাখা এবং ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও আমাদের সাদৃশ্যে সৃষ্ট মানুষকে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং ঠান্ডায় কাঁপতে বাধ্য করা – যেখানে তারা নিজেদেরকে সোজা করে ধরে রাখতে পারে না – হল মূর্খতা এবং জনসমক্ষে উন্মাদনা... আপনি বিশাল চেহারার এবং হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি, আপনি গভীর রাত পর্যন্ত মদ্যপানের উৎসব করেন, এবং একটি উষ্ণ, নরম বিছানায় ঘুমান। এবং আপনি কি একবারও চিন্তা করেন না যে কীভাবে আপনাকে ঈশ্বরের উপহারের অপব্যবহারের হিসাব দিতে হবে... কারণ আমাদের ধন-সম্পদ প্রভুর, যেভাবেই হোক আমার তা সংগ্রহ করি কিনা। এই কারণেই প্রভু আপনাকে আরও কিছু দিয়েছেন; তা অপচয় করার জন্য নয়... কিন্তু যাদের প্রয়োজন আছে, তাদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য।

জন ক্রিসোস্তম-কে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ সাগরের (Black Sea) পূর্ব উপকূলে নির্বাসিত করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি যাত্রাপথেই মারা যান (৪০৭ খ্রিষ্টাব্দে)। তার শেষ কথা ছিল, "সকল বিষয়ে ঈশ্বরের মহিমা হোক। আমেন।"

জগৎ সম্পর্কে বাইবেলভিত্তিক ধারণা

যোহন ১৭ অধ্যায় হল ক্রুশারোপণের ঠিক আগে যিশুর তাঁর শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা। এটি তাঁর শিষ্যদের প্রতি তাঁর মহান প্রেম এবং উদ্বেগকে প্রকাশ করে। তিনি বলেছেন যে তিনি তাদের জন্য প্রার্থনা করছেন যারা পরবর্তীকালে প্রেরিতদের বার্তা বিশ্বাস করবে (২০ পদ), সুতরাং, আজকের দিনের বিশ্বাসীরাও তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য যোহন ১৭:১৪-১৮ পদ পড়বে।

যিশু যখন বলেছিলেন যে তিনি এই জগতের নন তখন তিনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন? আমরা জানি যে, এই পৃথিবীতে তাঁর উদ্ভব হয়নি; তিনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র, যিনি স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে এসেছিলেন৷ তবে, তিনি যখন বিবৃতিটি দিয়েছিলেন যে তিনি এই জগতের নন, তখন তিনি এই কথা বলছিলেন না যে তিনি এই পৃথিবীর বাইরে কোথাও থেকে এসেছেন। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর শিষ্যরাও জগতের ছিলেন না, যেমন তিনি ছিলেন না। যিশু সেইসব মানুষের সম্পর্কে কথা বলছিলেন যারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে, মানব পিতামাতার কাছে জন্মগ্রহণ করেছে এবং তাদের নিজের দেশের নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠেছে।

তাহলে যিশু কী বোঝাতে চেয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে তাঁর শিষ্যরা এই জগতের নয়? আমাদের বুঝতে হবে যে বাইবেল যখন জগতের উল্লেখ করছে, তখন এটি আসলে কী বলছে।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ইফিষীয় ২:১-৩ পদ পড়বে।

এই পদগুলি আমাদের দেখায় যে জগতের মতো জীবনযাপন করা আসলে শয়তানের পরিচালনা অনুসরণ করার অনুরূপ। এছাড়াও, আমরা দেখি যে জগতের লোকেরা তাদের পাপময় আকাঙ্খা অনুসরণ করে, এবং তারা ঈশ্বরের ক্রোধ ভোগ করবে। বিশ্বাসীরা নতুন জীবন লাভ করেছে এবং তারা আর এই জগতের মতো জীবন যাপন করে না।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ১ যোহন ২:১৫-১৭ পদ পড়বে।

১ যোহনে জগতকে একটি মন্দ সত্তা হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। এটিকে ভালোবাসা উচিত নয়, এবং এর জিনিসগুলিও ভালোবাসার জন্য নয়। ভুল আকাঙ্খা এবং উদ্দেশ্যগুলি জাগতিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত। পাপপূর্ণ কামনাকে জগতের কামনা বলা হয়।

শয়তানকে বলা হয় এই জগতের অধিপতি (যোহন ১৬:১১)। এর অর্থ এই নয় যে এই জগৎ বৈধভাবে তার অধিকারের অধীন; সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতা, এবং জগতের লোকেরা তাকে অনুসরণ করে। সে ইতিমধ্যেই দোষীসাব্যস্ত হয়েছে, এবং যারা তাকে অনুসরণ করতে থাকে তারাও দোষীসাব্যস্ত হবে।

এই জগতের বন্ধু হওয়ার অর্থ হল ঈশ্বরের শত্রু হওয়া (যাকোব ৪:৪)।

এই পৃথিবী লক্ষ লক্ষ প্রাকৃতিক, পতিত লোকের সমন্বয়ে গঠিত, তারা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের মধ্যে যা মিল রয়েছে তা দ্বারা ঐক্যবদ্ধ। **প্রথমত, তারা ভুল অভিলাষ বা আকাঙ্খার অধিকারী।** তারা বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তার চেয়ে বিশ্বের জিনিসগুলিকে বেশি পছন্দ করে। ১ যোহন ২:১৫-১৬ বলছে, "জগৎকে... ভালোবেসো না ··· কারণ এ জগতের সমস্ত বিষয়—শারীরিক অভিলাষ, চোখের অভিলাষ ও জীবনের অহংকার—পিতা থেকে নয়, কিন্তু জগৎ থেকে আসে।"

দ্বিতীয়ত, তাদের ভুল অভিলাষ তাদেরকে ভুল আচরণের দিকে নিয়ে যায়; এটি এমন একটি জীবনধারা যা মূলত ন্যায়বিচার এবং করুণার পরিবর্তে নিজেদেরকে সন্তুষ্ট করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে (আমোষ ৫:১১-১৫; ২১-২৪)। তারা তাদের নিজেদের পথে চলে, তারা যা চায় তা দাবি করে, এবং নিজেরাই নিজেদের জন্য ঠিক এবং ভুল নির্ধারণ করে। যদিও তাদের ধর্মের অনেক রূপ আছে, তবুও যারা জগতের তারা সকলেই নিজেদেরকে (মানবিক বুদ্ধি, মানবিক প্রজ্ঞা, মানবিক ক্ষুধা, মানবিক মঙ্গলভাব, মানবিক শক্তি) তাদের উপাসনার কেন্দ্র করে তুলেছে (রোমীয় ১:২৫)। তারা ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে প্রতিরোধ করে এবং জীবনের এমন একটি দর্শনে বিশ্বাস করে যেটি তারা যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটিকে ন্যায্যতা দেয়। তারা জানতে চায় না কোনটা সঠিক এবং তারা তা করতে চায় না। তারা যা চায় তাই করে, তারপর সেটিকে সঠিক বলে ব্যাখ্যা করার একটি উপায় খোঁজে।

খ্রিষ্টবিশ্বাসী নয় এমন মনোবিজ্ঞানীরা এবং জাগতিক পরামর্শদাতারা মানুষকে অনুতাপ না করে এবং ঈশ্বরের ক্ষমা না পেয়ে তাদের অপরাধের সমাধান করতে সাহায্য করার চেষ্টা করে। জগতের দার্শনিকরা বেঁচে থাকার এমন একটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করার চেষ্টা করে যা ঈশ্বরকে জড়িত করে না। জগতের বিজ্ঞানীরা সবকিছুর একটি উৎস ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করার সময়ে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে। জগতের রাজনীতিবিদ এবং সমাজকর্মীরা পাপের স্বাভাবিক, নেতিবাচক পরিণতি প্রতিরোধের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করে এবং অস্বীকার করে যে পাপই আসল সমস্যা। জগতের ফ্যাশন ডিজাইনাররা এমন পোশাক তৈরি করে যা কামুক এবং মনোযোগ আকর্ষণ করে। জগতের বিনোদনকারীরা পাপ, নৈতিকতা এবং ধর্ম নিয়ে রসিকতা করে। জগতের পাস্টাররা এমন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন যিনি পাপ সহ্য করেন এবং আপনার ধনী হওয়া, সুখী হওয়া এবং ভালো আত্মসম্মান থাকা নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন।

কলসীয় ২:৮ আমাদের সতর্ক করে যে আমরা যেন দর্শন এবং প্রতারণা দ্বারা, বিশ্বের উপাদান দ্বারা প্রতারিত না হই। একজন ঠগ শিল্পী মিথ্যা ধারণা বিক্রি করে কাউকে লুট করে। লোকেদেরকে ভুল ধারণার প্রতি আবদ্ধ করার মাধ্যমে, জগৎ লোকেদের কাছ থেকে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, আত্মিক উপকারিতা এবং স্বর্গকে কেড়ে নেয়।

এই জগতের দর্শন এবং নিয়ন্ত্রক প্রেরণাগুলি জগতের লোকেদের জীবনধারায় প্রদর্শিত হয়। জাগতিক কথাবার্তা, আচার-আচরণ, পোশাক-আশাক, আমোদ-প্রমোদ, আচার-আচরণ সবই তাদের অন্তরের পাপময়তার বহিঃপ্রকাশ।

খ্রিষ্টের অনুসরণকারীরা তাদের সমাজের নৈতিকতাকে অনুসরণ করতে পারে না। খ্রিষ্টের অনুসরণকারীরা তাদের সমাজের থেকে আলাদা।

সমস্ত সংস্কৃতি এই সত্তাটির দ্বারাই গঠিত হয় যাকে পবিত্র বাইবেল *জগৎ* বলে সম্বোধন করেছে। একটি জায়গায় মানুষের বিভিন্ন প্রজন্ম একটি সংস্কৃতি বিকাশ করে। তারা নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি এবং স্থিতিশীল পরিবারব্যবস্থার মতো একাধিক ভালো জিনিস চায়, কিন্তু তারা সেই জিনিসগুলিকে একটি পার্থিব দর্শন এবং ঈশ্বরের বাক্যের বশ্যতা স্বীকার না করে নিজেদেরকে খুঁজে পাওয়ার দৃঢ় সংকল্পের সাথে অনুসরণ করে। এর অর্থ হল খ্রিষ্টের অনুসারীরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে পারে না। এটি ঠিক যে কিছু সংস্কৃতি অন্যদের তুলনায় বাইবেলের নীতি দ্বারা বেশি প্রভাবিত, কিন্তু এই বিশ্বের কোনো জাতির সংস্কৃতিই সম্পূর্ণরূপে খ্রিষ্টীয় নয়।

► আমরা এতক্ষণ যা অধ্যয়ন করলাম তার ভিত্তিতে, যিশুর শিষ্যরা "এই জগতের" নয় – এর অর্থ কী?

বিশ্বাসীরা পাপপূর্ণ ইচ্ছা এবং উচ্চাকাঙ্খা অনুসরণ করে না। তারা সর্বোপরি ঈশ্বরকে খুশি করতে চায়। তাদের আকাঙ্খা ও ভালোবাসা রূপান্তরিত হয়েছে, এবং ক্রমাগত তা হয়ে চলেছে (ফিলিপীয় ১:৯-১১)। ঈশ্বরের বিধান তাদের হৃদয়ে লেখা হয়েছে (যিরমিয় ৩১:৩৩)। ঈশ্বরের আদেশ বিশ্বাসীদের জন্য বোঝাস্বরূপ নয়, বরং এটি আনন্দদায়ক (১ যোহন ৫:১-৩, গীত ১৯:৭-১১)। বিশ্বাসীদের শাশ্বত অগ্রাধিকার আছে (মথি ৬:৩৩)। তাদের আচরণ দেখায় যে তারা প্রলোভনকে প্রতিহত করতে চায় এবং পাপের উপর বিজয়ী হয়ে জীবন যাপন করতে চায়।

বিশ্বাসীরা জগতের লোকেদের মতো একই জিনিস আগ্রহী না হওয়ার কারণে জগতের লোকেরা তাদেরকে অদ্ভুত বলে মনে করে (১ পিতর ৪:৪)। যিশু বলেছিলেন যে জগৎ সেই ব্যক্তিকে ঘৃণা করে যে আত্মিকভাবে ভিন্ন (যোহন ১৭:১৪)। যারা জগতের অন্তর্গত নয় তাদের প্রতি এই জগত বিরূপ। তারা বোঝে না, তারা ধার্মিকতাকে ঘৃণা করে এবং তারা তাদের নিজেদের পাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়। তাই যিশু বলেছিলেন, "এই জগতে তোমরা সংকটের সম্মুখীন হবে" (যোহন ১৬:৩৩)। সাধু পৌল বলেছেন, "খ্রীষ্ট যীশুতে যারা ভক্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে চায়, তারা নির্যাতিত হবেই" (২ তিমথি ৩:১২)।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ২ করিন্থীয় ৬:১৪-১৮ পদ পড়বে।

বাইবেল বিশ্বাসীদেরকে জগৎ থেকে স্বতন্ত্র হতে বলে। এই স্বাতন্ত্র্যতার বিষয়টি একজন ব্যক্তির মনোভাবের সাথে শুরু হয়, যেমনটি পর্বতের উপরে যিশুর দেওয়া উপদেশে শেখানো হয়েছিল। এখানে তিনি বিশ্বাসীর মনোভাবকে অহংকারহীনতা, পাপের জন্য দুঃখবোধ, নম্রতা, ধার্মিকতা, করুণা, হৃদয়-শুদ্ধি, শান্তি এবং নিপীড়ন সহ্য করার ইচ্ছা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। স্বতন্ত্র মনোভাবের ফলে স্বতন্ত্র আচরণ হবে। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বাসীরা এমন অংশীদারিত্ব গঠন করতে পারে না যার জন্য তাদেরকে ভুল জিনিসগুলি করতে হবে। ঈশ্বর এমন একজন ব্যক্তিরই পিতা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে জগৎ থেকে

আলাদা হবে। মনে রাখবেন, আমরা একটি পদে দেখেছি যেখানে বলা হয়েছে যে জগতের বন্ধু হওয়া হল ঈশ্বরের শত্রু হওয়া (যাকোব ৪:৪)।

▶ একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য মথি ৫:১৩-১৬ পদ পড়বে।

জগৎ থেকে স্বতন্ত্র এবং পৃথক হওয়ার অর্থ এই নয় যে বিশ্বাসীদের সমাজ থেকে আলাদা হয়ে তাদের নিজস্ব সম্প্রদায় গঠন করতে হবে। যিশু বলেছিলেন যে তিনি এমন প্রার্থনা করছেন না যে তাঁর শিষ্যদের এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে (যোহন ১৭:১৫)। তিনি আরও বলেছিলেন যে তাঁর শিষ্যরা জগতের জন্য লবণ এবং আলো হবে, যার অর্থ তাদের অবশ্যই সমাজে উপস্থিত এবং দৃশ্যমান হতে হবে। বিশ্বাসীদের সরকারে এবং সম্প্রদায়ের কাজে অংশগ্রহণ করা উচিত, কিন্তু সচেতন থাকতে হবে যেন সেই অংশগ্রহণে তারা কোনো ভুলের সাথে সমঝোতা না করে।

জেরাল্ড সিটসার (Gerald Sittser)- এর থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রথম শতকের খ্রিষ্টবিশ্বাসে বিষয়টি কেমন ছিল:

> এথেনীয় দার্শনিক অ্যারিস্টাইডস (Aristides), যিনি... দ্বিতীয় শতাব্দীতে বসবাস করতেন, তিনি বেশ কিছু গুণাবলী তালিকাভুক্ত করেছেন যা খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে বাকিদের থেকে আলাদা করে। তিনি উল্লেখ করেছেন, খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা আদর্শপরায়ণ [তাদের প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ততা], সত্যবাদিতা, সন্তুষ্টি, বাবা-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রতিবেশীদের প্রতি ভালোবাসা, পবিত্রতা, নিপীড়নের মুখে ধৈর্য, এবং অপরিচিতদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করত। তারা বিধবা ও অনাথদের দেখাশোনা করত। তারা ক্রীতদাসদের সাথেও অসাধারণ সদয় আচরণ করত। "যেকোনো পুরুষ ও নারী ক্রীতদাস... তারা তাদের প্রতি তাদের ভালোবাসার কারণে খ্রিষ্টবিশ্বাসী হতে রাজি হতো। যদি তারা খ্রিষ্টবিশ্বাসী হতো, তারা কোনো ভেদাভেদ ছাড়াই ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে উঠত।"[2]

একটি খাঁটি বিশ্বাস

যাকোবের পত্রটি দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে যে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস জীবনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যাকোব বলেছেন যে যারা ঈশ্বরের বাক্য শোনে কিন্তু তা পালন করে না, তারা নিজেদেরকে ঠকাচ্ছে (যাকোব ১:২২)। কিছু কিছু ব্যক্তি বেশি খ্রিষ্টীয় সত্য জানার কারণে নিজেদেরকে অন্যদের থেকে বেশি ভালো বলে মনে করে–যদিও তারা তা পালন করে না–কিন্তু এটি সত্য নয়।

যাকোব বলেছেন যে কিছু কিছু ব্যক্তি ধার্মিক হয়, কিন্তু তাদের ধর্ম মূল্যহীন। ঈশ্বর মানুষের সেই ধর্মে আনন্দিত হন যে ধর্ম অন্যদের প্রয়োজন পূরণ করে এবং তাদেরকে পবিত্র রাখে, এবং জগৎ দ্বারা কলুষিত হয় না (যাকোব ১:২৭)।

▶ একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য যাকোব ২:১৪-২৬ পদ পড়বে।

এমন অনেকে আছে যারা বলে যে যেহেতু কাজের দ্বারা নয়, কিন্তু বিশ্বাসের দ্বারা আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি, তাই আচরণ গুরুত্বপূর্ণ নয়। তারা মনে করে যে একজন ব্যক্তির আচরণ এবং জীবনধারা অবিশ্বাসীর মতো হলেও, তার পক্ষে বিশ্বাস রক্ষা করা সম্ভব। যাকোবের পত্রের এই অংশটি এমন লোকেদের উদ্দেশ্যেই কথা বলে।

[2] Gerald L. Sittser. *Water from a Deep Well*. (Downers Grove: InterVarsity Press, 2007), 54

যাকোব বলেছেন যে *বিশ্বাস* যথেষ্ট নয়; এমনকি মন্দ আত্মারাও সঠিক বিশ্বাস সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু তারা ঈশ্বরের সাথে একটি সঠিক সম্পর্কে নেই (১৯ পদ)। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে না, সে এমন ব্যক্তির মতো যে সুসমাচার শোনে কিন্তু অনুতাপ করে না।

২১ এবং ২৪ পদ বিশ্লেষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বলা হয়েছে যে অব্রাহাম কাজের দ্বারা ধার্মিক বলে গণ্য হয়েছিলেন, এবং একজন ব্যক্তি কাজ এবং বিশ্বাস – উভয়ের দ্বারা ধার্মিক বলে গণ্য হয়। এটিকে অন্যান্য শাস্ত্রীয় অংশগুলির বিরোধী বলে মনে হতে পারে যেগুলি বিশেষভাবে জোর দেয় যে একজন ব্যক্তি কাজের দ্বারা নয়, কিন্তু কেবল বিশ্বাস দ্বারাই পরিত্রাণ পায় (ইফিষীয় ২:৮-৯, গালাতীয় ২:১৬, রোমীয় ৩:২৮)। *"ধার্মিকগণিত হওয়া"* কথাটির দ্বারা যাকোব বলেননি যে একজন ব্যক্তি বিশ্বাস এবং কাজ দ্বারা *পরিত্রাণ* পায়, বরং তিনি বলেছেন যে একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস এবং কাজ দ্বারা *পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি* হিসেবে দেখানো হয়। সে তার কাজের দ্বারা পরিত্রাণ পায়নি, কিন্তু যদি সে এক ধার্মিক জীবনযাপন না করে, তার মধ্যে পরিত্রাণের বিশ্বাসও আর নেই। যাকোব বলছেন যে যদি একজন ব্যক্তির বিশ্বাসের সাথে মেলে এমন জীবন না থাকে, তাহলে তার বিশ্বাস মৃত (২৬ পদ)।

যাকোব বলেছেন যে ঠিক যেমন একটি গাছের পক্ষে দু'ধরণের ফল ধারণ করা সম্ভব নয়, বা একটি ঝর্ণার পক্ষে দু'ধরণের জল দেওয়া সম্ভব নয়, তেমনই একজন ব্যক্তির আশীর্বাদের কথা এবং অভিশাপের কথা – দুটোই বলতে সক্ষম হওয়া উচিত নয় (যাকোব ৩:৯-১২)। একজন ব্যক্তির আচরণ তার খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকা আবশ্যক।

অখণ্ডতার ধারণা

রোমীয় ২:২১-২৪-এ পৌল সেইসকল ইহুদিদের ব্যাপারে কথা বলেছেন যারা নিজেদেরকে শাস্ত্র জানার কারণে অইহুদিদের থেকে মহান মনে করত, যদিও তারা তা মান্য করত না। তিনি প্রশ্ন করেছেন, "তুমি চুরি না করার শিক্ষা দাও, কিন্তু তুমি কি চুরি করো?" তিনি বলেছেন, "তুমি বিধানের জন্য গর্ব করে থাকো, অথচ নিজে কি বিধান ভেঙে ঈশ্বরের অবমাননা করছ?" এটি সত্য যে তারা নিজেদেরকে ধার্মিক মানুষ হিসেবে উন্নীত করেছিল অথচ তাদের চরিত্র উত্তম ছিল না, সেই কারণে পরজাতীয়রা ঈশ্বর এবং শাস্ত্র সম্পর্কে নিন্দাজনক কথা বলতে চালিত করেছিল।

যদি একজন ব্যক্তির মধ্যে অখণ্ডতা থাকে তবে তার আচরণ তার বিশ্বাসের সাথে মেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন সৎ ব্যক্তি তার সমস্ত আচরণ এবং কথাবার্তায় সততাকে একীভূত করবে। যে ব্যক্তি বলে সে সৎ, কিন্তু অসৎ কাজ করে, তার মধ্যে অখণ্ডতা নেই।

অখণ্ডতা শব্দটি একজন ব্যক্তির চরিত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিছু ভাষায় এই শব্দটি অন্যান্য বিষয় যেমন একটি বিল্ডিংয়ের কাঠামো বর্ণনা করতেও ব্যবহৃত হয়।

► আপনার কি মনে হয় যে, একটি বিল্ডিংয়ের কাঠামোর অখণ্ডতা রাখার অর্থ কী?

একটি বিল্ডিংয়ের টিকে থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটিকে অবশ্যই এটির নিজের ভার এবং এর ভেতরে যা কিছু ক্রিয়াকলাপ চলে তার ভার বহন করতে হবে। যদি এটি ধসে পড়ে, মানুষ আহত হতে পারে এবং সম্পত্তি নষ্ট হতে পারে, এবং বিল্ডিংটির মূল্য নষ্ট হবে। একটি বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে অখণ্ডতা অর্থ হল শক্তিশালী নির্মাণের নীতিগুলি সমগ্র কাঠামো জুড়ে ব্যবহৃত হওয়া।

বিল্ডিংটির দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে থাকতে পারা বিল্ডিংটির জন্যই ভালো। যে ব্যক্তি একটি বাড়ি তৈরি করে, সে আশা করতে পারে যে এটি তার জন্য সারাজীবন দাঁড়িয়ে থাকবে। সরকারী বা বড় বড় ব্যবসার জন্য বিল্ডিংগুলির জন্য বড় বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় এবং আশা করা যেতে পারে যে এটি কয়েক প্রজন্মের জন্য টিকে থাকবে।

যদি একটি বিল্ডিং হেলতে বা ধসে পড়তে শুরু করে, তবে এটির মূল কারণ হল অখণ্ডতার অভাব। কিছু ক্ষেত্রে একটি বিল্ডিং ভূমিকম্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং যদি এটি তারপরেও দাঁড়িয়ে থাকে, তবে তা নিরাপদ অবস্থায় নেই। এতে অখণ্ডতা নেই।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল্ডিং নির্মাণ শুরু করার আগে, একটি ব্লুপ্রিন্ট তৈরী হয়, যেটি হল সমগ্র বিবরণসহ একটি অঙ্কন। এটি হল বিল্ডিংটি দাঁড়িয়ে থাকার জন্য কীভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী হবে সে সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ। বিল্ডিংয়ের অংশগুলি অবশ্যই সংযুক্ত এবং পারস্পরিক সমর্থনকারী হতে হবে।

যখন নির্মাতা নির্মাণ করছেন, তখন তার সেই পরিকল্পনাটি অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যদি কাঠামোর প্রয়োজনীয় অংশগুলি বাদ দিয়ে খরচ কমানোর চেষ্টা করেন, তবে বিল্ডিংটি নিরাপদ হবে না।

► একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অখণ্ডতার অধিকারী হওয়ার অর্থ কী?

যিশু একটি বিল্ডিংয়ের অখণ্ডতার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কথা শোনে এবং মান্য করে, সে সেই ব্যক্তির মতো যে একটি পাথরের উপর তার বাড়ি তৈরি করে। ঝড় এলে সেই বাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে না, সে এমন ব্যক্তির মতো যে বালির উপর তার বাড়ি তৈরি করে (মথি ৭:২৪-২৭)। শুধু সত্য শোনা এবং জানাই যথেষ্ট নয়।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য যাকোব ১:২২-২৫ পদ পড়বে।

যাকোব বলেছেন যে লোকেরা ঈশ্বরের বাক্য শুনেও সেই অনুযায়ী কাজ না করলে তারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে। তিনি এমন ব্যক্তিদের উল্লেখ করছেন যারা মনে করে তারা ভালো, কারণ তারা বাইবেলের সত্য জানে যদিও তারা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এটি মেনে চলে না। এইরকম লোকেদের মধ্যে অখণ্ডতা নেই।

যাকোব বলেছেন যে, আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্য পড়ি তখন আমাদের এমন লোকদের মতো হওয়া উচিত নয় যারা আয়নায় তাকায়, কিন্তু আমরা যা দেখি তার কারণে কোনো পরিবর্তন হয় না। ঈশ্বরের সত্য রূপান্তরকারী। আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যের দিকে তাকাই তখন আমরা আমাদের দোষগুলি দেখতে পাই, এবং আমাদের উচিত ঈশ্বরের আত্মাকে ঈশ্বরের সত্যের সাথে আমাদের চরিত্র এবং আচরণ পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া ।

অখণ্ডতার জীবনধারায় প্রদর্শিত হয়। বিশ্বাসীরা যখন বুঝতে পারে যে, কোনো মনোভাব বা আচরণ ঈশ্বরের সত্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়, তখন তাদের নিজেদের নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়।

ফলের পরীক্ষা

যিশু বলেছেন অনেক মিথ্যা ভাববাদী আসবে। এরা এমন লোক যারা ধর্মীয় নেতৃত্বের মর্যাদা চায় বা পরিচর্যার ব্যবসা করতে চায়, কিন্তু তাদের খ্রিষ্টীয় চরিত্র নেই। তিনি বলেছেন, আমরা তাদের ফল দ্বারা তাদের চিনতে পারি (মথি ৭:১৫-১৮)। ফল বলতে সাফল্য বোঝায় না। **পরিবর্তে, ফল হল গাছের চরিত্রের স্বাভাবিক প্রকাশ।** একজন ব্যক্তির ফল হল তার অন্তর্নিহিত চরিত্রে তার জীবনের প্রদর্শন। যদি একজন ব্যক্তি আত্মার ফল বহন না করে (গালাতীয় ৫:২২-২৩, ১ করিন্থীয় ১৩), বা

পাপের জীবন যাপন করে, তবে তার পাপপূর্ণ চরিত্র রয়েছে এবং সে একজন সত্যিকারের আত্মিক লিডার নয় (১ করিন্থীয় ৬:৯-১০, ২ করিন্থীয় ১১:১৩-১৫)।

প্রেরিত পিতর বলেছেন যে বিশ্বাসীদের অতীতের আকাঙ্খাগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত নয়, বরং তারা যা কিছু করে, সবকিছুতে তাদের পবিত্র হওয়া উচিত (১ পিতর ১:১৪-১৫)।

ভালো ফল মানে এই নয় যে একজন ব্যক্তি তার আচরণে সমস্ত খ্রিষ্টীয় নীতিগুলিকে কীভাবে পুরোপুরি প্রয়োগ করতে হয় তা বোঝে। আমরা সবাই ঈশ্বরের সত্য শেখার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি। একটি বাগানে কাজ করা একটি শিশু ভুলভাবে ভুল গাছপালা উপড়াতে পারে। আন্তরিক ভুলের জন্য ঈশ্বর আমাদের বিচার করেন না। তবে, অনুগ্রহ একজন ব্যক্তিকে তার পাপের অনুতাপ করতে অস্বীকার করা থেকে অব্যাহতি দেয় না। সাধু যোহন আমাদের বলেন যে একজন ব্যক্তি তখনই শুদ্ধ হয় যখন সে আলোতে চলে, সত্য অনুসারে জীবনযাপন করে (১ যোহন ১:৭)।

নেতৃত্বে অখণ্ডতা

লিডাররা এমন সব সিদ্ধান্ত নেন যা অন্যদের নিতে হয় না। একজন লিডারের দায়িত্ব এবং সুযোগ প্রলোভনের জন্য অনেক সুযোগ তৈরি করে দেয়। একজন লিডারের সিদ্ধান্তগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেগুলি বহু লোককে প্রভাবিত করে।

একজন মিনিস্ট্রি লিডারের মনে রাখা উচিত যে তাকে যিশুর উদাহরণ অনুসরণ করে, ঈশ্বর এবং লোকেদের সেবা করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। তার লক্ষ্য অবশ্যই এমন একজন সেলিব্রিটি হওয়া উচিত নয়, যাকে অন্যেরা প্রশংসা করে এবং সেবা করে।

কোন মণ্ডলীতে যদি এমন অনেক লোক থাকে, যারা ঈশ্বরের আন্তরিক উপাসক নয়, তাহলে তারা পারফরম্যান্সের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার জন্য উপাসনার পরিষেবাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। এই লোকেরা আধ্যাত্মিক বিষয়গুলির চেয়ে প্রতিভাকে বেশি সম্মান করে। তারা চায় যে, প্রকৃত আত্মিক লিডারদের পরিবর্তে ভালো পারফর্ম করতে পারে এমন ব্যক্তিরা উপাসনার কাজে নেতৃত্ব দিক। তারা কামুক পারফর্ম্যান্স দ্বারা বিনোদিত হয়। তারা অরূপান্তরিত সঙ্গীতশিল্পীদের ভাড়া করতে চায় যারা ডিস্কোতে বাজাতে ইচ্ছুক এবং উপাসনায় অংশগ্রহণের জন্য অযোগ্য। পাস্টারকে অবশ্যই মন্ডলীর উপাসনাকে রক্ষা করতে হবে, যাতে এটি প্রকৃত উপাসকদের আকৃষ্ট করে এবং তাদের সেবা করে।[3]

► কোনো ব্যক্তি যদি রবিবার সকালে মন্ডলীতে আসে এবং শনিবার রাতে ডিস্কোতে দেখা সেই একই মিউজিশিয়ানকে এখানে দেখে, মন্ডলী সম্পর্কে তার কী ধারণা তৈরি হবে?

একজন লিডার নিজেকে নৈতিকতার স্বাভাবিক নিয়ম থেকে মুক্ত মনে করতে প্রলুব্ধ হতে পারে। কিছু পাস্টার তাদের মন্ডলীতে বিভিন্ন পুরুষ বা মহিলাদের সাথে ভুল সম্পর্ক বজায় রাখে, ঠিক যেমন তাদের সমাজে থাকা জাগতিক নেতারা করে থাকেন। কিছু মন্ডলী পাস্টারদের মর্যাদার কারণে তাদের অনৈতিক আচরণকে ভুলভাবে সহ্য করে।

একজন পাস্টার এটি বিশ্বাস করতে প্রলুব্ধ হতে পারেন যে তিনিই মন্ডলীর মালিক। তিনি যদি এইভাবে চিন্তা করেন, তা হলে তিনি লোকেদেরকে তার প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করেন, এই কারণে নয় যে তারা কোনো কাজ

[3] খ্রিষ্টীয় উপাসনার পূর্ণ অন্বেষণের জন্য, Shepherds Global Classroom-এর *খ্রিষ্টীয় উপাসনার ভূমিকা* নামক কোর্সটি দেখুন, যা https://www.shepherdsglobal.org/courses থেকে প্রাপ্য।

ভালোভাবে করবে। এই ধরনের পাস্টার আত্মীয়দের পক্ষপাতিত্ব করেন এবং তিনি বেছে নিতে চান তার পরে কে মন্ডলীর উত্তরাধিকারী হবে। তিনি মন্ডলীতে তার সমর্থকদের পাপ এবং ভুল ঢেকে দেন। তিনি মন্ডলীর অর্থ এবং সম্পত্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করেন যেন সেগুলি তার নিজের।

মন্ডলীর সাক্ষ্য

মন্ডলী কলুষিত হতে পারে যখন এটি অখণ্ডতার প্রয়োজনীয়তা পূরণে ব্যর্থ হয়। মন্ডলী যখন জাগতিক আকাঙ্খা পূরণে লিপ্ত হয়ে ওঠে, তখন তারা এমন লিডারদের গ্রহণ করে যাদের মানসিকতা জাগতিক। তারা তাদের ধর্মীয় লিডারদের পাপ সহ্য করে। এমনকি খাঁটি বিশ্বাসীরাও পাপী লিডারদের অনুসরণ করতে পারে, কারণ তারা অখণ্ডতা এবং ভালো ফলের প্রয়োজনীয়তা বোঝে না। যখন এমন ঘটে, তখন জগতের লোকেরা মন্ডলীর নিয়ন্ত্রণ দখল করে এবং ফলস্বরূপ, মন্ডলী তার সাক্ষ্য হারায়।

পিতর সতর্ক করেছেন যে ভণ্ড আত্মিক লিডাররা মন্ডলীকে ব্যবসায়ে পরিণত করবে (২ পিতর ২:৩)। যখন মন্ডলী তার সমাজে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তখন জাগতিক মানসিকতাসম্পন্ন লোকেরা মন্ডলীতে মর্যাদা পেতে আগ্রহী হয়। তারা উপাসনার এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের ধরনগুলি শিখেছে, কিন্তু তারা তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়নি এবং খ্রিষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ পায়নি। ভালো ধর্মতত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত না হওয়া একটি মন্ডলী এই ভণ্ড নেতাদের চিনতে ব্যর্থ হয়।[4]

যখন মন্ডলী তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যতা হারায়, তখন কী ঘটে তা বোঝানোর জন্য যিশু লবণের উদাহরণ ব্যবহার করেছিলেন (মথি ৫:১৩)। যে লবণ তার লবণত্ব হারিয়েছে, সেটি বালি বা কাঁকরের চেয়ে কোনো অংশে আলাদা নয়।

যখন মন্ডলী নিজেই সমাজের মতো হয়ে যায়, তখন মন্ডলী আর কোনোভাবেই সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে না।

যখন মন্ডলী জাগতিক বিন্যাস অনুসরণ করে এবং বাইবেলের সত্যকে অনুসরণ করে না, তখন জগত মন্ডলীকে উপহাস করে।

ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করা

থিওলজি বা *ঈশতত্ত্ব* হল আমাদের খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের পদ্ধতি, যার মধ্যে ঈশ্বর, মানবতা, পাপ, খ্রিষ্ট এবং পরিত্রাণের তত্ত্ব রয়েছে। ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস হল অন্য সমস্ত বিশ্বাসের ভিত্তি।

ঈশ্বর যখন নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন, তখন তাঁর প্রকাশের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল তিনি কেমন ঈশ্বর তা প্রকাশ করা। ঈশ্বর নিজেকে প্রাথমিকভাবে *পবিত্র* বলে বর্ণনা করেছেন। পবিত্রতার জন্য হিব্রু শব্দ (কাদোশ) পুরাতন নিয়মে ৬০০ বারের বেশি উল্লিখিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ভাববাদী যিশাইয় বারংবার ঈশ্বরকে "ইস্রায়েলের সেই পবিত্রতম" বলে উল্লেখ করেছেন৷ ঈশ্বরের পবিত্রতা ছিল উপাসনার মূল বিষয়বস্তু (গীত ৯৯:৩, ৫)। ঈশ্বরের লোকেরা কেবল তাঁর শক্তির জন্য নয়, বরং তাঁর পবিত্রতার জন্যই তাঁর উপাসনা করত।

ঈশ্বর নিজেকে *প্রেম* হিসেবেও প্রকাশ করেছেন। পুরাতন নিয়মের সবচেয়ে প্রধান অংশ হল যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬-৭ যেখানে মোশি এবং ইস্রায়েলের কাছে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সেখানে ঈশ্বর নিজেকে বর্ণনা করেছেন, "...করুণাময় ও

[4] ২ পিতর ২ অধ্যায় এবং যিহূদা'র পত্র ভণ্ড আত্মিক নেতাদের বিষয় নিয়ে লেখা।

অনুগ্রহকারী ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর, প্রেম ও বিশ্বস্ততায় সমৃদ্ধ, হাজার হাজার জনের প্রতি প্রেম প্রদর্শনকারী, এবং দুষ্টতা, বিদ্রোহ ও পাপ ক্ষমাকারী। তবুও অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে তিনি ছেড়ে দেন না …" ঈশ্বরের পবিত্রতা এবং ভালোবাসাকে একসাথে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরের প্রকৃতি বর্ণনা করার জন্য প্রায়শই ব্যবহৃত একটি শব্দ হল "পবিত্র-প্রেম"। কারণ ঈশ্বর পবিত্র, তিনি আমাদের মধ্যে পবিত্রতা দাবি করেন; ঈশ্বর প্রেম কারণ তিনি আমাদের জন্য পবিত্র হওয়ার পথ তৈরি করেছেন, ঠিক যেমন তিনি পবিত্র।

ঈশ্বরের পবিত্রতা দেখিয়েছিল যে মানুষ প্রথমে অনুগ্রহের দ্বারা রূপান্তরিত না হয়ে ঈশ্বরের সেবা ও উপাসনা করার উপযুক্ত নয়। ভাববাদী যিশাইয় দেখেছিলেন যেসব পাপীদের কাছে তিনি প্রচার করেছিলেন তাদের সাথে তার কিছু মিল রয়েছে—তাঁর হৃদয় বিশুদ্ধ ছিল না (যিশাইয় ৬:৫)। "অশুচি ওষ্ঠাধরবিশিষ্ট" একটি অপবিত্র হৃদয় থেকে আসা ভুল কথা এবং কর্মের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এই অপবিত্রতা যিশাইয়কে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকার ক্ষেত্রে অযোগ্য করে তুলেছিল। যিশাইয় তাঁর অবস্থাকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেননি, এমনকি ঈশ্বরও করেননি। ঈশ্বর অনুগ্রহের সাথে ভাববাদীর স্বীকারোক্তিতে সাড়া দিয়েছিলেন; সহ্যক্ষমতার অনুগ্রহ নয়, কিন্তু শুদ্ধকরণ এবং রূপান্তরকারী অনুগ্রহ (যিশাইয় ৬:৬-৭)।

ইস্রায়েলের ঈশ্বর মিথ্যা দেবতাদের থেকে আলাদা ছিলেন এবং তাঁর জন্য একটি ভিন্ন ধরণের উপাসনার প্রয়োজন ছিল। গীত ২৪ অধ্যায়ে রাজা দায়ূদ সেই ব্যক্তির বর্ণনা করেছেন যাকে প্রভুর উপস্থিতিতে আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর কাকে উপাসক হিসেবে গ্রহণ করেন? "সে, যার হাত পরিষ্কার ও হৃদয় নির্মল" (গীত ২৪:৪)। সবাই ঈশ্বরের উপাসক হিসেবে গৃহীত হয় না। একজন উপাসক কেবল একজন সাধারণ ব্যক্তি নয় যে তার দু'হাত তোলে এবং আবেগ অনুভব করে। একজন পাপী ব্যক্তি এটির যোগ্য নয়।[5]

ঈশ্বর বলেছিলেন যে, তাঁর উপাসকদের পবিত্র হওয়ার বিষয়ে তাঁর চাহিদার ভিত্তি হল তাঁর নিজস্ব পবিত্রতা। "তোমরা পবিত্র হও, কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, আমি পবিত্র" (লেবীয় পুস্তক ১৯:২, লেবীয় পুস্তক ১১:৪৪-৪৫, লেবীয় পুস্তক ২০:২৬, লেবীয় পুস্তক ২১:৮)। ঈশ্বর প্রাচীন প্রাচ্যের দেবতা বা পরবর্তী গ্রীক ও রোমান পুরাণের দেবতাদের মতো ছিলেন না। সেই দেবতাদের সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনীগুলি তাদেরকে দুর্নীতিগ্রস্ত, প্রতারক এবং নিষ্ঠুর হিসেবে বর্ণনা করে। এই দেবতাদের মধ্যে মানবতার সমস্ত চরিত্রগত ত্রুটি ছিল। দেয়ালের ছায়ার মতো, এগুলি ছিল মানুষের প্রতিমূর্তির অতিরঞ্জিত বিকৃতি। এই দেবতাদের নৈতিক মান বা চরিত্রের কোনো মাপকাঠির প্রয়োজন ছিল না, এবং তাদের উপাসকরা ছিল দুষ্ট এবং নিষ্ঠুর।

ইস্রায়েলের ঈশ্বর মানুষের প্রতিমূর্তির কোনো প্রক্ষিপ্ত ছবি নয়। তিনি কাল্পনিক নন, বরং তিনি নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। তিনি আলাদা, এবং এজন্যই তাঁর উপাসকদের অবশ্যই আলাদা হতে হবে।

ঈশ্বরের মান নতুন নিয়মে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে: "কিন্তু যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি যেমন পবিত্র, তোমরাও তেমনই সমস্ত আচার-আচরণে পবিত্র হও। কারণ লেখা আছে, 'তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি পবিত্র'" (১ পিতর ১:১৫-১৬)। *আচরণ* এমন একটি শব্দ যা আমাদের জীবনের প্রতিটি অংশের মনোভাব এবং ব্যবহারকে বোঝায়। ঈশ্বর চান না যে তাঁর উপাসকরা কেবল *আনুষ্ঠানিকভাবে* পবিত্র হবে বা তাদেরকে কেবল "পবিত্র" বলা হবে, বিশেষত যখন তারা প্রকৃতপক্ষে পবিত্র নয়। তিনি আশা করেন যে তাঁর উপাসকরা প্রকৃতপক্ষে পবিত্র জীবন যাপন করবে।

---

[5] প্রকৃত উপাসনার পূর্ণ অন্বেষণের জন্য, Shepherds Global Classroom-এর *খ্রিষ্টীয় উপাসনার ভূমিকা* নামক কোর্সটি দেখুন, যা https://www.shepherdsglobal.org/courses থেকে প্রাপ্য।

আমাদের মনোভাব এবং আচরণ দেখায় যে আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে কী ভাবি এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের কেমন সম্পর্ক রয়েছে। প্রেরিত পৌল বলেছিলেন যে, যে সকল ইহুদিরা ঈশ্বরের বিধান পেয়ে গর্বিত ছিল, তারাই তা ভঙ্গ করে ঈশ্বরকে অসম্মান করেছিল। তাদের আচরণের কারণে, লোকেরা তাদের সম্পর্কে এবং তাদের ঈশ্বর সম্পর্কে মন্দ কথা বলেছিল (রোমীয় ২:২৩-২৪)।

আপনি কোন ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করেন? মানুষ আপনার ঈশ্বর সম্পর্কে কী মনে করে? আপনি যদি চান যে লোকেরা জানুক যে ঈশ্বর পবিত্র এবং তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়, তবে আপনাকে তাদের কাছে প্রকাশ করতে হবে যে আপনিও সেইরকম।

সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ শিক্ষাদানের জন্য মন্ডলীগুলির তাদের পাস্টারদের প্রয়োজন। একজন পাস্টারের কখনোই মৌলিক বা প্রাথমিক ধর্মতত্ত্বকে অবহেলা করা উচিত নয়। প্রতিটি প্রজন্ম এবং সমস্ত নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তিদের এটি শুনতে হবে। এমনকি পরিপক্ক বিশ্বাসীদেরও মনে করিয়ে দিতে হবে। পাস্টারের প্রচারগুলি উত্তেজনা তৈরির জন্য কেবল আবেগপূর্ণ, গতিশীল পরিবেশনা হওয়া উচিত নয়। তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের সম্বন্ধে বর্ণনা করতে হবে, এবং বর্ণনা করতে হবে যে, কিভাবে খ্রিষ্টীয় জীবন সমস্ত বিষয়ে বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বরের ধারণার সাথে মিলে যাওয়া উচিত।

সমাজ ও সংস্কৃতিকে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব হল মন্ডলীর, তবে এটি কেবল তখনই ঘটবে যখন ঈশ্বর সম্পর্কে বাইবেলভিত্তিক ধারণা আমাদের জীবনের বিবরণে প্রয়োগ করা হয়।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

► এই পাঠের কোন ধারণাগুলি আপনার কাছে নতুন ছিল? আপনি কীভাবে খ্রিষ্টীয় জীবনযাত্রার প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করছেন?

► আপনার সংস্কৃতিতে মন্ডলীগুলিতে কোন ধারণাটিকে সাধারণত উপেক্ষিত বলে আপনি মনে করেন? আপনি কীভাবে আপনার পরিচিত কাউকে সেই ধারণাটি ব্যাখ্যা করবেন?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমি এমন একটি জীবন দিয়ে তোমাকে সম্মান করতে চাই যা তোমার চরিত্রের সাথে মেলে। আমি এমন একটি বিশ্বে তোমার প্রতিনিধিত্ব করতে চাই যা তোমার কাছে সমর্পিত নয়।

আমার জীবনকে তোমার সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করো। আমাকে সেই সবকিছু পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক হতে সাহায্য করো যা একজন বিশ্বাসীর জীবনের অংশ হওয়া উচিত নয়।

তোমার ক্ষমতাপ্রদানকারী আত্মা এবং রূপান্তরে সক্ষম অনুগ্রহের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমেন

১ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) একটি পার্থিব মূল্য সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন যা সাম্প্রতিক অতীতে আপনার চিন্তাভাবনা বা আচরণকে প্রভাবিত করেছে। তারপর শাস্ত্রের এমন দু'টি অংশ খুঁজে বের করুন যা জীবনের এই অংশটিকে নির্দেশ করে এবং সেগুলি লিখে রাখুন। আপনি কীভাবে এই শাস্ত্রীয় অংশগুলির বাধ্য হয়ে জীবনযাপন শুরু করতে পারেন সে সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।

(২) তীত ২:১১-১৪ পদ অধ্যয়ন করুন। এই অংশটির উপর ভিত্তি করে খ্রিষ্টীয় অখণ্ডতা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রেজেন্টেশন তৈরি করুন। কেন বাইবেলের সত্যগুলি জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র জুড়ে প্রয়োগ করতে হবে তা ব্যাখ্যা করার জন্য এই অংশটি ব্যবহার করুন। পরবর্তী ক্লাসের শুরুতে এই প্রেজেন্টেশনটি সকলের সামনে উপস্থাপন করুন।

পাঠ ২
ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের অনুশীলন

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) খ্রিষ্টীয় প্রেম এবং বিশ্বাসীর ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ব্যবহারিক সম্পর্ক অন্বেষণ করবে।

(২) সেই দশটি ক্ষেত্রে জোর দেবে যেখানে বিশ্বাসীদের ক্রমবর্ধমানভাবে তাদের জীবনকে শাস্ত্রীয় নীতির সাথে সমান করা উচিত।

(৩) জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শাস্ত্রীয় নীতিগুলির ব্যক্তিগত প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেন বিশ্বাসীরা আলাদা হয় সেই ব্যাপারে অন্তত দু'টি কারণ ব্যাখ্যা করবে।

(৪) জীবনধারার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নয়টি নীতির (পাঠে প্রদত্ত) সারসংক্ষেপ করবে।

এক বাধ্য পুত্র

এক আফ্রিকান মা, গাছের নিচে খেলা করা তার ছোটো ছেলেটিকে দেখতে বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে গাছ থেকে একটি বিষাক্ত সাপকে তার ছেলের মাথার ঠিক উপরেই ঝুলতে দেখে তিনি হতচকিত হয়ে যান। সাপটি ছেলেটিকে ছোবল মারার জন্য প্রস্তুত ছিল। মা জানতেন যে যদি তিনি তার ছেলেকে সতর্ক করতে যান, তাহলে সে দ্রুত সেখান থেকে সরে যাওয়ার পরিবর্তে উপরের দিকেই তাকাবে। তাই কোনোকিছু বর্ণনা না করে, তিনি তাঁর ছেলেকে ডাকেন, "বাবু, এক্ষুণি মাটিতে শুয়ে পড়ো।" ছেলেটি ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না, কিন্তু যেহেতু তাকে বাধ্য হতে শেখানো হয়েছিল, সে মায়ের কথা মতোই কাজ করল। তারপর তার মা তাকে বলেন, "নিচু হয়েই থাকো আর আর হামাগুড়ি দিয়ে আমার কাছে চলে এসো।" আবারও, সে কথার বাধ্য হয়েছিল এবং দ্রুত সেই সাপটির থেকে নিরাপদ দূরত্বে চলে গিয়েছিল।

কেন ছেলেটি আদেশের কারণ না বুঝেও তা পালন করেছিল? সে তার মা'কে সম্মান করেছিল কারণ তাকে ইতিমধ্যেই বাধ্য হতে শেখানো হয়েছিল, এবং যখন সে অবাধ্য হয়েছিল, তাকে সংশোধন করা হয়েছিল। সে তার মা'কে বিশ্বাসও করেছিল, কারণ সে জানত যে তার মা তাকে ভালোবাসে। আমাদের সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের বাধ্য হওয়া উচিত, কেবল এই কারণে নয় যে আমরা তাঁর সংশোধনকে ভয় পাই, বরং এই কারণে যে আমরা জানি তিনি আমাদের ভালোবাসেন।

ভালোবাসার প্রেরণা

► যদি কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরকে বেশি ভালোবাসে, তাহলে তার ফলাফল কী কী হতে পারে? আপনি এই বিবৃতিটি শেষ করার মাধ্যমে প্রশ্নটি বিবেচনা করতে পারেন: "যদি আমি ঈশ্বরকে বেশি ভালোবাসতাম, তাহলে আমি..."

ঈশ্বরকে অধিক ভালোবাসার একটি ফলাফল ফিলিপীয় ১:৯-১১ পদে বর্ণনা করা হয়েছে:

> এখন, আমার প্রার্থনা এই: তোমাদের ভালোবাসা যেন জ্ঞান ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে দিনের পর দিন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, যেন কোনটি উৎকৃষ্ট, তা তোমরা উপলব্ধি করতে পারো এবং খ্রীষ্টের পুনরাগমনের দিন পর্যন্ত পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হয়ে থাকতে পারো; ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসার জন্য তোমরা ধার্মিকতার সেই ফলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠো, যা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

এই পদগুলি বিশ্বাসীর জীবনে একটি চলমান প্রক্রিয়ার ব্যাপারে কথা বলে। তার ভালোবাসা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকা উচিত। ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসা যত বাড়তে থাকে, কোনটি শ্রেষ্ঠ তা নির্বাচন করার জন্য তার সক্ষমতা তত দৃঢ় এবং প্রসারিত হয়। যখন সে বুঝতে পারে কোনটি শ্রেষ্ঠ, তখন সে শ্রেষ্ঠটির উপরেই নিজের জীবনের দৃষ্টিকে আবদ্ধ করে। একজন বিশ্বাসীকে আন্তরিক ও অপরাধমুক্ত হওয়ার জন্য এটি অবশ্যই হতে হবে।

ঠিক যেমন একটি নবজাত শিশুর শেখার এবং বেড়ে ওঠার জন্য গোটা জীবনকাল থাকে, তেমনি আমরা, আমাদের রূপান্তরের সময়, সেই সমস্ত সত্য বুঝতে পারি না যার দ্বারা আমাদের জীবনকে পরিচালনা করা উচিত। উপরের পদগুলি, পৌল এমন ব্যক্তিদের জন্য লিখেছেন যারা ইতিমধ্যে খ্রিষ্টের অনুসারী হিসেবে বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত করেছে। তবুও পৌল প্রার্থনা করেছিলেন যে তারা ঈশ্বরকে আরও ভালোবাসতে থাকবে এবং সেই ভালোবাসার দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আরও ভালোভাবে বুঝতে এবং বাধ্য হতে সক্ষম হবে।

ঈশ্বর যেমন বিচক্ষণতা দেন তেমনভাবেই আমাদের জীবনকে ক্রমাগত উন্নত করার আশা করা উচিত। ঈশ্বর কেবল ধর্মীয় আচার-আচরণ পালনে নয়, বরং আমাদের জীবনের সমস্ত দিকে আমাদের সম্পূর্ণ আনুগত্য চান।

আমাদের কখনোই এমন অনুমান করে নেওয়া উচিত নয় যে কীভাবে জীবন যাপন করতে হয় সে সম্পর্কে আমাদের যা জানা দরকার তা আমরা ইতিমধ্যেই জানি। আমাদের এমন মনে করা উচিত নয় যে আমরা আমাদের জীবনে প্রয়োজনীয় সবকিছুরই সমন্বয়সাধন করে ফেলেছি।

একজন বিশ্বাসীর যে যে ক্ষেত্রগুলিতে উন্নতি করা উচিত

(১) প্রভাব সম্পর্কে সতর্কতা (হিতোপদেশ ২২:১, মথি ৫:১৪-১৬)

আপনি কি এমন কিছু করেন যা আপনি চান না অন্যরা করুক? আপনি যা করেন তা আপনার পাস্টারকে করতে দেখে কি আপনি হতাশ হবেন?

(২) আত্ম-নিয়ন্ত্রণ (হিতোপদেশ ১৬:৩২, হিতোপদেশ ২৫:২৮; গালাতীয় ৫:২২-২৩)

আপনার যা করা উচিত তা করার জন্য আপনি কি আপনার অনুভূতি এবং আকাঙ্খাগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করেন, না কি আপনি কখনো কখনো আপনার অনুভূতিগুলিকে আপনাকে এমনভাবে পরিচালনা করতে দেন যা একজন অবিশ্বাসীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত?

(৩) স্বাস্থ্যের যত্ন (১ করিন্থীয় ৬:১৯, ১ করিন্থীয় ১০:৩১)

ঈশ্বরের জন্য কাজ করার জন্য নিবেদিত এক অপূরণীয় হাতিয়ার হিসেবে কি আপনি আপনার দেহের যত্ন নেন? যেহেতু আপনার শরীর ঈশ্বরের, তাই এটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিত নয়। আপনি এটিকে অবহেলা করতে পারেন না।

(৪) বিনোদনের পছন্দ (কলসীয় ৩:১৭, ১ করিন্থীয় ৬:১২)

আপনার আমোদপ্রমোদ কি আপনাকে ভুল চিন্তা বা মনোভাবের কারণে প্রলোভনের সাথে লড়াই করার প্রবণতায় নিয়ে যায়? পাপকে আকর্ষণীয় বা মজা হিসেবে উপস্থাপন করে এমন সবকিছু থেকে সাবধান থাকুন।

(৫) আচার-আচরণ (রোমীয় ১৩:৯, কলসীয় ৩:১৯, ১ তিমথি ২:৮, ১ পিতর ৩:২)

অন্যদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করুন, কারণ মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট এবং অনন্ত ভবিতব্যের অধিকারী। মানুষের সৌজন্য দেখানোর বিভিন্ন রীতি আছে। আপনার এমনভাবে বিনয়ী হতে শেখা উচিত যাতে লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারে। কেউ এর যোগ্য না হলেও আপনার তার প্রতি সদয় হওয়া উচিত।

(৬) ব্যবসায়িক নৈতিকতা (হিতোপদেশ ২০:২৩)

আপনি কি সমস্ত কাজে সম্পূর্ণভাবে সৎ? আপনি কি বিষয়গুলি যেমন আছে ঠিক তেমনই বর্ণনা করেন, নাকি কাউকে এমনকিছু ভাবতে বাধ্য করেন যা সত্য নয়?

(৭) সময়ানুবর্তিতা (গালাতীয় ৫:১৪)

সময় হল একটি মূল্যবান সম্পদ যা আমাদের ঈশ্বরের জন্য ব্যবহার করা উচিত। আপনি কি সম্ভাব্য সমস্ত ক্ষেত্রে একটি সময়সূচী বজায় রাখার মাধ্যমে নিজের এবং অন্যদের সময়ের গুরুত্ব দেন?

(৮) পোশাক (১ তিমথি ২:৯, ১ পিতর ৩:৩-৪)

আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ কি এই নিম্নলিখিত মূল্যবোধগুলিকে প্রকাশ করে?

- শালীনতা - যথেষ্ট পরিমাণে শরীর ঢেকে রাখা
- নম্রতা - আপনি যে পোশাক পরেন, সেটির দ্বারা অযথা মনোযোগ বা প্রশংসা আকর্ষণ করার চেষ্টা না করা
- মিতব্যয়িতা - আপনার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দামী পোশাক না কেনা

(৯) ভাষা (কলসীয় ৪:৬, ইফিষীয় ৪:২৯)

আপনার কথাবার্তা কি ঈশ্বর এবং অন্যদের প্রতি শুদ্ধ এবং সম্মানজনক? জগতে বিশেষ কিছু ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত একাধিক শব্দ অশ্লীলতা থেকে আসে বা তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কুরুচিকর।

(১০) নির্ভরযোগ্যতা (গীত ৬১:৮; হিতোপদেশ ২০:৬, হিতোপদেশ ২৮:২০)

আপনি কি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন? লোকেরা কি আশা করতে পারে যে আপনি যা বলেন তা করবেন? আপনি কি আপনার প্রতিজ্ঞাগুলি ভুলে যান যদি সেগুলি আপনার জন্য সুবিধাজনক না হয়?

বহু মানুষই তাদের উন্নতি করার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব সহকারে নেয় না। তারা নিজেদেরকে কেবল শাস্ত্রের সাধারণ আদেশগুলির জন্য দায়বদ্ধ বোধ করে, তারা বুঝতে পারে না যে সেই আদেশগুলির একাধিক প্রয়োগ রয়েছে।

আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে এই উন্নতি ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা বৃদ্ধির সাথে সংযুক্ত। আমরা যে পদগুলি (ফিলিপীয় ১:৯-১১) দিয়ে এই পাঠটি শুরু করেছিলাম, সেই পদগুলির উপর আমাদের আন্তরিকভাবে ধ্যান করা প্রয়োজন। যদি আমাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়, আমাদের বিচক্ষণতা এবং সঠিক আচরণের পছন্দও উন্নত হওয়া উচিত।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

► যখন ঈশ্বর আপনাকে দেখিয়েছিলেন যে আপনার মনোভাব, অভ্যাস বা কাজ সর্বোত্তম নয়, তখন আপনি আপনার জীবনে যে পরিবর্তন এনেছিলেন তার একটি উদাহরণ কী দিতে পারেন?

► আপনার জীবনধারায় কি এমন কিছু আছে যা আপনি জানেন যে আপনার পরিবর্তন করা উচিত? আপনি কি তা করবেন?

► আপনি কি এমন কিছু করছেন যেখানে তা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করছে কিনা সেই ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত নন?

► আপনি কি ঈশ্বরকে প্রার্থনায় আপনাকে যেকোনো পরিবর্তন দেখাতে দিতে ইচ্ছুক যা আপনার করা উচিত?

আসুন, এই সপ্তাহে এক উন্মুক্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হই যাতে ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর মূল্যবোধ এবং তিনি আমাদের জীবনে করতে চান এমন যেকোনো পরিবর্তন দেখাতে পারেন। আপনি কি এটা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ? পরের সপ্তাহে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করব আপনি তা করেছেন কিনা।

বাইবেলের নীতিগুলির ব্যক্তিগত প্রয়োগ

► আপনি কি কখনো বিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন, বিশেষত তারা কী করে এবং কী করে না সেই বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশ্নে? তারা একই বাইবেল ব্যবহার করা সত্ত্বেও কেন এই পার্থক্যগুলি রয়েছে? যেহেতু বিশ্বাসীদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে, তাই আমরা যা করি তা কি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ? কেন?

সমস্ত বিশ্বাসীরা বাইবেলের নীতি এবং মূল্যবোধগুলি কীভাবে পালন করতে হয় তার বিশদ বিবরণে একমত নয়। তবুও খ্রিষ্টের একজন অনুসারীকে অবশ্যই তার বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করার ব্যাপারে ঐকান্তিক হতে হবে।

আচরণ, বিনোদনের পছন্দ, এবং পোশাক – সবকিছুই হৃদয়ের প্রবণতা সম্পর্কে কিছু একটা প্রকাশ করে।

জীবনযাত্রার নির্দিষ্ট সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে কোনটি সর্বোত্তম তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করার সময় প্রতিটি বিশ্বাসীর মনে রাখা উচিত এমন কিছু নীতি এখানে দেওয়া হল।

জীবনযাত্রার বিভিন্ন সিদ্ধান্তের জন্য নীতিসমূহ

(১) বিশ্বাসীদের জন্য দেওয়া বাইবেলের সমস্ত আদেশ আমাদেরকে অবশ্যই মান্য করতে হবে।

মথি ৫:১৯ পদে যিশু বলেছেন,

> যে কেউ এইসব আদেশের ক্ষুদ্রতম কোনো আদেশ লঙ্ঘন করে ও অপর মানুষদের সেইমতো শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গরাজ্যে ক্ষুদ্রতম বলে গণ্য হবে; কিন্তু যে কেউ এই আদেশগুলি অনুশীলন করে ও সেইরূপ শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য হবে।

আমরা কেবল যে পয়েন্টগুলিকে নিজেরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি তা বেছে নিতে পারি না। শাস্ত্রীয় কোনো আদেশই উপেক্ষা করার মত গুরুত্বহীন নয়।

(২) ঈশ্বরের আদেশগুলি আমাদের উপকারের জন্য।

দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১২-১৩,

> এখন হে ইস্রায়েল, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের কাছে কী চান? তিনি কেবল চান যেন তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করো, সব ব্যাপারে তাঁর পথে চলো, তাঁকে ভালোবাসো, তোমাদের সমস্ত হৃদয় ও প্রাণ দিয়ে তাঁর সেবা করো, আর তোমাদের মঙ্গলের জন্য আজ আমি তোমাদের কাছে সদাপ্রভুর যেসব আদেশ ও অনুশাসন দিচ্ছি তা পালন করো।

গীত ৮৪:১১,

> কারণ সদাপ্রভু ঈশ্বর ঢাল ও সূর্যের মতো; তিনি দয়া ও সম্মান দান করেন; যাদের চলার পথ সিদ্ধ তাদের তিনি কোনো প্রকার মঙ্গল থেকে বঞ্চিত করেন না।

ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে ভালো কিছু দূরে রাখেন না, বা আমাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এমন কোনো আদেশ দেন না। তাঁর বিধিনিষেধ ছাড়া আমাদের মঙ্গল হবে না। তাঁর নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হল তাঁর প্রজ্ঞা এবং প্রেমকে সন্দেহ করা। যখন আমরা মানুষের ধারণাগুলি অনুসরণ না করে তাঁর বাক্যের নির্দেশাবলী মেনে চলি, তখন আমরা প্রমাণ করি যে আমরা সত্যই ঈশ্বরের মঙ্গল এবং প্রজ্ঞাতে বিশ্বাস করি।

(৩) খ্রিষ্টীয় স্বাধীনতা কোনোমতেই ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা থেকে স্বাধীনতা নয়।

১ করিন্থীয় ৯:২১ পদে পৌল বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে এটি লিখেছেন:

> যারা বিধানের অধীন নয়, তাদের জন্য আমি বিধানবিহীন মানুষের মতো হয়েছি (যদিও আমি ঈশ্বরের বিধান থেকে মুক্ত নই, কিন্তু খ্রীষ্টের বিধানের অধীন), যেন যারা বিধানের অধীন নয়, তাদের জয় করতে পারি।

ধার্মিকগণনার উপায় হিসেবে, আমরা বিধান—মোশির আইন এবং ঈশ্বরের নৈতিক চাহিদা উভয়ই—থেকে উদ্ধার পেয়েছি, কারণ আমরা অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছি, ঈশ্বরের আদেশ পালনের মাধ্যমে নয়। আমরা বিধানের দণ্ডাজ্ঞা থেকেও উদ্ধার পেয়েছি, কারণ আমরা যে সমস্ত পাপ করেছি তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।

তবে, আমরা কোনো মতেই ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার বা ভালোবাসার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত নই, "আমার ভাইবোনেরা, তোমরা স্বাধীনতার জন্য আহূত হয়েছ, কিন্তু তোমাদের স্বাধীনতাকে শারীরিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য প্রশ্রয় দিয়ো না; বরং প্রেমে পরস্পরের সেবা করো" (গালাতীয় ৫:১৩)। উপরে উল্লেখিত ১ করিন্থীয় ৯:২১ পদ অনুযায়ী, আমরা ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীন। আমাদের জন্য তাঁর ইচ্ছা বাইবেলে প্রকাশিত হয়েছে।

কিছু লোক ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের অবশ্যই পাপের জন্য ক্ষমা পাওয়ার উপায় হিসেবে বা আত্মিকভাবে পরিপক্ক হওয়ার উপায় হিসেবে ঈশ্বরের বিধান পালন করতে হবে। কিন্তু, সত্যটি হল যে আমরা বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছি, বিধান পালন করে নয় (ইফিষীয় ২:৮-৯)।

যদিও আমরা আমাদের কাজের ফলাফল দ্বারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হইনি, তবুও আমাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে চলা উচিত, কারণ আমাদেরকে তাঁর সাথে ধার্মিক গণ্য করা হয়েছে। "তোমাদের পাপ থেকে মুক্ত করা হয়েছে এবং তোমরা ধার্মিকতার ক্রীতদাস হয়েছ" (রোমীয় ৬:১৮)।

যেহেতু আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি এবং তাঁর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ, আমরা আনন্দ সহকারে তাঁর বাধ্য হই (১ যোহন ৫:৩)। যারা ধার্মিকগণিত হয়েছে, তাদের বাধ্যতা হল তাঁর প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ (যোহন ১৪:১৫)।

(৪) যদি আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি, তাহলে আমরা তাঁর ইচ্ছাকে এড়িয়ে যাত্তয়ার পরিবর্তে তা জানতে চাইব।

১ যোহন ৫:২-৩ বলছে,

> ঈশ্বরকে প্রেম করে এবং তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তানদের প্রেম করি। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম করা হল এই: তাঁর আদেশ পালন করা। আর, কারণ তাঁর আদেশ দুর্বহ নয়।

যিরমিয় ৩১:৩৩ বলছে, "আমি ইস্রায়েল কুলের সঙ্গে এই নিয়ম স্থাপন করব··· আমি তাদের মনে আমার বিধান দেব এবং তাদের হৃদয়ে তা লিখে দেব।"

যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভালোবাসে সে প্রথমে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবে না, "এটি করার জন্য ঈশ্বর কি আমাকে দোষীসাব্যস্ত করবেন?" বরং তার প্রশ্ন হবে, "ঈশ্বর কোনটিতে সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন?" বা, "সবচেয়েউৎকৃষ্ট বিষয়টি কী?" (ফিলিপীয় ১:১০, তীত ৩:৮).

(৫) শাস্ত্র আমাদের জীবনের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম প্রতিষ্ঠার একটি ভিত্তি প্রদান করে।

বাইবেল যে কেবল কিছু সাধারণ নীতি প্রদান করে তা নয়। কিছু অংশ ২ নং অ্যাসাইনমেন্টে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যা সচেতন খ্রিষ্টীয় জীবনযাপনের জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করে। এগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি খ্রিষ্টীয় জীবনধারার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়।

(৬) জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কিত নিয়মগুলি আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মবিশ্বাস নয়।

ফরিশীরা ছোটখাটো বিষয়গুলির উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়ার ভুলটি করেছিল। মথি ২৩:২৩ পদে যিশু তাদের বলেছেন,

> শাস্ত্রবিদ ও ফরিশীরা, ভণ্ডের দল, ধিক্ তোমাদের! তোমরা তোমাদের মশলাপাতি—পুদিনা, মৌরি ও জিরার দশমাংশ দিয়ে থাকো কিন্তু বিধানের আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন ন্যায়বিচার, করুণা, বিশ্বস্ততা—এগুলি উপেক্ষা করে থাকো। ভালো হত, তোমরা আগের বিষয়গুলি উপেক্ষা না করে যদি এগুলিও পালন করতে।

এই পদটি বলছে না যে এমন কোনো সত্য আছে যা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু, এটি বলছে যে কিছু বিষয় অন্যগুলির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়। আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আরও উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত।

(৭) কেবল নিয়ম পালন করাই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আনুগত্য বা ভালবাসা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়।

ফরিশীদের সাথে এই একই আলোচনায় যিশু বলেছেন (মথি ২৩:২৫),

শাস্ত্রবিদ ও ফরিশীরা, ভণ্ডের দল, ধিক্ তোমাদের! তোমরা থালাবাটির বাইরেটা পরিষ্কার করে থাকো কিন্তু ভিতরের দিকটা লোভ-লালসা ও আত্ম-অসংযমে পূর্ণ।

একজন ব্যক্তি খুব কঠোর জীবনযাপন করতে পারে, তবুও হতে পারে যে সে ঈশ্বরকে ভালোবাসে না বা এমনকি তাঁকে সম্পূর্ণরূপে মেনে চলে না। অন্যদিকে, একজন ব্যক্তি হয়তো তার পূর্ণ হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারে কিন্তু তবুও কিছু মান বজায় রাখার কারণ সে বুঝতে নাও পারে। অতএব, তুলনামূলকভাবে কঠোর জীবন যাপন করা ব্যক্তি অধিক আত্মিক হবে, এমন নয়।

(৮) অন্যদের সাক্ষ্যের উপর আমাদের আস্থা তাদের জীবনযাত্রার ছোটোখাটো বিবরণের উপর নির্ভর করে না।

রোমীয় ১৪:১০ পদে পৌল বিশ্বাসীদেরকে প্রশ্ন করেছেন,

তাহলে তুমি কেন অপর বিশ্বাসীর বিচার করো? কিংবা, কেনই বা অপর বিশ্বাসীকে ঘৃণা করো? কারণ আমরা তো সকলেই ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াব!

এই পদটি এমন একটি অংশে এসেছে যেখানে ব্যবহারিক বিষয়ে বিশ্বাসীদের বিভিন্ন মতামত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। খ্রিষ্টের একজন অনুসারীর কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয় সে সম্পর্কে বহুক্ষেত্রেই অকপট মতবিরোধ রয়েছে।

অন্য একজন বিশ্বাসী শাস্ত্রের একটি নির্দিষ্ট অংশের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাখ্যার সাথে একমত নাও হতে পারে, অথবা আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি সেটির ক্ষতিকর দিকগুলি সে নাও দেখতে পেতে পারে। হতে পারে যে, ঈশ্বর তার জীবনে ভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করছেন, অথবা ঈশ্বর তাকে একটি ভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে রেখেছেন। এর অর্থ এই নয় যে সেই ব্যক্তি প্রকৃত বিশ্বাসী নয়।

► এই বিবৃতিটি সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন? "কীভাবে একজন ব্যক্তির জীবনযাপন করা উচিত সেই সম্পর্কে ঈশ্বর প্রত্যেককে সত্য দেখাবেন; তাই সকল বিশ্বাসীর একই অভ্যাস থাকা উচিত।"

খ্রিষ্টের অনুগামীরা জীবনের সমস্ত অনুশীলন সম্পর্কে কখনোই একমত হয়নি। যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে এবং ধার্মিক জীবনযাপন করে, তারা সবাই ধর্মতত্ত্বের অনুশীলন এবং খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে একমত নয়। আমাদের পক্ষে এটা বলা ভুল যে অন্যরা বিশ্বাসী নয় কারণ তারা শাস্ত্রকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে বা প্রয়োগ করে। আমরা তাদেরকে অকপট বিশ্বাসী হিসেবে গ্রহণ করতে পারি যদিও আমাদের মনে হয়ে থাকে যে তাদের মতামতগুলি ভুল। পবিত্র আত্মার কাজ সমস্ত বিশ্বাসীদেরকে একটি অভিন্ন বা সমতুল্য জীবনধারার অনুসরণ করতে বাধ্য করে না।

আমাদেরকে অবশ্যই অন্যান্য বিশ্বাসীদের দৃষ্টিকোণ থেকে শিখতে প্রস্তুত থাকতে হবে। অহংকার আমাকে মনে করতে বাধ্য করবে যে আমি সর্বদা নিখুঁতভাবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ করি। কিন্তু এক নম্র, শিক্ষণীয়, গ্রহণযোগ্য আত্মা খ্রিষ্টীয় ঐক্য গড়ে তোলে এবং খ্রিষ্টের দেহের উন্নতিসাধন করে।

(৯) বিভিন্ন মতামতের প্রতি সহনশীলতা ব্যক্তিগত অসতর্কতাকে অজুহাত দেয় না।

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার মনে দৃঢ়প্রত্যয়ী হোক" (রোমীয় ১৪:৫খ)।

“কিন্তু যে ব্যক্তির সন্দেহ আছে, সে যদি আহার করে তাহলে সে দোষী সাব্যস্ত হয়, কারণ তার আহার করা বিশ্বাস থেকে হয় না; আর যা কিছু বিশ্বাস থেকে হয় না, তাই পাপ” (রোমীয় ১৪:২৩)।

যখন কেউ তার বিবেককে লঙ্ঘন করে, তখন বিপর্যয়কর ফলাফল আসবে। যদি একজন ব্যক্তি এমন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেয় যা সে ভুল বলে মনে করে, তবে সে পাপের জন্য দোষী। যখন কেউ ঈশ্বরপ্রদত্ত আলোয় চলে, সে আশীর্বাদের অধিকারী হয় (১ যোহন ১:৭)।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

এই বিষয়ে আলোচনা শুরু করতে কোনো অসুবিধা হবে না। কিছু শিক্ষার্থী হয়তো মন্ডলীগুলিতে আচরণের নিয়ম মেনে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে পারে। অন্যরা হয়তো পার্থক্যের প্রতি সহনশীলতার উপর জোর দিতে পারে।

উপরে তালিকাভুক্ত নয়টি নীতির প্রতিটির জন্যই সঠিক বিবেচনা দেখানোর চেষ্টা করুন।

► এই নীতিগুলির মধ্যে কোনগুলি অনেকেই ভুলে গেছেন বলে আপনি মনে করেন?

► এই নীতিগুলির মধ্যে কোনগুলি আপনার ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমি তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে চাই। আমি আমার জীবনের জন্য তোমার ইচ্ছা আরো ভালোভাবে বুঝতে চাই।

তোমার কাছে কোনটি সবচেয়ে প্রীতিজনক তা বুঝতে শিখতে আমাকে সাহায্য করো যাতে আমি একটি শুদ্ধ এবং অপরাধমুক্ত জীবনযাপন করতে পারি।

যে সমস্ত স্বভাব এবং মনোভাব পরিবর্তন করা প্রয়োজন তা দেখতে, এবং তোমাকে গৌরবান্বিত করে এমন সমস্ত স্বভাব এবং মনোভাব অর্জন করতে আমাকে সাহায্য করো।

আমি ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমার জন্য ফলধারণ করতে চাই।

আমেন

২ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) ১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায় অধ্যয়ন করুন। এই অধ্যায়ে এমন একজন ব্যক্তির জীবন বর্ণনা করা হয়েছে যার অন্যদের প্রতি যে ভালোবাসা থাকা উচিত উচিত, তা তার মধ্যে আছে। ঈশ্বরকে দেখাতে দিন যে আপনার জীবনকে ভালবাসার সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে তিনি কীভাবে আপনাকে পরিবর্তন করতে চান। কিছু পরিবর্তন তালিকাভুক্ত করুন যা আপনি চান যে ঈশ্বর আপনাকে আপনার নিজের জীবনে করতে সক্ষম করবেন।

(২) নিম্নলিখিত শাস্ত্রাংশগুলি অধ্যয়ন করুন যা সচেতন খ্রিষ্টীয় আচরণের জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করে:

- ১ করিন্থীয় ৬:১৯-২০
- ১ করিন্থীয় ১০:৩১
- ১ করিন্থীয় ১১:১৪-১৫
- ১ তিমথি ২:৯-১০
- ১ পিতর ৩:৩-৪
- গীত ১৯:১৪
- গীত ১০১:৩

প্রতিটা প্যাসেজের মূল অর্থ লিখুন। জীবনধারার সেই বিশদগুলি সম্বন্ধে বর্ণনা করুন যা আপনি বিশ্বাস করেন যে এই শাস্ত্রাংশগুলির কারণে আপনার অনুশীলন করা উচিত।

পাঠ ৩

কাজ

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) কাজ সম্পর্কে বাইবেল কী শেখায় তা বর্ণনা করবে।

(২) একটি খ্রিষ্টীয় কর্ম নৈতিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করবে।

ব্রাদার লরেন্স, ঈশ্বরের কর্মী

ব্রাদার লরেন্স ছিলেন একজন সাধারণ সন্ন্যাসী যিনি ১৬০০'র দশকে একটি মঠে বাস করতেন। তিনি ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসায় খুব সাধারণ কাজ করার জন্য, যেমন আলুর খোসা ছাড়ানো এবং থালা-বাসন ধোয়া, ইত্যাদি, এবং কখনও ঈশ্বরের উপস্থিতি তার মন থেকে দূরে যেতে না দেওয়ার জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ক্রমাগত ঈশ্বরকে তার সমস্ত জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছিলেন, যার মধ্যে তার কাজও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

"ঈশ্বরের উপস্থিতির অনুশীলন" (দ্য প্র্যাক্টিস অফ দ্য প্রেজেন্স অফ গড) খুব সংক্ষিপ্ত একটি বই যা প্রায় কয়েক লক্ষ মানুষ পড়েছেন। এটিতে ব্রাদার লরেন্স'র সাক্ষাৎকার এবং চিঠিপত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "আমাদের পবিত্রতা আমাদের কাজ পরিবর্তন করার উপর নির্ভর করে না, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য যা আমরা সাধারণত নিজেদের জন্য করি তা করার উপর নির্ভর করে।"

► কাজ কী? কাজ কি শুধুই কর্মসংস্থান— কিছু করার জন্য নিযুক্ত হওয়া?

কাজের মধ্যে কর্মসংস্থান অন্তর্ভুক্ত, তবে এতে নিজেদের এবং অন্যদের যত্ন নেওয়া, আমাদের কাছে থাকা জিনিসগুলি পরিচালনা করা, বিভিন্ন জিনিস উৎপাদন করা, লাভের জন্য ব্যবসা করা এবং অন্যদেরকে মুক্তহস্তে সাহায্য করাও অন্তর্ভুক্ত।

► একজন বিশ্বাসীর কি কাজ করা উচিত? কেন?

অনেকেই মনে করে যে পর্যাপ্ত অর্থ থাকলে তাদের কাজ করতে হবে না। তারা মনে করে সবচেয়ে উপভোগ্য জীবন হবে অবসর জীবন।

কাজ সম্পর্কে বাইবেলভিত্তিক ধারণা

ঈশ্বর শুরুতে কীভাবে জগৎকে বিন্যাস করেছিলেন তা নিয়ে ভাবুন। এটি নিখুঁত ছিল (আদি পুস্তক ১:৩১)। ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রথম মানবদের জন্য এটি ছিল নিখুঁত পরিবেশ। ঈশ্বর প্রথম মানবদের কাজ দিয়েছিলেন (আদি পুস্তক ১:২৮)। ঈশ্বর পৃথিবীকে পরিশ্রম ছাড়াই মানুষের সমস্ত চাহিদা মেটানোর জন্য বিন্যস্ত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। ঈশ্বর জানতেন যে মানুষের জন্য সর্বোত্তম জীবনে কাজ অন্তর্ভুক্ত।

ঈশ্বর পরিকল্পনা করেছিলেন যে আমাদের কাজ আমাদের সম্পর্কের সাথে জড়িত থাকবে। মানুষকে অবশ্যই সহযোগিতা করতে শিখতে হবে, একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল হতে হবে, একে অপরের জন্য নির্ভরযোগ্য হতে হবে, শক্তি ব্যবহার করতে হবে এবং দুর্বলতার ক্ষেত্রে অন্যদেরকে সাহায্য করতে হবে, একসাথে প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে হবে, মতবিরোধ দূর করতে হবে, ভুল সংশোধন করতে হবে, প্রশিক্ষিত হতে হবে এবং অন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

ঈশ্বর মানুষকে পৃথিবী পরিচালনা করার, নিয়ন্ত্রণে আনার এবং তাঁর মহিমার জন্য এটিকে বিকশিত করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিয়েছেন। এই কার্যভারের ফলে কৃষির উন্নয়ন, প্রাণীদের উত্থাপন, পৃথিবী থেকে খনিজ খনন এবং প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে।

ঈশ্বর আমাদেরকে বাকি প্রকৃতির সৃষ্টি উর্দ্ধে করেছেন, কারণ আমাদের মধ্যে তাঁর প্রকৃতির কিছু আছে। গীত ৮:৬-৮ পদ বলছে,

> তোমার হাতের সকল সৃষ্টির উপর তাদের কর্তৃত্ব দিয়েছ; এসব কিছু তাদের পায়ের নিচে রেখেছ: সব মেষপাল ও গোপাল, ও যত বন্যপশু; আকাশের যত পাখি, সমুদ্রের যত মাছ, যা সমুদ্র প্রবাহে সাঁতার কাটে।

প্রথম পাপের কারণে জগৎ পরিবর্তিত হয়েছিল, এবং কাজের মধ্যে এমন অনেক অসুবিধা এবং হতাশা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল যা ঈশ্বরের মূল নকশার মধ্যে ছিল না (আদি পুস্তক ২:১৭-১৯)। কিন্তু, আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে ঈশ্বর আমাদেরকে কাজ করার জন্য পরিকল্পনা করেছেন।

আমাদের কাজ হল ঈশ্বরের সৃষ্টির কাজের অনুরূপ। কাজ হল মানুষের পরিবেশকে নতুন করে সাজানোর উপায়। জীবিকা অর্জন করাই কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। মানুষের মধ্যে তাদের পরিবেশ পরিবর্তন করার প্রবৃত্তি আছে। তারা তাদের ঘরবাড়ি উন্নত করার চেষ্টা করে। তারা আবর্জনা পরিত্যাগ করার চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি আর কাজ করতে চায় না সে তার পরিবেশ পরিবর্তন করার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছে। মানুষ বলতে যা বোঝায় তার কিছু অংশ সে ছেড়ে দিচ্ছে।

► সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা কোনো বাড়ি বা প্রাঙ্গণ দেখলে আপনার কী মনে হয়?

সৃষ্টি, পরিকল্পনা, সংগঠন এবং উৎপাদন করার—কাজের—প্রতি মানুষের ঝোঁক মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবির অংশ। তাই *সকল* কাজই একজন বিশ্বাসীর জন্য পবিত্র। সমস্ত কাজই একটি উপাসনামূলক কাজ, বিশেষত যখন এটি ঈশ্বরকে খুশি করার জন্য করা হয় (কলসীয় ৩:১৭, ২৩)। যিশু বলেছেন যে যেহেতু তাঁর পিতা কাজ করেছেন, তাই তিনিও কাজ করেছেন (যোহন ৫:১৭)।

অসুস্থ হলে ঔষধ সেবন করার মতো কাজ করাকে আপনার অপ্রীতিকর প্রয়োজনীয়তা হিসেবে ভাবা উচিত নয়। কাজ কেবল বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু নয়। এটি মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের নকশার অংশ।

১ থিষলনীকীয় ৩:১০ পদ বলে যে আমাদের কাজ করা উচিত, “কারণ তোমাদের সঙ্গে থাকার সময়েও আমরা তোমাদের এই নিয়ম দিয়েছি, যদি কেউ পরিশ্রম না করে, সে আহারও করবে না।”

যদি আমাদের কাজটিকে আপাতদৃষ্টিতে দেখে তুচ্ছ মনে হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কী করব? মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, “আপনি যা করেন তা দেখে তুচ্ছ মনে হতে পারে, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি এটি করেন।” কল্পনা করুন একজন ব্যক্তিকে মেঝে ঝাঁট দেওয়ার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। এটি একটি তুচ্ছ কাজ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তিনি এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছে। তিনি যখন প্রতিদিন কাজে যান, তখন তিনি কারোর কথাকে পাত্তা না দিয়ে,

অলসভাবে সময় ব্যয় করার পরিবর্তে এই কাজটি করা বেছে নিচ্ছেন। তিনি বন্ধুদের উপর বা পরিবারের উপর পরজীবী হওয়ার পরিবর্তে নিজেকে সমর্থন করার দায়িত্ব দেওয়া বেছে নিচ্ছেন। তিনি তাকে সাহায্য করার জন্য তাদের বাধ্য করার পরিবর্তে যারা তার উপর নির্ভরশীল, সম্ভবত তার স্ত্রী এবং সন্তানদের যত্ন নিচ্ছেন। এই সমস্ত বিবেচনাগুলি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে কাজটি তুচ্ছ হতে পারে, তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে কেউ সেই কাজটি সম্পন্ন করা বেছে নিয়েছে।

এরকম কি অনেক লোক আছে যারা সত্যিই কাজ করতে পারে না? না। এমনকি যদি একজন ব্যক্তি বেতনের ভিত্তিতে কাজ করতে অক্ষম হয়, তবুও সে সম্ভবত অন্যদের চাহিদা মেটাতে কিছু একটা করতেই পারে।

খ্রিষ্টের অনুগামীদের অবশ্যই কাজ করা উচিত, কারণ তারা তাদের নিজেদের জন্য এবং অন্যদের জন্য দায়বদ্ধ। যদি তারা যা করতে পারে তা করতে ইচ্ছুক না হয়, তাহলে তাদের আশা করা উচিত নয় যে অন্যেরা তাদের চাহিদা পরিপূরণ করবে।

একজন বিশ্বাসী প্রথমে তার পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধ। "কেউ যদি তার আত্মীয়স্বজনের, বিশেষত পরিবারের আপনজনদের ভরণ-পোষণ না করে, সে বিশ্বাস অস্বীকার করেছে এবং অবিশ্বাসীর চেয়েও নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন হয়েছে" (১ তিমথি ৫:৮)।

শাস্ত্রে একজন বিশ্বাসীকে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে সে অন্যেদের চাহিদা মেটাতে পারে। "যে চুরি করতে অভ্যস্ত, সে যেন আর চুরি না করে, বরং নিজের হাতে পরিশ্রমের দ্বারা সৎ উপায়ে উপার্জন করে; দুস্থদের সাহায্য করার মতো তার হাতে যেন কিছু উদ্বৃত্ত থাকে" (ইফিষীয় ৪:২৮)। যে চুরি করে, কিছু না করে নিয়ে যায়; এবং যে কাজ করে যাতে সে কিছু দিতে পারে – এই দুই ব্যক্তির মধ্যে বৈসাদৃশ্যটি লক্ষ্য করুন। একজন বিশ্বাসী কেবল সেই ব্যক্তি নয় যে চুরি করে না, বরং এমন একজন ব্যক্তি যে দান করার উদ্দেশ্যে কাজ করে।

আপনাকে কেউ কাজের জন্য নিয়োগ না করলেও আপনি করার জন্য কাজ খুঁজে নিতে পারেন। সাহায্যকারী হওয়ার এবং অন্যদের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর বিভিন্ন উপায় খুঁজে বের করুন। কিছুই না করা এবং কেউ আপনাকে সাহায্য করে না বলে অভিযোগ করার চেয়ে এইভাবে জীবন যাপন করা অনেক ভালো।

বিশ্বাসীদের তাদের নিজেদের এবং তাদের পরিবারের প্রয়োজন পরিপূরণ করার জন্য কাজ করা উচিত, এবং যাদের প্রয়োজন আছে তাদেরকে দান করতে সক্ষম হওয়া উচিত।

আমাদের চাহিদা পূরণের জন্য ঈশ্বরের চিরাচরিত উপায়

► যে ব্যক্তি বলে যে সে কাজ করবে না কারণ তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য সে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল, তাকে আপনি কী বলবেন?

কল্পনা করুন যে গ্রীষ্মের শেষের দিকে আপনি আপনার বাড়ির পিছনের বাগানে হাঁটতে গেছেন এবং দেখছেন যে একটা বিরাট অংশ জুড়ে টমেটো, ভুট্টা, বীন, এবং অন্যান্য শাক-সব্জির ফলন হয়েছে, এবং এতটাই পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে যে আপনার দীর্ঘ সময় চলে যাবে।

এটিকে দেখে কি আপনার একটি অলৌকিক ঘটনার মতো মনে হবে? এটি গত গ্রীষ্মে হাজার হাজার মানুষের ক্ষেত্রে ঘটেছে। তারা তাদের বাড়ির বাগানে হেঁটে গেছে এবং দেখেছে যে ফসল বেড়েছে এবং দিন-প্রতিদিন আরও বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু তারা আশ্চর্য হয়নি, এমনকি বিস্মিতও হননি, কারণ কয়েক মাস আগে তারা জমি চাষ করেছিল, তারপর তাতে বীজ

রোপণ করেছিল, তারপর কয়েক মাস ধরে নিশ্চিত করেছিল যে সেখানে জল দেওয়া হয়েছে এবং আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে। তাই যখন তারা সেখানে ফসল ফলতে দেখেছিল, তখন তা ছিল ঠিক সেটাই যা তারা যা আশা করেছিল।

আপনার প্রতিক্রিয়া হতেই পারে, "তাহলে এটি কোনোমতেই কোনো অলৌকিক ঘটনা নয়।" কিন্তু ঈশ্বর কোটি কোটি গাছপালা বানিয়েছেন, এবং মানুষ একটিও বানায়নি। গীত ১০৪:১৪ পদ বলে, "তিনি গবাদি পশুদের জন্য ঘাস,আর মানুষের চাষের জন্য চারাগাছ বৃদ্ধি করেন—জমি থেকে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করেন।" ঈশ্বর এই কাজটি করেন, কিন্তু মানুষকে এটির জন্য মাটি প্রস্তুত করতে, বীজ রোপণ করতে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জল দিতে হয়।

অনেকেই ঈশ্বরের কাজকে অস্বাভাবিক কিছু বলে মনে করে, তারা মনে করে তা প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম, যেমন যিশু যখন সুস্থ করেছিলেন অথবা যখন সূর্য স্থির হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং সেই অর্থে, উদ্ভিদের বৃদ্ধি অলৌকিক ঘটনা নয়, কারণ এটি সাধারণ বিষয়।

কিন্তু একটি অলৌকিক ঘটনার আশায়, আমরাও প্রায়শই ঈশ্বরের কাজ করার স্বাভাবিক পদ্ধতিকে উপেক্ষা করি। এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে যারা আজ তাদের বাড়ির বাগানে হেঁটে গেছে এবং তারা খাওয়ার মত এমন কোনোকিছুই খুঁজে পায়নি। তারা ঈশ্বরের খাদ্য উৎপাদনের পদ্ধতিতে জড়িত ছিল না। খাদ্য বৃদ্ধির প্রক্রিয়া ঈশ্বরের স্বাভাবিক কাজের পদ্ধতির একটি উদাহরণ মাত্র। উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বরের চাহিদা পূরণের স্বাভাবিক উপায়টি মানুষের কাজের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। হিতোপদেশ ১৪:২৩ পদ আমাদের শেখায় যে "সব কঠোর পরিশ্রমই লাভের মুখ দেখে," যেখানে হিতোপদেশ ১৯:১৫ পদ আমাদের সতর্ক করে দেয় যে "অপারদর্শী মানুষ ক্ষুধার্তই থেকে যায়।"

কিছু মানুষ আছে যারা চায় যে ঈশ্বর তাদের জন্য কিছু সরবরাহ করবেন, কিন্তু তারা কাজ করার সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে, কারণ এইগুলি তাদের পছন্দ অনুযায়ী নয় বা তা তারা করতে ইচ্ছুক নয়।

আপনি যদি কাজ করতে ইচ্ছুক হন কিন্তু আপনাকে নিয়োগ করার জন্য কাউকে না পেয়ে থাকেন, তবে কী করবেন? এমন কিছু কাজ আছে যা আপনি অন্যদের সাহায্য করার জন্য করতে পারেন এবং সেই কাজের মাধ্যমে আপনার কিছু চাহিদা পরিপূরণ হতে পারে। আপনি যদি বেকার হন, আপনার কাছে সময় আছে। কেন চারপাশে তাকিয়ে দেখছেন না এবং অন্য কাউকে সাহায্য করার জন্য আপনি কী করতে পারেন তা চিন্তা করছেন না?

একজন মানুষের কথা কল্পনা করুন যে বেকার এবং প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিছুই না করে কেবল বসে বসে সময় নষ্ট করে। সত্যিই কি তার করার জন্য মূল্যবান কিছুই নেই? তার আশেপাশে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যাদের সাহায্য দরকার। তার বাড়ির উঠোনে এবং রাস্তায় আবর্জনা রয়েছে যা পরিষ্কার করা উচিত। এমন জমি আছে যা খাদ্য উৎপাদন করার জন্য চাষ করা যেতে পারে। তার পড়ার জন্য এবং তার জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য বই পাওয়া যেতে পারে। কারও জন্য সে প্রার্থনা করতে পারে। যে ব্যক্তি বসে আছে এবং কিছুই করছে না তার একজন কর্মচারী আছে, এবং তা হল সে নিজেই এবং তার সেই কর্মচারী কিছুই উৎপাদন বা বিকাশ করছে না। সে নিজে একজন ভালো নিয়োগকর্তা নয়, তাই সে সম্ভবত অন্যদের পরিচালনা করার সুযোগ পাবে না।

বহু সময়ে এবং জায়গায়, বেশিরভাগ মানুষই কর্মসংস্থান পায় না। তারা ব্যবসা করার জন্য কিছু উৎপাদন করে, অথবা তারা অন্যদের একটি পরিষেবা অফার করে। এই উপায়গুলিই হল সেই সমস্ত পথ যা ঈশ্বর আমাদের জন্য প্রদান করেন।

খ্রিষ্টীয় কর্মসংস্থানের জন্য বাইবেলভিত্তিক নীতিসমূহ

দায়িত্ব এবং সততার নীতি বিশ্বাসীদেরকে তাদের কাজে প্রয়োগ করার জন্য কিছু নৈতিকতা প্রদান করে।

► একজন বিশ্বাসী যখন একজন নিয়োগকর্তার অধীনে কাজ করে, তখন তার কীভাবে বাইবেলের নীতিগুলি প্রয়োগ করা উচিত?

নতুন নিয়ম কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করে। যে সময়ে নতুন নিয়মের বইগুলি লেখা হয়েছিল, তখন বহু কর্মচারী ছিল ক্রীতদাস। আজকের দিনে একজন কর্মচারী সেই সময়ের একজন ক্রীতদাস থেকে আলাদা কারণ সে বিভিন্ন কর্মসংস্থানে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারে। এই স্বাধীনতা তাদের পক্ষে চাকরির শর্তাবলী গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব করে তুলেছে। তবে, যদি তারা নির্দিষ্ট কিছু সুবিধার জন্য কাজ করতে সম্মত হন, তাহলে শাস্ত্র অনুসারে যতক্ষণ তারা নিয়োগকর্তার সাথে থাকবেন ততক্ষণ তাদের ভালো কর্মী হতে হবে।

আপনি এমন পরিস্থিতিতে থাকতে পারেন যেখানে আপনি যে কাজটি করতে চান তা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আপনার নেই। হয়তো আপনি একটি জবরদস্তিমূলক পরিস্থিতিতে কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। এমন সময়েও আপনার খ্রিষ্টের মনোভাব থাকা উচিত। কিছু লোক আছে যাদেরকে কাজ করতে বাধ্য করা হলে তারা ধীরে ধীরে এবং খারাপভাবে কাজ করে, কারণ তারা দেখাতে চায় যে তারা সেই কাজটি করতে ইচ্ছুক নয়। যখন একজন ব্যক্তি তা করে, তখন সে দেখায় যে সে স্বাধীন নয়। আপনি যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে চান, তবে আপনার উচিত প্রফুল্লভাবে কাজ করা এবং কাজটি ভালোভাবে করা। আপনি যখন এইভাবে কাজ করেন, তখন আপনি স্বাধীনভাবে কাজ করছেন, কারণ কেউ আপনাকে এটি করতে বাধ্য করতে পারে না।

যদি কেউ আপনাকে নিয়োগ না করে থাকে, তবে আপনি আপনার নিজের সুপারভাইজার। আপনি নিজের জন্য কেমন কর্মচারী হয়েছেন?

ইফিষীয় ৬:৫-৮ – দায়িত্বের নীতি

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ইফিষীয় ৬:৫-৮ পদ পড়বে। এই অংশটির অর্থ আলোচনা করুন, এবং তারপর আপনার পর্যবেক্ষণগুলিতে যুক্ত করার জন্য নিচের তালিকাটি দেখুন।

ইফিষীয় ৬:৫-৮ পদ থেকে কিছু প্রয়োগ:

১। একজন কর্মচারীকে অবশ্যই তার নিয়োগকর্তার বাধ্য হয়ে চলতে হবে, এবং তা কেবল মালিকের সামনে থাকাকালীন সময়ে নয়, বরং সর্বদাই তা বজায় রাখতে হবে। এর অর্থ হল যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিদর্শন করার সম্ভাবনা নেই তা জানলেও তার ছোটখাট বিষয়গুলিও অবহেলা করা উচিত নয় ("...কেবলমাত্র তাদের দৃষ্টি যখন তোমাদের প্রতি থাকে, তখন তাদের অনুগ্রহ লাভের জন্য নয়...")।

২। একজন কর্মচারীকে তার কাজের গুণমান এবং অধ্যবসায় বজায় রাখতে হবে এই কথা ভেবে যে সে ঈশ্বরের জন্য কাজটি করছে। ("...খ্রীষ্টের ক্রীতদাসদের মতো... ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করছ...")।

৩। একজন কর্মচারী তার কাজে বিশ্বস্ততার জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে ("প্রভু তাদের সকলকেই ... পুরস্কৃত করবেন...")।

তীত ২:৯-১০ – সততার নীতি

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য তীত ২:৯-১০ পদ পড়বে। এই অংশটির অর্থ আলোচনা করুন, এবং তারপর আপনার পর্যবেক্ষণগুলিতে যুক্ত করার জন্য নিচের তালিকাটি দেখুন।

তীত ২:৯-১০ পদ থেকে কিছু প্রয়োগ:

১। একজন কর্মচারীর তার নিয়োগকর্তার নির্দেশাবলীর প্রতি প্রত্যুত্তরের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত ("…তাদের কথার প্রতিবাদ না করে…")। যখন কোনো কর্মচারী অন্যান্য কর্মচারীদের কাছে তার নিয়োগকর্তা সম্পর্কে অবমাননাকর কথা বলে, তখন কী কী ফলাফল দেখা যেতে পারে?

২। যদি একজন কর্মচারী মনে করে থাকে যে তার বেশি বেতন পাওয়া উচিত, তবুও তার নিয়োগকর্তার থেকে চুরি করা উচিত নয় ("…তাদের কিছু চুরি না করে…")।

৩। বিশ্বস্ত কাজ হল সুসমাচারের একটি সাক্ষ্য; অবিশ্বস্ততা হল সুসমাচারের নিন্দাস্বরূপ ("…আমাদের পরিত্রাতা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় শিক্ষাকে তারা যেন …আকর্ষণীয় করে তোলে…")।

► কিছু লোকের তাদের কাজের ক্ষেত্রে অসততার কিছু উদাহরণ কী হতে পারে? কীভাবে একজন বিশ্বাসীর ভিন্ন হওয়া উচিত তা বর্ণনা করুন।

তীত এবং ইফিষীয় থেকে নেওয়া শাস্ত্রীয় অংশগুলি মূলত একজন ব্যক্তিকে কাজে নিয়োগ করা হলে, তার কীভাবে কাজ করা উচিত সে সম্পর্কে কথা বলছে। এই একই নীতি এমন একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যাকে কিছু নির্মাণ করার কাজে বা কিছু মেরামত করার জন্য নিয়োগ করা হয়। তার সেই গুণমানের কাজ করা উচিত যেটা সে চাইবে যে তার জন্য কেউ করুক। যে ব্যক্তি বিক্রির উদ্দেশ্যে জিনিস তৈরি করে, তার ত্রুটিগুলি লুকানো উচিত নয় যাতে ক্রেতারা মনে করে যে তারা ভালো কিছু পাচ্ছে।

কর্মসংস্থানের জন্য পছন্দসই গুণাবলীর বিকাশ

নিয়োগকর্তারা একজন কর্মচারীর মধ্যে কী কী গুণাবলী চায়? গবেষণায় দেখা গেছে যে নিয়োগকর্তারা এমন ব্যক্তিদের চায় যাদের কাজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। তারা এমন লোক চায় যারা নির্ভরযোগ্য এবং শেখার জন্য প্রস্তুত। বহু ক্ষেত্রেই লোকেদেরকে তাদের প্রশিক্ষণ বা প্রতিভার চেয়ে কাজের প্রতি তাদের মনোভাবের জন্য নিয়োগ করা হয়। এ ছাড়া, কাজের প্রতি আমাদের মনোভাব সম্বন্ধেও ঈশ্বর চিন্তা করেন, যেমনটা আমরা ইতিমধ্যেই শাস্ত্রে দেখেছি।

এমন গুণাবলী বিকাশ করুন যা আপনাকে একজন মূল্যবান কর্মচারী করে তোলে। আপনাকে পরিষেবা প্রদান করতে প্রস্তুত হতে হবে। আপনাকে সৎ, নির্ভরযোগ্য এবং ধৈর্যশীল হতে হবে। কিছু বেকার মানুষ তাদের যা প্রয়োজন কেবল তা নিয়েই চিন্তা করে। একজন নিয়োগকর্তা আপনাকে সাহায্য করার জন্য নিয়োগ করেন না; তিনি তাকে সাহায্য করার জন্য আপনাকে নিয়োগ করেন। আপনাকে এমন ব্যক্তি হতে হবে যে একজন নিয়োগকর্তার কাছে মূল্যবান হবে।

কোনো ব্যক্তি বলতেই পারে, "আমি বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহায়ক এবং সৎ হতাম যদি আমাকে এটির জন্য অর্থ প্রদান করা হত," কিন্তু নিয়োগকর্তারা বন্ধুত্বহীন ব্যক্তিকে নিয়োগ করে না এবং তাকে বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়ার জন্য অর্থ প্রদান করে না। তারা একজন

অসৎ ব্যক্তিকে নিয়োগ করে না এবং তাকে সৎ হওয়ার জন্য অর্থ প্রদান করে না। তারা নিয়োগের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ, সহায়ক এবং সৎ ব্যক্তির সন্ধান করছে।

মন্ডলীতে বিষয়গুলি আলাদা। আমরা লোকেদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক হওয়ার আগে তারা কতটা দিচ্ছে বা তারা কতটা বন্ধুত্বপূর্ণ হচ্ছে তার জন্য অপেক্ষা করি না। ঈশ্বর নিজেও আপনি ভালো কিছু করার আগে আপনার কাছে পৌঁছান এবং আপনাকে আশীর্বাদ করেন। কিন্তু আপনার নিজের উপকারের জন্য, আপনাকে অনুগ্রহের প্রতি সাড়া দেওয়া শুরু করতে হবে। দিতে এবং সেবা করতে এবং হাসতে শিখুন।

আপনার গুণাবলী বিকাশ করুন। যারা ইতিমধ্যে দক্ষতাসম্পন্ন, তাদের সাথে কাজ করে দক্ষতা অর্জন করুন। হয়তো আপনি অন্যদের একটি পরিষেবা দিতে পারেন। হয়তো আপনি একটি পণ্য বিক্রি করতে পারেন। হয়তো আপনি কোনো ফসল ফলাতে পারেন। সর্বোপরি, অন্যদেরকে সাহায্য করার মনোভাব রাখুন, এমনকি এমন সময়েও তা বজায় রাখুন যখন এটি আপনার উপকারে আসছে না। ঈশ্বর আপনার সেবায় আশীর্বাদ করবেন।

সেবা করার অর্থ কী? সেবা করার অর্থ হল আপনার ক্ষমতা, সময় এবং শক্তি অন্য কারোর উপকারের জন্য ব্যবহার করা।

আপনি একজন নিয়োগকর্তার জন্য কাজ করুন বা না করুন, পরিষেবার জন্য আপনাকে আপনার কিছু অধিকার এবং বিশেষাধিকার আলাদা করে রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি অন্যদের জন্য কাজ করেন তবে আপনি সকালে যত দেরি পর্যন্ত চান ততক্ষণ ঘুমাতে পারবেন না, এবং আপনি যা করতে চান তা করার জন্য আপনি কাজ চলাকালীন সময়টি ব্যয় করতে পারবেন না। আপনাকে আপনার জীবনের দিকগুলিকে একটি উদ্দেশ্যের জন্য সমর্পণ করতে হবে যার জন্য আপনাকে নিয়োগ করা হয়েছে। এমনকি আপনি যেভাবে পোশাক পরেন এবং আপনি যেভাবে অন্য লোকেদের সাথে আচরণ করেন, কর্মসংস্থান সেটিকেও প্রভাবিত করে।

পরিষেবা দানের প্রস্তুতি একাধিক সুবিধা বহন করে:

১। এটি এমন সম্পর্ক তৈরি করে যার ফলে আপনার কিছু চাহিদা পূরণ হয়। বহু ক্ষেত্রেই এটি একটি অপ্রত্যাশিত উপায়ে ঘটে, তাই এটি কেবল সেইসব লোকেদের সাহায্য করার ব্যাপার নয় যারা আপনার জন্য কিছু করতে সক্ষম বলে আপনি মনে করেন।

২। এটি আপনাকে মন্ডলীতে অর্থাৎ খ্রিষ্টের দেহে একটি মূল্যবান অবস্থান প্রদান করে।

৩। এটি আপনাকে এমন এক ব্যক্তি হিসেবে তৈরি করে যাকে কেউ কাজে নিয়োগ করতে চায়।

কেমন হবে যদি আপনি অন্যদের সেবা করার উপায় খোঁজার মতো একটি নতুন মানসিকতা তৈরি করা শুরু করতে পারেন? যিশু বলেছেন, “গ্রহণ করার চেয়ে দান করাতেই বেশি আশীর্বাদ” (প্রেরিত ২০:৩৫)। আপনি কি এটি সত্যিই বিশ্বাস করেন? আপনার জীবনযাত্রা কি প্রকাশ করে যে আপনি এটি বিশ্বাস করেন?

অন্যদের প্রয়োজন সম্পর্কে চিন্তা করার এবং আপনার নিজের প্রয়োজনীয়তার চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন না হয়ে যাওয়ার একটি আত্মিক নীতি রয়েছে (ফিলিপীয় ২:৪)। এক্ষেত্রে একটি ব্যবহারিক নীতিও রয়েছে। মনে রাখবেন, যারা লোকেদের নিয়োগ করে, তারা সাধারণত তাদের নিয়োগ করা ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য কাজটি করে না। তারা কাউকে নিয়োগ করে কারণ

তারা মনে করে যে সেই ব্যক্তি তাদের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। তাই যদি কোনো ব্যক্তি কেবল ভাবে যে তার যা প্রয়োজন তা অন্য কেউ করে দেবে, তাহলে সে নিয়োগের যোগ্য নাও হতে পারে।

মানুষ যখন কাজ করতে ইচ্ছুক তখন অনেককিছু ঘটে। এই সুবিধাগুলি এমন জিনিস যা অলৌকিক ঘটনা বলে মনে হবে যদি সেগুলি অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সেই সুবিধাগুলি আপনার জীবনে আনার একটি স্বাভাবিক উপায় রয়েছে।

ঈশ্বর যেভাবে আপনাকে কিছু দিতে চান সেইভাবে সাহায্য পাওয়ার জন্য আপনি যদি কাজ করতে ইচ্ছুক না হন তাহলে একটি অলৌকিক কাজের জন্য আশা করা, ইচ্ছাপ্রকাশ করা, বা এমনকি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা আসলে সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

► কীভাবে কোনো ভালো কাজ একজন নিয়োগকর্তার কাছে সুসমাচারের সুযোগ তৈরি করেছে সে সম্পর্কে কেউ কোনো কাহিনী শেয়ার করতে পারে।

► কীভাবে কেউ তার পারিপার্শ্বিক এলাকায় একজন ব্যক্তিকে সাহায্য করার মাধ্যমে খ্রিষ্টীয় যত্নের একটি ভালো প্রকাশ প্রদর্শন করেছিল সে সম্পর্কে কোনো কাহিনী শেয়ার করতে পারে।

► কোনো বেকার ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ কাজের সুযোগগুলি সম্পর্কে গ্রুপে একসাথে নানারকম মতামত আলোচনা করতে পারে।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

সৃজনশীলভাবে কাজ করার যে সুযোগ আমি পেয়েছি তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। অন্যদেরকে সাহায্য করার সুযোগগুলি দেখতে আমাকে সাহায্য করো। যেহেতু আমি নিজের এবং অন্যদের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য কাজ করছি, তুমি আমার প্রয়োজনগুলি পূরণ করো।

আমাকে সেই সম্পদে আশীর্বাদ করো যেন আমি আমার পরিবারকে সহায়তা করতে পারি, মন্ডলীতে দান করতে পারি, এবং দুঃস্থদের সাহায্য করতে পারি।

আমার সমস্ত দায়িত্বে সৎ এবং নির্ভরযোগ্য হতে আমাকে সাহায্য করো। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমাকে বৃহত্তর সুযোগ এবং দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করো। সবসময় আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমেন

৩ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) এই প্যাসেজগুলি অধ্যয়ন করুন:

- হিতোপদেশ ৬:৬-১১
- হিতোপদেশ ১০:৪-৫
- হিতোপদেশ ১২:১১, ২৪, ২৭
- হিতোপদেশ ১৩:৪, ১১
- হিতোপদেশ ১৪:২৩
- হিতোপদেশ ১৮:৯
- হিতোপদেশ ২০:১৩
- হিতোপদেশ ২২:২৯
- হিতোপদেশ ২৪:৩০-৩৪
- হিতোপদেশ ২৬:১৩-১৬

এই প্যাসেজগুলি থেকে কাজ এবং অলসতা সম্পর্কে পয়েন্ট এবং প্রয়োগগুলি উপর একটি পৃষ্ঠার মধ্যে লিখুন।

(২) নিচে তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির একটিতে একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা প্রস্তুত করতে অন্য সহপাঠীর সাথে কাজ করুন। (ক্লাস লিডার প্রতিটি দলকে একটি বিষয় বরাদ্দ করবেন।) পরবর্তী ক্লাসের শুরুতে উপস্থাপনাটি শেয়ার করুন।

- মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ এবং প্রতিমূর্তি
- নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্য কাজ করা এবং দায়িত্ব পালন করা
- যেভাবে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী কর্মচারীর কাজ করা উচিত (এই উপস্থাপনাটি ইফিষীয় ৬:৫-৮ এবং তীত ২:৯-১০ পদের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত।)
- যে পদ্ধতিতে ঈশ্বর সাধারণত মানুষের প্রয়োজনীয়তাগুলি পরিপূরণ করেন
- কাজ এবং অন্যদের সাথে সম্পর্কসমূহ

পাঠ ৪
সম্পর্ক

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) অন্যদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রেম, শান্তি, এবং সম্মানের নীতিগুলি প্রয়োগ করবে।

(২) শাস্ত্রীয় ন'টি নীতিকে গ্রহণ করবে যা একজন বিশ্বাসীর কথাবার্তাকে অন্যদের আশীর্বাদ করতে এবং ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করতে সক্ষম করে তোলে।

রবিনসন ক্রুসো, সম্পর্কের দ্বারা বিস্মিত

বিখ্যাত কল্পকাহিনী *রবিনসন ক্রুসো (Robinson Crusoe)*-তে, এক ব্যক্তি সমুদ্রে জাহাজডুবি থেকে রক্ষা পেতে সাঁতরে একটি দ্বীপে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বহু মাস একা ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের জন্য একটি আশ্রয় গড়ে তুলেছিলেন, পোশাক তৈরি করেছিলেন, এবং কীভাবে খাবারের সন্ধান করতে হয় তা শিখেছিলেন। কিন্তু, একদিন সমুদ্রের ধারে হাঁটার সময়ে, তিনি বালিতে মানুষের পায়ের ছাপ দেখে হতচকিত হয়ে যান। এর অর্থ ছিল যে অন্য আরেক ব্যক্তি সেখানে ছিল। তিনি জানতেন না যে সেই অজানা ব্যক্তি বন্ধুত্বপরায়ণ নাকি শত্রুমনোভাবাপন্ন। তিনি সেই ব্যক্তির চরিত্র, ভাষা, জাতিগত পরিচয়, বা তার সেখানে থাকার কারণ—কিছুই জানতেন না। তিনি জানতেন না যে সেই ব্যক্তি ওই নির্জন দ্বীপে কীভাবে তার জীবনকে বদলে দেবে। যেহেতু সম্পর্ক একজন ব্যক্তির জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলে, তাই রবিনসন যখন পায়ের ছাপ দেখেছিলেন, তখন আশা এবং ভয়—দুটোই অনুভব করেছিলেন।

আত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে সম্পর্কের গুরুত্ব

বিভিন্ন পুরুষ ও নারী, ইহুদি ও পরজাতীয়, এবং বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও সংস্কৃতির মানুষদের নিয়ে প্রথম শতকের মন্ডলী একাধিক দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়েও সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠেছিল। প্রেরিত পৌল তাদেরকে পরস্পরকে স্বাগত জানাতে বলেছিলেন (রোমীয় ১৫:৭)।

► একটি দ্বীপে একা থাকা একজন ব্যক্তিকে কল্পনা করুন। সে কি কারোর প্রতি ধৈর্য বজায় রাখতে পারে? সে কি কাউকে ক্ষমা করতে পারে?

আপনি অন্য লোকেদের সাথে সম্পর্ক না রেখে ধৈর্যের খ্রিষ্টীয় গুণটি বিকাশ করতে এবং দেখাতে পারবেন না। আপনি সম্পর্ক ছাড়া অন্যদের ক্ষমা করতে পারবেন না বা অন্যদের থেকে ক্ষমা পেতে পারবেন না।

► অন্যান্য কিছু খ্রিষ্টীয় গুণাবলী এবং কার্যকলাপগুলি কী কী হতে পারে যার জন্য অন্য লোকেদের প্রয়োজন?

এই বিষয়গুলি অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঘটে। বিভিন্ন গুণ কেবল সম্পর্কের মধ্যে বিকশিত এবং প্রদর্শিত হতে পারে। এর মানে হল যে মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্ক আমাদের আত্মিক বিকাশের উপর অনেক প্রভাব ফেলে।

বাইবেল বিভিন্ন ধরণের সম্পর্কের জন্য বিবিধ নির্দেশনা দেয়। স্বামী ও স্ত্রী, বাবা-মা ও সন্তান, নিয়োগকর্তা ও কর্মচারী, পাস্টার ও মন্ডলী, এবং বয়স্ক ব্যক্তি ও যুবক-যুবতীদের মধ্যে সম্পর্কের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী রয়েছে৷

শাস্ত্রে কমপক্ষে তিনটি নীতি রয়েছে যা যেকোনো ধরণের মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য: শান্তি, প্রেম এবং সম্মানের নীতিসমূহ।

শান্তির নীতি

"সকলের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে ও পবিত্র হওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করো। পবিত্রতা ব্যতিরেকে কেউ প্রভুর দর্শন পাবে না" (হিব্রীয় ১২:১৪)।

এই পদটি সম্পর্কের গুরুত্বকে অত্যন্ত জোরালোভাবে বর্ণনা করেছে। পবিত্রতা সকলের সাথে শান্তি বজায় রাখার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

► মানুষজনের সাথে শান্তি বজায় রাখার জন্য আমাদের সে জিনিসগুলি করা উচিত সেগুলি কী কী?

শান্তি অর্জনের জন্য, আপনাকে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে অন্তত সেই আচরণটি করতে হবে যা আপনার তার প্রতি করা উচিত (রোমীয় ১৩:৭)। যাদের থেকে আপনি কৃতজ্ঞতা, সম্মান, বা আনুগত্য দাবি করেন, তাদের প্রতি আপনাকে আগে অবশ্যই সেই আচরণ করতে হবে। যদি আপনি তা না করেন, তাহলে আপনি দ্বন্দ্ব উত্থাপনের দায়ে দোষী। যদি আপনি আপনার দায়িত্বগুলি পরিপূরণ করতে, প্রতিজ্ঞাগুলি সম্পন্ন করতে, বা অন্যদেরকে আপনার যা দেওয়া উচিত তা দিতে ব্যর্থ হন, আপনি শান্তি বজায় রাখছেন না। যদি আপনি উপলব্ধি করেন যে আপনার যা দেওয়া উচিত তা দিতে আপনি ব্যর্থ হয়েছেন, আপনার ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং যতটা সম্ভব আপনার দায়িত্বগুলি পরিপূরণ করা উচিত।

কিন্তু, শান্তি অনুধাবনের জন্য আপনার যা প্রাপ্য তা মিটিয়ে দেওয়ার চেয়েও আরো বেশি কিছু প্রয়োজন। এটির মধ্যে প্রেম এবং উদারতা অন্তর্ভুক্ত যার জন্য আপনি ঋণী নন।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য তীত ৩:২-৩ পদ পড়বে।

আমাদেরকে ধৈর্যশীল এবং ক্ষমাশীল হতে হবে, বুঝতে হবে যে অরূপান্তরিত ব্যক্তির ভুল আচরণ এবং ভুল উদ্দেশ্য থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

যদি আপনি শান্তি চান, যেখানে দ্বন্দ্ব আছে সেখানে আপনাকে পুনর্মিলনের চেষ্টা করতে হবে। আপনাকে ক্ষমা করতে ইচ্ছুক হতে হবে। আপনি দ্রুত অনুমান করে নেবেন না যে পুনরায় শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। আপনি সহজে কোনো স্থায়ী বিচ্ছেদকে গ্রহণ করে নেবেন না।

যিশু বলেছেন যে আপনার প্রতি অন্যায় কাজ করা ব্যক্তির কাছে আপনার যাওয়া উচিত এবং তাকে বুঝিয়ে বলা উচিত যে সে কী করেছে (মথি ১৮:১৫)। যদি আপনার মনে হয় যে ব্যাপারটি সামনাসামনি আলোচনার জন্য খুবই তুচ্ছ, তাহলে

আপনার আর অন্য কাউকে এই ব্যাপারে বলা উচিত নয় বা সেই অন্যায় কাজ করা ব্যক্তিটির প্রতি ক্ষোভ জমিয়ে রাখা উচিত নয়।

কিছু কিছু সময়ে লোকেরা তাদের প্রতি অন্যায় করার অন্য বিশ্বাসীদেরকে ক্ষমা করতে পারে না। আমরা অরূপান্তরিত ব্যক্তিদের থেকে ভুল আচরণ আশা করতে পারি, কিন্তু যখন অন্য বিশ্বাসীরা আমাদের সাথে কিছু অন্যায় করে তখন তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে।

যিশু আমাদেরকে বলেছেন যে অন্যেরা বারংবার আমাদের সাথে ভুল আচরণ করলেও আমাদের তাদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছুক থাকা উচিত (মথি ১৮:২১-২২)। লোকেদের মন্ডলী ছেড়ে চলা যাওয়ার এবং আত্মিক বিষয়ে হার মেনে নেওয়ার একটি প্রচলিত কারণ হল খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের থেকে পাওয়া অন্যায় আচরণের প্রতি জমে থাকা ক্ষোভ। এই ক্ষোভ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্যান্য ধরণের আত্মিক ব্যর্থতার আগে আসে।

যখন কোনো ব্যক্তি ক্ষমা করতে অস্বীকার করে, সে নিজের জীবনের একটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে বাধা দেয়, কারণ ঈশ্বর চান যে আমরা ক্ষমা করি। (ইফিষীয় ৪:৩২ পড়ুন।) সেই ক্ষেত্রটি এমন এক জায়গা হয়ে ওঠে যেখান থেকে শয়তান জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে। যদি কোনো ব্যক্তি ক্ষমা করতে অস্বীকার করে তবে সে খুব দ্রুত প্রলোভন প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়বে, যা সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন বলে মনে হয়।

প্রতিটি ব্যক্তিগত ভুল কাজের ভিত্তি হল আমাদের অধিকারের মূল্য। কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা কোনো নির্দিষ্ট আচরণ বা সম্মানের যোগ্য, এবং আমরা যখন তা পাই না, তখন আমরা ক্ষুব্ধ হই। আমরা বিশ্বাস করি আমরা যা পাই তার চেয়েও আমরা অনেক ভালো কিছু পাওয়ার যোগ্য।

অন্যদেরকে ক্ষমা করার মূল চাবিকাঠিটি হল উদ্ধারকে বোঝা। উদ্ধার পাওয়া মানে পুনরায় কিনে নেওয়া। যেহেতু ঈশ্বর আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন, আমরা তাঁর অধিকার, এবং আমাদের সমস্ত অধিকার তাঁর অধীন। আমাদের অতি অবশ্যই সচেতনভাবে নিজেদের যাবতীয় অধিকারকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে হবে। আপনি প্রার্থনা করতে পারেন, "প্রভু, আমি জানি আমার সমস্ত অধিকার তোমার থেকে পেয়েছি। আমি চাই তুমি তাদের দায়িত্ব নাও এবং আমাকে শুধু সেইটুকুই দেবে যা তুমি দেখতে পাচ্ছ যে আমার জন্য ভালো।" তারপর, যখন লোকেরা আপনার সাথে ভালো আচরণ করে, তখন আপনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারেন যে তিনি আপনাকে সেই বিশেষাধিকারটি দিয়েছেন। যখন কেউ আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, তখন আপনি মনে রাখতে পারেন যে ঈশ্বর আপনার অধিকারের দায়িত্বে আছেন, এবং তিনি দেখেছেন যে সেই সময়ে সেই অধিকার না পেয়ে আপনি আরও উন্নত হওয়া সম্ভব।

অন্যদেরকে ক্ষমা করার মাধ্যমে, আপনি ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করছেন এবং তাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আপনাকে উন্নত করতে দিচ্ছেন। ঈশ্বরের কাছে আপনার অধিকার সমর্পণের এই নীতিটি প্রতিটি মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (ক্ষমা সংক্রান্ত অন্যান্য কিছু অংশ হল কলসীয় ৩:১৩, মথি ৬:১৫, এবং রোমীয় ১২:১৯।)

প্রেমের নীতি

যে ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা কোনোকিছুই পাই না, আমরা তাকেও ভালোবাসব। যেহেতু আমরা অনুগ্রহ গ্রহণ পেয়েছি, আমরা ঈশ্বরের কাছে ঋণী। আমরা তাঁকে কিছু ফেরত দিতে পারি না। তাঁর কোনোকিছুরই প্রয়োজন নেই, কিন্তু তিনি আমাদেরকে সেই অযাচিত ভালোবাসা অন্যদেরকে দিতে বলেছেন যা আমরা পেয়েছি।

“তোমরা কারও কাছে কোনো ঋণ কোরো না, কেবলমাত্র পরস্পরের কাছে ভালোবাসার ঋণ কোরো” (রোমীয় ১৩:৮)।

প্রেম হল একজন ব্যক্তির প্রকৃত বিশ্বাসী হওয়ার প্রমাণ।

> কেউ যদি বলে, “আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি,” অথচ তার ভাইবোনকে ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী। যে ভাই বা বোনকে সে দেখতে পায় তাকে যদি সে প্রেম না করে, তাহলে যে ঈশ্বরকে সে দেখেনি তাঁকে সে প্রেম করতে পারে না। (১ যোহন ৪:২০)

খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে একটি বিশেষ ভালোবাসা রয়েছে এবং যিশু ব্যক্তিগতভাবে অন্যান্য বিশ্বাসীদের প্রতি আপনার কাজ এবং মনোভাব বিবেচনা করেন। বিচারের সময় তিনি বলবেন, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যখন তোমরা আমার এই ভাইবোনদের মধ্যে নগণ্যতম কারও প্রতি এরকম করেছিলে, তখন তা আমারই প্রতি করেছিলে” (মথি ২৫:৪০)।

তবে, খ্রিষ্টীয় প্রেম যে কেবল অন্যান্য বিশ্বাসীদের প্রতিই প্রকাশিত হবে, তা নয়। মথি ৫:৪৪-৪৫ পদে যিশু বলেছেন,

> কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালোবেসো এবং যারা তোমাদের অত্যাচার করে, তোমরা তাদের জন্য প্রার্থনা কোরো, যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও। কারণ তিনি ভালোমন্দ, সব মানুষের উপরে সূর্য উদিত করেন এবং ধার্মিক অধার্মিক নির্বিশেষে সকলের উপরে বৃষ্টি দেন।

কিছু লোক, যে ব্যক্তিরা তাদের সাথে সঠিক আচরণ করে না, তাদের প্রতি সদয় হওয়া কঠিন বলে মনে করে, কিন্তু অভদ্র আচরণ হওয়ার কোনো অজুহাতই গ্রাহ্য নয়। আমরা মানুষের সাথে তাদের প্রাপ্য হিসেবে আচরণ করব না। তারা যোগ্য হোক বা না হোক, আমরা তাদের সাথে প্রেম এবং দয়ার আচরণই করব (১ করিন্থীয় ১৬:১৪)। আমাদের মনে রাখা দরকার যে আমরা যখন অবিশ্বাসী ছিলাম, তখন আমরা ঈশ্বরের প্রেমের জন্য উপযুক্ত ছিলাম না, কিন্তু তিনি সবকিছু নির্বিশেষে আমাদের ভালোবেসেছেন (তীত ৩:২-৩)।

সম্মানের নীতি

► যদি আপনাকে ১০০ টাকার একটা নোট দিই যেটা বেশ ময়লা, আপনি কি সেটা নেবেন? নাকি এটা ময়লা বলে এটিকে প্রত্যাখ্যান করে দেবেন?

আপনি অবশ্যই এটি গ্রহণ করবেন কারণ এটির একটি মূল্য আছে যা এটির অবস্থার উপর নির্ভর করে না।

প্রত্যেক মানুষই সম্মানের যোগ্য কারণ সকল মানুষই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট (আদিপুস্তক ১:২৭)। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি প্রত্যেক ব্যক্তিকে সহজাত মূল্য প্রদান করে।

কিছু মানুষের উচ্চ বুদ্ধিমত্তা নাও থাকতে পারে। কিছু লোকের দক্ষতা, প্রশিক্ষণ বা অন্য কিছুর অভাব রয়েছে যা তাদের সাধারণ মান অনুসারে সফল বা উপযোগী করে তোলে। তবুও তারা মূল্যবান কারণ তারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট।

সকল ব্যক্তিই এই অপরিহার্য মূল্যের অধিকারী, এমনকি যদি তারা তাদের ভুল পছন্দের দ্বারা অন্য উপায়ে নিজেদেরকে কম মূল্যবান করেও তোলে। যারা মাঝপথে স্কুল ছেড়ে দিয়েছে, তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করেছে বা খারাপ অভ্যাস তৈরি করেছে তারা এখনও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট ব্যক্তি হিসেবে মূল্যবান।

প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির অন্তর্নিহিত মূল্যের কারণে, মানুষের মধ্যে প্রতিটি সংযোগে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। সৌজন্যপ্রদর্শন হল ন্যুনতম বিষয়।

কৌশলগত ব্যবহার এবং প্রতারণা – দুটোই ভুল, কারণ প্রত্যেকেই যা কিছু বেছে নেয় তার একটি চিরন্তন পরিণতি আছে, এবং তাদেরকে সিদ্ধান্তের জন্য আসল কারণগুলি জানতে হবে। একজন ব্যক্তিকে ভুল কারণে কিছু ঠিক কাজ করতে প্ররোচিত করা কোনো সফলতা নয়, কারণ সে এখনও সঠিক বিষয়টি বেছে নেয় নি।

লোকেরা আমাদের সাথে ভুল আচরণ করলেও, আমাদের সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণে তাদের সাথে ভালো আচরণ করা উচিত। এমনকি ভুলের সংশোধন করা এবং অন্যায়ের শাস্তি দেওয়া [যাদের এটি করার যথাযথ কর্তৃত্ব রয়েছে তাদের দ্বারা] - দুটোই আমাদেরকে এই সচেতনতার সাথে করতে হবে যে আমরা সেই অমর সত্তাদের সাথে আচরণ করছি যারা ঈশ্বরের প্রকৃতির অংশযুক্ত।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

এই নীতিগুলি প্রয়োগ করার প্রচুর উদাহরণ থাকা উচিত।

► শান্তি অনুসরণ করার জন্য যে প্রচেষ্টাগুলি সে করেছিল তার উদাহরগুলি কাউকে সকলের সামনে বলতে বলুন।

► আলোচনা করুন এবং সদস্যদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি চান যে যাদের বিরুদ্ধে তাদের অসন্তোষ রয়েছে তাদেরকে তারা ক্ষমা করবে।

► এমন পরিস্থিতির কথা জানতে চান যখন একজন ব্যক্তি কাউকে তার যতটা প্রাপ্য তার চেয়েও বেশি ভালোবাসা দেখাতে পারে।

► একজন ব্যক্তির আচরণ ভুল হলেও তার সাথে সম্মানজনক আচরণ করার অর্থ কী তা আলোচনা করুন।

কথোপকথনের বাইবেলভিত্তিক নীতিসমূহ

► একটি পুরনো প্রবাদ আছে যেখানে বলা হয়, “তরবারীর চেয়ে কলমের শক্তি বেশি।” এর অর্থ কী?

একটি ধারণার মধ্যে, বোঝানোর মধ্যে, যোগাযোগের মধ্যে শক্তি আছে। আপনি লোকেদের বাধ্য করার চেয়ে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে অধিক কিছু অর্জন করতে পারেন। একটি ভাবনা - একটি ধারণা - অনেক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং অনেককে প্রভাবিত করতে পারে।

পবিত্র বাইবেল ভালো বা ক্ষতি করার ক্ষেত্রে শব্দের ক্ষমতা সম্পর্কে কথা বলে (যাকোব ৩)। পরিত্রাণের পরিকল্পনা সুসমাচারের শক্তি দ্বারা সমাপ্ত হয়েছে, যা মানব বার্তাবাহকদের হাতে অর্পিত হয়েছে।

কীভাবে আমরা আমাদের শব্দগুলিকে ভালো কাজ করার জন্য এবং ক্ষতি এড়ানোর জন্য ব্যবহার করতে পারি? বাইবেল এই বিষয়ে কিছু নীতি প্রদান করে।

(১) অতিরিক্ত কথা বলবেন না।

“এবং বুদ্ধিহীনেরা অনেক কথা বলে...” (উপদেশক ১০:১৪)।

"প্রচুর কথা বলে পাপের অবসান ঘটানো যায় না,কিন্তু বিচক্ষণ লোকজন তাদের জিভকে সংযত রাখে" (হিতোপদেশ ১০:১৯)।

"মূর্খরাও যদি নীরবতা বজায় রাখে তবে তাদের জ্ঞানবান বলে মনে করা হয়, ও যদি তারা তাদের জিভ নিয়ন্ত্রণে রাখে তবে তাদের বিচক্ষণ বলে মনে করা হয়" (হিতোপদেশ ১৭:২৮)।

তাই অতিরিক্ত কথা বলবেন না। একজন অতিরিক্ত কথা বলা ব্যক্তি তার নিজের কথা বা অন্যের কথাকে যথার্থ মূল্য দেয় না। সে এমন কিছু বলে যা আসলে তার উদ্দেশ্য নয়, এবং সে ধরে নেয় যে অন্য লোকেরাও একই কাজ করে। সে জ্ঞান ছাড়াই মতামত দেয়। আপনি জানেন না এমন কিছু সম্পর্কে আপনাকে মতামত দিতে হবে না; প্রতিটি মতামত সমান মূল্যের নয়।

(২) ভাবনা-চিন্তা না করে কথা বলবেন না।

অনুভুতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে এমন কোনো কথা বলবেন না যার জন্য আপনাকে পরে অনুশোচনা করতে হবে।

"আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, তোমরা এ বিষয়ে মনোনিবেশ করো: প্রত্যেকেই শুনতে আগ্রহী হও ও কথা বলায় ধীর হও এবং ক্রোধে ধীর হও" (যাকোব ১:১৯)।

"মূর্খেরা তাদের সব ক্রোধ প্রকাশ করে ফেলে,কিন্তু জ্ঞানবানেরা শেষ পর্যন্ত তা প্রশমিত করে" (হিতোপদেশ ২৯:১১)।

"যে ধৈর্যশীল সে অত্যন্ত বিচক্ষণ,কিন্তু যে বদরাগি সে মূর্খতাই প্রকাশ করে ফেলে" (হিতোপদেশ ১৪:২৯)।

(৩) প্রথমবার দেখেই কোনো পরিস্থিতিকে বিচার করে নেবেন না।

"শোনার আগেই উত্তর দেওয়া—হল মূর্খতার ও লজ্জার বিষয়" (হিতোপদেশ ১৮:১৩)।

"মামলা-মকদ্দমায় যে প্রথমে কথা বলে তাকেই ততক্ষণ ঠিক বলে মনে করা হয়,যতক্ষণ না অন্য কেউ এগিয়ে আসে ও তাকে জেরা করে" (হিতোপদেশ ১৮:১৭)।

বেশিরভাগ দ্বন্দ্বই ভুল বোঝাবুঝি থেকে শুরু হয়। সাধারণত সময় এবং সচেতনতা সেগুলিকে সমাধান করতে পারে। যদি সততার জন্য খ্যাতিসম্পন্ন কেউ এমন কিছু বলে যা আপনার কাছে ভুল বলে মনে হয়, তবে সেই ব্যক্তিকে বিচার করতে তাড়াহুড়ো করবেন না।

"যে অন্যদের বিবাদে নাক গলায় সে এমন একজনের মতো যে কান ধরে দলছুট কুকুরকে পাকড়াও করে" (হিতোপদেশ ২৬:১৭)।

(৪) হাস্যকৌতুক নিয়ে সচেতন থাকুন।

যেহেতু শব্দ বা কথা প্রভাবশালী, তাই অনিয়ন্ত্রিত রসবোধ পাগলের হাতে অস্ত্রের মতো।

"যে পাগল লোক মৃত্যুজনক জ্বলন্ত তির ছোঁড়ে সে তেমনই,যে তার প্রতিবেশীকে প্রতারণা করে ও বলে, 'আমি শুধু একটু মশকরা করছিলাম!'" (হিতোপদেশ ২৬:১৮-১৯)।

এমন যেন না হয় যে লোকেরা আপনার কৌতুককে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে কোনো ভুল করে ফেলে। যদি আপনি কোনো ব্যাপারে স্থিরচিত্ত না থাকেন, তাহলে লোকেদেরকে তা বলবেন না, কারণ এমন করলে তারা পরে আর আপনাকে বিশ্বাস করবে না। যেসব খামতি মানুষ সমাধান করতে পারে না, সেগুলি নিয়ে মজা করো না। কারোর ব্যর্থতা নিয়ে কৌতুক করবেন না। এমন কোনো মজা করবেন না যা পাপকে তুচ্ছ হিসেবে তুলে ধরে।

► কৌতুকের আরো কিছু ভুল ব্যবহার কী কী হতে পারে?

(৫) ভুল ব্যক্তির কাছে কিছু বলবেন না।

"পরনিন্দা পরচর্চা আস্থা ভঙ্গ করে, কিন্তু নির্ভরযোগ্য মানুষ গোপনীয়তা বজায় রাখে" (হিতোপদেশ ১১:১৩)।

"কাঠের অভাবে আগুন নিভে যায়; পরনিন্দা পরচর্চার অভাবেও বিবাদ থেমে যায়" (হিতোপদেশ ২৬:২০)।

কোনোকিছু বলার প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু আপনি সেটি বলার জন্য সঠিক ব্যক্তি নাও হতে পারেন। কর্তৃপক্ষের যে ব্যক্তির এটি বলা উচিত তার জায়গায় আপনার তা বলে দেওয়া উচিত নয়।

লোকেদের ভুল নিয়ে তথ্য ছড়াবেন না।

যদি লোকেরা মনে করে যে আপনি অন্যদেরকে বলে দেবেন, তাহলে লোকেরা তাদের ব্যক্তিগত কথা বা তথ্য আপনার সাথে আলোচনা করবে না।

"তোমার প্রতিবেশীকে যদি তুমি দরবারে টেনে নিয়ে যাও, তবে অন্য কারোর আস্থা ভঙ্গ কোরো না" (হিতোপদেশ ২৫:৯)।

একজন কাপুরুষ মথি ১৮:১৫-১৭ পদে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসরণ করার পরিবর্তে ভুল লোকেদের কাছে তার কার্যকলাপ বলে।

(৬) সমালোচনা নিয়ে সচেতন থাকুন।

সমালোচনা করা সঠিক সময় এবং পদ্ধতি আছে।

"গুপ্ত ভালোবাসার চেয়ে প্রকাশ্য ভর্ৎসনা ভালো। বন্ধুর আঘাতকে বিশ্বাস করা যায়…" (হিতোপদেশ ২৭:৫-৬ক)।

নিশ্চিত করুন যে আপনার সমালোচনার উদ্দেশ্য ভাঙা নয়, বরং গড়ে তোলা। আপনাকে দেখাতে হবে যে আপনি তাদের প্রতি যত্নশীল এবং আপনি তাদের সাহায্য করতে চান। আপনার সমালোচনা সহায়ক হওয়ার আগে সাধারণত একটি স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন।

(৭) প্রতারণা করবেন না।

"পরস্পরের কাছে মিথ্যা কথা বোলো না, কারণ তোমরা তোমাদের পুরোনো সত্তাকে তার কার্যকলাপসহ পরিত্যাগ করে" (কলসীয় ৩:৯)।

ছলনা পাপময় জীবনে মানানসই, খ্রিষ্টীয় জীবনে তা মানায় না।

"সদাপ্রভু মিথ্যাবাদী ঠোঁট ঘৃণা করেন, কিন্তু যারা নির্ভরযোগ্য তাদের নিয়ে তিনি আনন্দ করেন" (হিতোপদেশ ১২:২২)।

(৮) আপনার কথাবার্তা পবিত্র রাখুন।

“কোনও রকম অশ্লীলতা, নির্বোধের মতো কথাবার্তা বা স্থূল রসিকতা যেন শোনা না যায়, কারণ এসবই অসংগত; বরং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করো” (ইফিষীয় ৫:৪)।

নিয়মমাফিক কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য উপযুক্ত না হলে অতীত বা বর্তমান কেলেঙ্কারি সম্পর্কে কথা বলবেন না। এমন কোনো রসিকতা করবেন না যা আপনাকে গোপনে বলতে হবে। জগতের লোকেরা সাধারণত তাদের বিস্ময় প্রকাশের জন্য যৌনতাজনিত শব্দ বা দেহের গোপনাঙ্গ সম্পর্কিত শব্দ ব্যবহার করে, তবে এটি একজন বিশ্বাসীর জন্য উপযুক্ত নয়। মানসিক চাপের সময়ে ঈশ্বর বা যিশুকে বিস্ময়বোধক অনুভূতি প্রকাশের শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা অসম্মানজনক, যদি না আপনি আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের কাছে সাহায্যের জন্য ডাকছেন।

(৯) আপনার কথার দ্বারা লোকেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবেন না।

“বিকৃতমনা লোক বিবাদ বাধায়, ও পরনিন্দা পরচর্চা ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও বিচ্ছিন্ন করে দেয়” (হিতোপদেশ ১৬:২৮)।

“ছটি জিনিস সদাপ্রভু ঘৃণা করেন, সাতটি জিনিস তাঁর কাছে ঘৃণিত… [সপ্তম] এক লোক যে সমাজে মতবিরোধ উৎপন্ন করে” (হিতোপদেশ ৬:১৬, ১৯)।

অন্যের ক্ষতি করে নিজেকে আরও সুন্দর দেখানোর চেষ্টা করবেন না। অন্যদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ হবেন না। পরনিন্দা-পরচর্চার মাধ্যমে কারোর পরিচর্যা কাজের ফলপ্রসূতাকে আঘাত করবেন না।

কথা বলার আগে, কেবল ‘এটা কি সত্যি?" নয়, বরং ‘আমি কেন এটা বলব?" এই বিষয়টিও বিবেচনা করুন।

উপসংহার

যদি একজন বিশ্বাসী উপলব্ধি করে যে তার কথার মাধ্যমে সে কোনো ভুল করে ফেলেছে, তাহলে তার ক্ষমা চাওয়া উচিত। যদি সে বুঝতে পারে যে এটি সঠিক ছিল না তবে সে যা বলেছে, তার তা সংশোধন করতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত।

অন্যদের ক্ষতিকারক এবং অসম্মানজনক কথা আপনার ভুল কথাকে ন্যায্যতা প্রদান করে না।

কথা বলার ক্ষেত্রে কিছু কিছু ভুল আছে যেগুলিকে আপনি ধীরে ধীরে উন্নত করতে পারেন। যেমন, আপনি কথা বলার আগে চিন্তা করতে শিখতে পারেন। আরও কিছু ত্রুটি রয়েছে যা দেখায় যে সমস্যাটি হৃদয়ে রয়েছে, যেমন আপনার কথায় কাউকে আঘাত করার ইচ্ছা। আপনি যদি এই ধরণের কথার জন্য দোষী হন, তাহলে আপনাকে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং সেই প্রবণতা থেকে আপনার হৃদয়কে পরিষ্কার করতে হবে।

আপনার হৃদয়ের সর্বাধিক প্রকাশ আপনার কথার মাধ্যমেই হয় (লূক ৬:৪৫)। এমনভাবে কথা বলে আপনার খ্রিষ্টীয় সাক্ষ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না যা খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আপনার কথাবার্তা আপনার চারপাশের লোকেদের আশীর্বাদ করতে পারে। সংযোগের উপর ভিত্তি করেই বেশিরভাগ পরিচর্যা কাজ গড়ে ওঠে। আপনি যদি বাইবেলের নীতিগুলি অনুসরণ করেন, আপনার কথাবার্তার প্রভাব অনেক বেড়ে যেতে পারে।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

► বেশিরভাগ মানুষই অন্যের কথার দোষ দেখে, কিন্তু নিজেরটা দেখে না। লিডার এমন একটি সময়ের উদাহরণ আলোচনা করতে পারেন যখন তিনি এই নীতিগুলির মধ্যে একটি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বা তিনি স্বীকার করতে পারেন যে তিনি কোনটিতে সবচেয়ে দুর্বল।

► সদস্যদেরকে এমন একটি নীতি বেছে নিতে বলুন যেটিতে তারা দুর্বল এবং তাদেরকে ঈশ্বরের সাহায্যে উন্নতি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার কথা বলুন।

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমার সমস্ত সম্পর্কে আমাকে শান্তি, প্রেম, এবং সম্মানের শাস্ত্রীয় নীতিসমূহ দ্বারা জীবনযাপন করতে সাহায্য করো।

যারা আমার প্রতি অন্যায় করেছে, আমি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চাই। যারা আমার সাথে বিরোধিতায় আছে, তাদের সাথে পুনর্মিলিত হতে আমাকে সাহায্য করো।

প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্মান করতে আমাকে সাহায্য করো কারণ তারা তোমার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। আমাকে আমার কথোপকথনের প্রভাবগুলি মনে রাখতে এবং আমার কথাবার্তার দায়িত্ব নিতে সাহায্য করো। আমি চাই আমার কথায় মঙ্গল সাধন হোক; ক্ষতি নয়।

আমি চাই তোমার জন্য আমার যে সাক্ষ্য তা সম্মানিত হোক।

তোমার সত্য প্রকাশের সুযোগের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমেন

৪ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) যাকোব ৩ অধ্যায় পড়ুন। এখানে বর্ণিত কথোপকথনের মহৎ সম্ভাবনাটি পর্যবেক্ষণ করুন। ১৩-১৮ পদে লক্ষ্য করুন কথা কীভাবে স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তির আত্মিক অবস্থা থেকে প্রবাহিত হয়। ইফিষীয় ৪:২৫-৩২ পদ পড়ুন। এই পদগুলির উত্তরে একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে আপনার প্রার্থনাটি লিখুন।

(২) ইফিষীয় ৫:২২-৬:৯ অধ্যয়ন করুন। বিভিন্ন সম্পর্কের আচরণের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী তালিকাভুক্ত এবং ব্যাখ্যা করুন। এই পাঠে আলোচিত প্রেম, শান্তি এবং সম্মানের নীতিগুলির সাথে এই নির্দেশগুলি কীভাবে সম্পর্কিত তার একটি ব্যাখ্যা লিখুন।

(৩) নিচের প্রশ্নগুলোর মধ্যে যেকোনো তিনটি বেছে নিন। প্রত্যেকটির উত্তরের জন্য একটি করে অনুচ্ছেদ লিখুন:

- ঈশ্বর আমাদেরকে আমাদের সমস্ত সম্পর্কে শান্তি বজায় রাখার জন্য আহ্বান করেছেন – এই সত্যটির বাস্তব প্রয়োগগুলি কী কী?
- কোনো ব্যক্তির পরিত্রাণ ধরে রাখার জন্য কেন অন্যদেরকে ক্ষমা করা গুরুত্বপূর্ণ?
- একজন ব্যক্তির সমস্ত অধিকার ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করার অর্থ কী?
- যারা যোগ্য নয় তাদের জন্য আমাদের ভালোবাসার অনুপ্রেরণা কী?

প্রত্যেকটি মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট – এই সত্যটির কীভাবে অন্যদের সাথে আমাদের সম্পর্কগুলিকে প্রভাবিত করা উচিত?

পাঠ ৫
ঈশ্বরের নির্দেশনা

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) কীভাবে ঈশ্বর আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেন তা বুঝবে।

(২) কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার জন্য এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হয় তা জানবে।

(৩)নির্দেশনা অন্বেষণের সময়ে ভুলগুলি এড়িয়ে চলবে।

পালুর সুনামি, সংযোগ স্থাপনের একটি ব্যর্থতা

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, একটি দ্বীপের নিচে হওয়া ভূমিকম্পের ফলে ইন্দোনেশিয়ার পালু শহরে সুনামি (অতিবিশাল ঢেউ) ধেয়ে এসেছিল। একটা উঁচু বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে এক ব্যক্তি ঢেউ আসতে দেখেছিল। সে রাস্তায় থাকা লোকেদেরকে চিৎকার করে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বেশিরভাগই তাকে পাত্তা দেয়নি। প্রায় ৪,০০০-এরও বেশি লোকের মৃত্যু হয়েছিল, এবং ১০,০০০ জন আহত হয়েছিল।

সুনামি এলে যাতে সতর্কবার্তা পাঠানো যায়, সেই কারণে সরকার দশ বছর আগেই (২০০৮ সালে) সমুদ্রে ইলেকট্রনিক সেন্সরযুক্ত ২২টি ভাসমান বয়া স্থাপন করেছিল। কিন্তু, পরবর্তী কিছু বছর বয়াগুলিকে ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ না করার ফলে সেগুলি কাজ করা বন্ধ করে দেয়। ২০১৮ সালের সুনামি সম্পর্কে এগুলির একটিও কোনো সতর্কতা চিহ্ন পাঠায়নি।

আমাদের কমান্ডারের সাথে সংযোগ স্থাপন

► এমন কোন জিনিস যা প্রতিটি মিলিটারি গাড়িতে ইনস্টল করা থাকে?

প্রতিটি ট্যাঙ্ক, জিপ, এবং বিমানে রেডিও থাকে। এটি সৈন্যদের প্রিয় চ্যানেলের গান শোনার রেডিও নয়, এটি হল সংযোগ স্থাপন করার রেডিও।

কোনো যুদ্ধ জেতার জন্য সঠিক সংযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধরত সৈন্যরা সম্পূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রটি দেখতে পায় না। তারা হয়ত জানেও না যে কোথায় তাদের বন্ধুরা আছে এবং কোথায় শত্রুরা আছে। তাদের কমান্ডারের থেকে আসা নির্দেশ ছাড়া তারা জানে না যে কোনদিকে তাদের গুলি চালাতে হবে, এবং কোনদিকে তাদের সরে যেতে হবে।

এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে সৈন্যরা "ফ্রেন্ডলি ফায়ার" ["বন্ধুত্বপূর্ণ গুলি"]-এ মারা গেছে, যা ছিল মূলত তাদের সহযোদ্ধাদের থেকে ভুল দিকনির্দেশনায় ছুটে আসা বুলেট। এমন অনেক সময় হয়েছে যখন ভুল সংযোগের কারণে মিসাইল এবং বোমা শত্রুর পরিবর্তে বন্ধুদের আঘাত করেছে।

আধুনিক যুদ্ধে, শত্রুর যোগাযোগ কেন্দ্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা একটি প্রচলিত কৌশল। যে পক্ষ এতে সফল হবে, তারাই সম্ভবত যুদ্ধে জিতবে।

আমরা একটা আত্মিক যুদ্ধে আছি। শয়তান আমাদেরকে প্রলোভিত এবং প্রতারিত করতে চায়। জগৎ আমাদেরকে তার জীবনধারা এবং মূল্যবোধে টেনে আনার চেষ্টা করে। আমাদের চারপাশের লোকেরা কখনো কখনো আমাদেরকে ঈশ্বরের জন্য জীবনযাপন করা থেকে বাধা দেয় এবং নিরুৎসাহিত করে। আমরা একটি শত্রু দেশে থাকা সৈন্যদের মতো, যাদের বন্ধু মাত্র কয়েকজন এবং শত্রু একাধিক।

ঈশ্বর চান আমরা আত্মিক যুদ্ধে বিজয়ী হই। প্রার্থনা হল আমাদের কমান্ডারের সাথে আমাদের যোগাযোগের মাধ্যম।

কল্পনা করুন যে এক যুদ্ধরত সৈনিক তার প্রাপ্ত সমস্ত আদেশ অবজ্ঞা করে নিজের মতো কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে ভালোর পরিবর্তে ক্ষতি করতে পারে; সে তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হতে পারে; এবং সে সম্ভবত মারা যেতে পারে বা বন্দী হতে পারে।

> সব উপলক্ষে, সব ধরনের মিনতি ও অনুরোধের সঙ্গে আত্মায় প্রার্থনা করো। এসব স্মরণে রেখে সতর্ক থেকো এবং সকল পবিত্রগণের জন্য সবসময়ই প্রার্থনায় রত থেকো। (ইফিষীয় ৬:১৮)

এই পদটি এমন একটি অনুচ্ছেদের শেষে এসেছে যেখানে পৌল একজন বিশ্বাসীর আত্মিক বর্মকে তার সময়কালের মিলিটারি বর্মের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে আমাদের শত্রুরা দৈহিক নয়, বরং আত্মিক।

যদি সেই সময়ে সৈন্যদের জন্য রেডিও উপলভ্য থাকত, তাহলে পৌল হয়তো সেটিকে আত্মিক সৈন্যের আরেকটি অস্ত্র—প্রার্থনা— হিসেবে ব্যবহার করতেন। অস্ত্রসজ্জা বর্ণনা করার পর, পৌল বলেছেন যে *প্রার্থনাকে* আত্মিক বর্মের সাথে সাথে ব্যবহার করতে হবে।

যখন আমরা আত্মিক মন্দতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাঁড়াই, আমাদেরকে তখন প্রার্থনা করতে হবে, আমাদের কমান্ডারের সাথে সংযোগে থাকতে হবে। আমাদেরকে সতর্কতা ও ধৈর্য সহকারে প্রার্থনায় সজাগ থাকার আহ্বান করা হয়েছে।

যারা শুনবে তাদের জন্য ঈশ্বর নির্দেশনার প্রতিজ্ঞা করেছেন।

> তুমি সর্বান্তঃকরণে সদাপ্রভুর উপর আস্থা রাখো ও নিজের বিচক্ষণতার উপর নির্ভর কোরো না; তোমার সমস্ত পথে তাঁর বশ্যতাস্বীকার করো, ও তিনি তোমার পথগুলি সোজা করে দেবেন। (হিতোপদেশ ৩:৫-৬)
>
> যে ব্যক্তি সদাপ্রভুতে আমোদ করে সদাপ্রভু তার পদক্ষেপ সুদৃঢ় করেন। (গীত ৩৭:২৩)

খ্রিষ্টের একজন অনুগামী জগতের লোকেদের মতো সিদ্ধান্ত নেয় না। কিছু মানুষ কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং আকাঙ্খা দ্বারা পরিচালিত হয়। তারা বলে, "আমাকে ঠিক সেটাই করতে হবে যেটা আমার জন্য সঠিক।" তারা বোঝাতে চায় যে তাদেরকে অন্য কেউ নিয়ন্ত্রণ করার আগে তাদেরকে প্রথমে তাদের নিজেদের ইচ্ছাগুলিকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। তারা মনে করে স্বাধীনতার অর্থ হল আত্ম-কেন্দ্রিকতা। খ্রিষ্টের অনুগামীরা আলাদা, কারণ তারা তাদের জীবন দিয়ে ঈশ্বরকে খুশি করতে চায় এবং অন্যদেরকে আশীর্বাদ করতে চায়।

কিছু মানুষ আমাদেরকে সমস্ত উত্তরের জন্য আমাদের নিজেদের অন্তরে দেখার পরামর্শ দেয়। তারা বিশ্বাস করে যে আমাদের অনুভূতি এবং সহজাত প্রবৃত্তিই আমাদের সমস্ত সিদ্ধান্তকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তারা যুবসমাজকে ঐতিহ্য এবং গুরুজনদের পরামর্শ অবজ্ঞা করতে অনুপ্রাণিত করে। তারা ধর্মীয় নৈতিকতাকে হেয় জ্ঞান করে। এই ধরণের পরামর্শ আধুনিক ফিল্মী দুনিয়ার বিনোদনে খুবই জনপ্রিয়। তারা এমন এক যুবক বা যুবতীর কাহিনীকে তুলে ধরে যে তার নিজের স্বপ্ন অনুসরণ করার জন্য কর্তৃপক্ষ এবং ট্র্যাডিশনের বিরোধিতা করে সফল হয়েছে। তারা আসল সত্যটি দেখায় না যে এই ধরণের সিদ্ধান্ত দুঃখ এবং দুর্দশার পথে নিয়ে যায়।

বহু সমাজ-সংস্কৃতিতে, ব্যক্তিগত সমস্ত সিদ্ধান্তই বর্ধিত-পরিবার বা গোষ্ঠী বা গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গোষ্ঠীর অনুমোদন ছাড়া তাদের সেই এলাকা ছেড়ে যাওয়া, তাদের পেশা পরিবর্তন করা, উচ্চশিক্ষা লাভ করা, বা বিয়ে করার কোনো অধিকার নেই। এই ধরণের পরিবেশে একজন ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে কঠিন পরিবর্তন হল তার ধর্ম পরিবর্তন করা। যদি কোনো ব্যক্তি খ্রিষ্টের অনুগামী হয়ে ওঠে এবং সেই নীতিসমূহ দ্বারা নির্দেশিত হয় যা তার গোষ্ঠীর লোকেরা বোঝে না, তাহলে তাকে তাড়না ভোগ করতে হতে পারে। এইরকম পরিস্থিতিতে একজন বিশ্বাসীকে অতি অবশ্যই বিজ্ঞতা এবং নির্দেশনার জন্য প্রার্থনা করতে হবে।

আমাদের সব সময়ে ঈশ্বরের নির্দেশনা প্রয়োজন, এবং তিনি আমাদেরকে এমন সব উপায়ে পরিচালনা করেন যা নিয়ে আমরা সর্বদা সচেতন থাকি না। তিনি আমাদের কখনো ভুলে যান না, এমনকি যখন আমরা তাঁকে স্মরণও করি না, তিনি তখনও আমাদের নিয়ে চিন্তা করেন। কিন্তু এমন অনেক সময় আসে যখন আমাদের বিশেষভাবে তাঁর নির্দেশনা জানা প্রয়োজন এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে হয় যেন তিনি আমাদের পছন্দগুলিকে প্রকৃত অর্থে দেখতে সাহায্য করেন। এমন হতে পারে যে ঈশ্বর একটি অপ্রত্যাশিত উপায়ে আমাদের পথ পরিবর্তন করতে চান।

► কোন কোন সময়ে আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশেষ নির্দেশনা প্রয়োজন?

আমাদের ঈশ্বরের নির্দেশনা জানতে চাওয়া উচিত:

১। **যখন জীবন-পরিবর্তনকারী সিদ্ধান্ত নিতে হয়:** বিয়ে, পেশা, শিক্ষা, কোনো স্থানীয় মন্ডলীতে অঙ্গীকার।

২। **যখন বাস্তবিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়:** চাকরির সুযোগ, কোথায় থাকব, বড় কোনো কেনাকাটি।

৩। **যখন পরিচর্যা কাজের পরিকল্পনা করা হয় এবং পরিচর্যা কাজ করা হয়:**[6] কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত আহ্বান, কোথায় এবং কার সাথে পরিচর্যা কাজ করব, প্রচার করার এবং শিক্ষাদানের বিষয়বস্তুসমূহ।

৪। **যখন মন্ডলীর জীবনে অংশগ্রহণ করা হয়:**[7] কীভাবে আরাধনা করতে হয়, কী শিখতে হবে, কী দিতে হবে, কীভাবে এই পৃথিবীতে খ্রিষ্টের দেহের একটি অংশ হয়ে উঠতে হয়।

[6] প্রেরিত ১৬:৬-৯ পদে বিশেষ নির্দেশনার কথা বলা হয়েছে যেটি পবিত্র আত্মা একটি মিশনারি যাত্রায় পৌল এবং সীলকে প্রদান করেছিলেন।

[7] প্রথম শতকের মন্ডলী তাদের প্রার্থনায়, তাদের মতবাদ বজায় রাখায়, সমস্যা সমাধানে তাদের পরিচালনা করায়, এবং তাদের বার্তাকে দৃঢ় করে তোলায় পবিত্র আত্মার পরিচালনা নিয়ে সচেতন ছিল। প্রেরিত ১৫:২৮, প্রেরিত ৫:৩-৫, এবং প্রেরিত ৬:১০ পদ দেখুন।

আপনি কীভাবে আরো ভালোভাবে ঈশ্বরের নির্দেশনা বুঝতে পারবেন

(১) প্রার্থনায় ঈশ্বরের নিকটবর্তী থাকুন (ফিলিপীয় ৪:৬)। যদি আপনার জীবনের বেশিরভাগ অংশ ঈশ্বরের সাথে আপনার কথোপকথন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আপনি আপনার নিজের প্রবণতা এবং সীমিত উপলব্ধি অনুসরণ করছেন।

(২) আপনার নিজের যুক্তিকে নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় সত্যের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করবেন না। ঠিক যেমন এই পদে বলা হয়েছে, "নিজের বিচক্ষণতার উপর নির্ভর কোরো না" (হিতোপদেশ ৩:৫)।

(৩) সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসেবে নিশ্চিতভাবে যা জানেন তা মেনে চলুন। এটি আপনার উপলব্ধিকে উন্নত করবে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্যকে অমান্য করছে সে প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের ইচ্ছা চায় না, কারণ ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছাকে শাস্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। যদি আপনি আপনার ব্যাপারে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে যা জানেন তা আংশিকভাবে পালন করেন, আপনি আরো বেশি বিভ্রান্ত হবেন—আলো অন্ধকারে পরিণত হবে (লূক ১১:৩৫)।

আমরা জানি যে এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা যখন আমরা:

- দৈনন্দিনভাবে আমাদের ক্রুশ তুলে নিই এবং যিশুকে অনুসরণ করি (লূক ৯:২৩)
- সঠিক কাজ করি এবং হৃদয়ে সত্যি কথা বলি (গীত ১৫:২)
- বিশ্বস্ত আত্মিক লিডারদের সম্মান করি (১ থিষলনীকীয় ৫:১২-১৩)।
- সর্বদা আনন্দ করি (১ থিষলনীকীয় ৫:১৬)।
- অবিরত প্রার্থনা করি (১ থিষলনীকীয় ৫:১৭)।
- সমস্ত পরিস্থিতিতেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি (১ থিষলনীকীয় ৫:১৮)।
- আত্মাকে নির্বাপন করি না (১ থিষলনীকীয় ৫:১৯)।
- ভাববাণী অগ্রাহ্য করি না (১ থিষলনীকীয় ৫:২০)।
- সবকিছু পরীক্ষা করি (১ থিষলনীকীয় ৫:২১)।
- যা কিছু উৎকৃষ্ট, তা আঁকড়ে থাকি (১ থিষলনীকীয় ৫:২১)।
- যা কিছু মন্দ, তা এড়িয়ে চলি (১ থিষলনীকীয় ৫:২২)।
- সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হই (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩)।

এগুলি ছাড়াও অন্যান্য আরো অনেক আদেশ আছে যা একটিই শব্দে সারসংক্ষিপ্ত হয়: প্রেম! (রোমীয় ১৩:৮-১০)। যখন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে যা জানি তা করি, তখন আমাদের অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(৪) ধৈর্যশীল হন। ঈশ্বর আপনার জন্য দরজা খুলে এবং পরিস্থিতি প্রস্তুত না করা পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হতে পারে। অধৈর্যের কারণে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। "সদাপ্রভুর সামনে নীরব হও, ধৈর্য ধরে তাঁর প্রতীক্ষায় থাকো" (গীত ৩৭:৭)। দ্রুততার কারণে এমনকিছু করবেন না যা আপনি নিজে জানেন যে সেটি ভুল।

(৫) সুপরামর্শ শুনুন। "নিশ্চয় যুদ্ধ শুরু করার জন্য তোমার জ্ঞানগর্ভ পরিচালনা প্রয়োজন, ও অনেক পরামর্শদাতার মাধ্যমেই যুদ্ধজয় করা যায়" (হিতোপদেশ ২৪:৬)। যখন ঈশ্বর চান আপনি একটি বড় সিদ্ধান্ত নিন, তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপনার জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছে তা দেখাবেন। যদি এমন ধার্মিক, বয়স্ক ব্যক্তিরা থাকেন যারা আপনাকে চেনেন

এবং আপনার খেয়াল রাখেন, তাহলে আপনার সহজে এমন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয় যা তারা ভুল বলে মনে করেন।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

► এমন একটি সিদ্ধান্তের উদাহরণ শেয়ার করুন যা আপনি জানেন যে তা ঈশ্বরের নির্দেশিত ছিল। কীভাবে ঈশ্বর আপনাকে দেখিয়েছিলেন যে সেটি সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল?

► এটি সহায়ক হবে যদি আপনি একটি ভুল সিদ্ধান্তের উদাহরণও শেয়ার করতে পারেন। আপনি কি ঈশ্বরের দ্বারা ভালোভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য পাঁচটি নীতির কোনোটি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন?

অন্যদেরকেও একইভাবে শেয়ার করতে বলুন।

ঈশ্বরের নির্দেশনা অন্বেষণ করার সময়ে যে যে ভুলগুলি এড়িয়ে চলবেন

একটা কাহিনী প্রচলিত আছে যে চার্লস স্টকার (Charles Stalker) নামের এক প্রচারক একদিন সকালে প্রার্থনা করার সময়ে ঈশ্বর তার সাথে বলেন এবং তাকে জানান, "আমি চাই তুমি চীনদেশে যাও।" স্টকার অবাক হয়েছিলেন কারণ তার সেখানে যাওয়ার জন্য কোনো যোগাযোগ বা অর্থ ছিল না। প্রভাবটি এতই দৃঢ় ছিল যে তিনি তার স্যুটকেস গুছিয়ে নেন এবং স্টেশনে পৌঁছে যান যেখান থেকে তার যাত্রা শুরু হবে। এক অপরিচিত ব্যক্তি তার কাছে আসে এবং জানতে চায়, "আপনি কি চার্লস স্টকার?" তারপর বলে, "আপনাকে চীনদেশে পাঠানোর টিকিট নিয়ে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে।"

► আমাদের কি *সাধারণত* আশা করা উচিত যে ঈশ্বর এইভাবে আমাদেরকে তাঁর ইচ্ছা দেখাবেন? যে ব্যক্তি এইভাবে তার সিদ্ধান্তের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা খুঁজে পাওয়ার আশা করে সে কি কোনো সমস্যায় পড়বে?

কিছু লোক তাদের নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্তের জন্য অতিপ্রাকৃত নির্দেশনা আশা করে। তারা সাধারণ যুক্তি এবং পরিস্থিতি অবজ্ঞা করে, কারণ তারা ধরে নেয় যে ঈশ্বরের ইচ্ছা সমস্ত যুক্তিবোধ এবং পরিস্থিতির বিপরীত।

এই কথা জোর দিয়ে বলা ভুল যে ঈশ্বরকে আমাদের সিদ্ধান্তের জন্য অতিপ্রাকৃত প্রকাশ প্রদান করতে হবে, কারণ তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর ইচ্ছা সেইভাবে প্রকাশ করেন না। যদি একজন ব্যক্তি যুক্তি এবং পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে, তাহলে সে ভাবতে পারে যে সে ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দেশনা পাচ্ছে, যখন আসলে সে তার নিজের আবেগ বা কল্পনাকে অনুসরণ করছে।

যখন শাস্ত্রে কোনোকিছু স্পষ্টভাবে আদেশ দেওয়া থাকে বা বারণ করা থাকে, আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারি। তবে, জীবনে এমন অনেক সিদ্ধান্ত আছে যেখানে আমাদের একাধিক বিকল্প থাকে যা নির্দিষ্টভাবে আদেশ করা হয়নি বা নিষিদ্ধ নয়। কীভাবে একজন ব্যক্তি জানতে পারে যে তার কোথায় থাকা উচিত, কোন চাকরি তার করা উচিত, এবং কীভাবে তার অর্থ খরচ করা উচিত?

► বিশেষ প্রকাশ (Special Revelation) ছাড়া, কীভাবে একজন ব্যক্তি এমন এক সিদ্ধান্তের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারে যা নির্দিষ্টভাবে শাস্ত্রে নির্দেশিত নয়?

কিছু মানুষ আছে যারা আশা করে যে যুক্তি এবং পরিস্থিতির বাইরে ঈশ্বরের ইচ্ছা অবশ্যই অতিপ্রাকৃতভাবে প্রকাশ পাবে, এবং এর ফলস্বরূপ তারা একটি অযৌক্তিক পদ্ধতি খুঁজে বের করে যেটিকে তারা মনে করে যে ঈশ্বর তাদের নির্দেশনা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করবেন। তারা ঈশ্বরের কাছে তাঁর ইচ্ছা দেখানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট চিহ্ন চাইতে পারে। অথবা তারা বাইবেল থেকে এলোমেলোভাবে কোনো পদ খুলতে পারে যেটিকে তারা তাদের পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে।

উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিক বাস্তবসম্মত পরামর্শসমূহ

কীভাবে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে পারি সেই ব্যাপারে জন ওয়েসলি (John Wesley) কিছু ব্যবহারিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে আমরা আমাদের জন্য ঈশ্বরের সাধারণ ইচ্ছা জানি যা বাইবেলে প্রকাশিত হয়েছে, এবং সেটি হল আমরা পবিত্র থাকব এবং ভালো কাজ করব। **তাই, কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে, আমাদেরকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে কোন বিকল্পটি আমাদের পবিত্র থাকতে সর্বাপেক্ষা সক্ষম করে তুলবে এবং আমাদের কার্যকারিতাকে সর্বাধিক করবে।**

আমরা অভিজ্ঞতা থেকে শিখি যে কোন পরিস্থিতি আমাদের জন্য আত্মিকভাবে সহায়ক এবং কোনটি বিপদজনক। কিছু কিছু পরিস্থিতি যেকোনো কারোর জন্যই আত্মিকভাবে বিপদজনক; অন্যগুলি কিছু কিছু ব্যক্তির জন্য বিপদজনক, কিন্তু সকলের জন্য নয়। যতটা সম্ভব, আমাদের নিজেদেরকে সেই সমস্ত পরিস্থিতিতে রাখতে হবে যা আমাদেরকে আত্মিকভাবে দৃঢ় হতে সাহায্য করে এবং সেই সমস্ত পরিস্থিতি এড়িয়ে চলা উচিত যা আমাদেরকে প্রলোভনের সামনে নিয়ে আসে (১ করিন্থীয় ১০:১২-১৩)।

যুক্তি এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা, এবং অন্যদের পরামর্শ দ্বারা, আমরা নির্ধারণ করতে পারি যে কোন বিকল্পটি আমাদের কার্যকারিতাকে সর্বাধিক করবে।

ঈশ্বর সাধারণত বিশেষ প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। **তিনি আশা করেন যে আমরা সাবধানতার সাথে যুক্তি করার এবং পরিস্থিতি পরীক্ষা করার সময় শাস্ত্রীয় নীতিগুলি প্রয়োগ করব।** পবিত্র আত্মা আমাদের পথ দেখান এমনকি যখন আমরা তা বুঝতেও পারি না। বেশিরভাগ সিদ্ধান্তের জন্য আমাদের বিশেষ প্রকাশের আশা করা উচিত নয়, বরং প্রজ্ঞা এবং বোধগম্যতার জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশেষ নির্দেশনা পাওয়ার দাবি করে, তারা কখনো কখনো অন্য লোকেদের কথা শুনতে অস্বীকার করে (হিতোপদেশ ১২:১৫)। লোকেরা তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন করলে তারা রেগে যেতে পারে। তারা নম্রতার পরিবর্তে গর্ব এবং জেদ দেখায়।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ১ পিতর ৫:৫-৬ পদ পড়বে।

কিছু অসাধারণ ঘটনা ছাড়া, কোনো ব্যক্তির এটি দাবি না করাই ভালো যে ঈশ্বর তাকে ঠিক কী করতে হবে তা বলে দিয়েছেন। যখন কোনো ব্যক্তি এমন কথা বলে, তখন কারোর পক্ষে তাকে পরামর্শ বা মতামত দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তার পক্ষে এটা বলা ভালো যে ঈশ্বরের সাহায্যে সে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্তটি নেওয়ার চেষ্টা করছে।

যখন আপনি আপনার বিকল্পগুলি নিয়ে চিন্তা করছেন, তখন ওয়েসলি যে নীতিগুলি দিয়েছেন তার পাশাপাশি বিবেচনা করুন:

১। **এটি কি স্পষ্টভাবে শাস্ত্রীয় আদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?** ঈশ্বর কখনোই চান না যে আপনি তাঁর বাক্য অমান্য করুন।

২। **এটি কি শাস্ত্রীয় অগ্রাধিকারগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?** পবিত্র বাইবেল আমাদেরকে সেই বিষয়গুলিকে দেখায় যা ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আপনার সিদ্ধান্ত কি প্রথম বিষয়গুলিকে প্রথম রাখে?

৩। **এটি কি পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির বাস্তব চিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?** আপনি এটি দেখতে বা বুঝতে সক্ষম হওয়া উচিত যে কীভাবে ঈশ্বর এই সিদ্ধান্তের জন্য আপনার পরিস্থিতিকে প্রস্তুত করেছেন।

৪। **এটি কি যুক্তিসঙ্গত?** কখনো কখনো ঈশ্বর আপনাকে এমন কিছু করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন যা দেখে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না, কিন্তু যদি তেমন হয়, তিনি তাঁর ইচ্ছা সুস্পষ্ট করবেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে সাহায্য করার মাধ্যম হিসেবে যুক্তিকে কখনোই প্রত্যাখ্যান করবেন না।

৫। **এটা কি ঐশ্বরিক আচরণ?** কখনো মনে করবেন না যে কোনো পরিস্থিতি এতটাই ব্যতিক্রম যে আপনি এমনকিছু করতে পারেন যা সচরাচর ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করবে।

৬। **এটি কি নিজের মতো করে অন্যদেরকেও ভালোবাসার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?** স্বার্থপর উদ্দেশ্যগুলি আপনার বিচক্ষণতাকে বিকৃত করবে।

৭। **এটির কি কোনো ভালো প্রভাব থাকবে?** কেমন হবে যদি আপনি যা করছেন তা অন্যরা করে? সেটি কি ভালো হবে?

৮। **এটি কি ধার্মিক পরামর্শদাতাদের দ্বারা নিশ্চিত?** আমরা সবাই জানি যে কীভাবে সেই বন্ধুদের খুঁজে নিতে হয় যারা আমাদের সাথে সম্মত হবে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তিরা সর্বাধিক আত্মিক এবং জ্ঞানী, তারা আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কী বলবে?

ঈশ্বরের ইচ্ছা যখন খুব অস্বাভাবিক কিছু হয়, তখন তিনি সন্দেহের বাইরে এটি আপনাকে জানাতে সক্ষম হন। কোনো স্বর্গদূত, বা দর্শন, বা একটি জ্বলন্ত ঝোপ অতীতে কিছু মানুষের জন্য নিশ্চয়তা দিয়েছে। ঈশ্বর হয়তো কেবল একটি অভ্যন্তরীণ আশ্বাস দিতে পারেন যা সন্দেহের বাইরে। কিন্তু যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে কোনো স্পষ্ট বার্তা পাওয়া যায় না, তখন সঠিক বিকল্পটি বোঝার জন্য আপনার নির্ভরযোগ্য নীতিগুলি অনুসরণ করা উচিত। প্রতিটি সিদ্ধান্তের জন্য বিশেষ প্রকাশ পাওয়ার আশা করবেন না। আপনি যদি আন্তরিকভাবে এবং প্রার্থনার সাথে সঠিক অগ্রাধিকারগুলি নিয়ে যুক্তি-পরীক্ষা করেন, তাহলে ঈশ্বর আপনার সিদ্ধান্তকে বিশ্বস্তভাবে পরিচালনা করবেন।

রোমীয় ১২:১-২ পদে পৌল লিখেছেন,

> অতএব, ভাইবোনেরা, ঈশ্বরের বহুবিধ করুণার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি তোমাদের কাছে মিনতি করছি, তোমরা তোমাদের শরীরকে জীবন্ত বলিরূপে, পবিত্র ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যরূপে উৎসর্গ করো—তাই হবে তোমাদের যুক্তিসংগত আরাধনা। আর তোমরা এই জগতের রীতি অনুযায়ী জীবনযাপন করো না, কিন্তু তোমাদের মনের নতুনীকরণের দ্বারা রূপান্তরিত হও। তখন তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে যাচাই ও অনুমোদন করতে পারবে, যা উৎকৃষ্ট, প্রীতিজনক ও সিদ্ধ।

এই পদগুলি দেখায় যে কীভাবে একজন ব্যক্তির আত্মিক অবস্থা তার সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করে। ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার জন্য, একজন ব্যক্তিকে প্রথমে অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হতে হবে। একজন বিশ্বাসীর সমস্ত সিদ্ধান্ত জগতের সিদ্ধান্তসমূহের বিপরীত হয়, কারণ বিশ্বাসী ব্যক্তি জগতের অনুরূপ নয়, কিন্তু সে রূপান্তরিত এবং একটি নূতনীকৃত মনের সাহায্যে সিদ্ধান্ত নেয়।

ঈশ্বরের নির্দেশনা বোঝার ক্ষেত্রে অভিপ্রায় হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো ব্যক্তি যদি কেবল এই কারণে ঈশ্বরের ইচ্ছার সন্ধান করে যাতে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে সেই কাজটি করা উচিত কিনা, তবে সে সম্ভবত বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। যদি একজন ব্যক্তি শাস্ত্রীয় এবং যুক্তিসঙ্গত উপায় অনুসারে এবং তা করার জন্য আন্তরিক দৃঢ়সংকল্পের সাথে ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্বেষণ করে, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

► ওয়েসলি'র নীতির কিছু প্রয়োগ আলোচনা করুন। কিছু কিছু উদাহরণ হতে পারে: সময় কাটানোর জন্য বন্ধু নির্বাচন, চাকরির বিকল্প, বা একটি প্রেমের সম্পর্ক (অবিবাহিত হলে)। বিবেচনা করুন, *"কোন পরিস্থিতি আমাকে পবিত্র থাকতে সাহায্য করবে এবং আমার কার্যকারিতাকে সর্বাধিক করবে?"*

► কিছু লোক যখন নির্দিষ্ট ধরণের লোকেদের সাথে থাকে, বা নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে, তারা তাদের খ্রিষ্টীয় পরিচয় বজায় রাখতে পারে না। কিছু উদাহরণ বিবেচনা করুন।

► আলোচনার জন্য অন্যান্য কিছু সম্ভাব্য বিষয়বস্তু:

- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় অনুপ্রেরণার ভূমিকা
- একটি চিহ্নের জন্য অপেক্ষা করার ভুল
- অভ্যন্তরীণ অনুভূতিকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করার বিপদ

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমার জন্য উত্তম বিষয় পরিকল্পনা করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি জানি যে তুমি আমার পদক্ষেপগুলিকে আমি যতটা দেখতে পাচ্ছি তার চেয়েও বেশি নির্দেশনা দিচ্ছ।

প্রার্থনায় তোমার কাছাকাছি থাকতে আমাকে সাহায্য করো। তুমি আমাকে যে সত্য দেখাও তার প্রতি মনোযোগ দিতে আমাকে সাহায্য করো।

আমি পবিত্র হতে চাই এবং তোমার গৌরবের জন্য আমি যা করতে পারি তা সম্পন্ন করতে চাই।

আমার অভিপ্রায়গুলিকে শুদ্ধ করো, যাতে সেগুলি আমাকে তোমার ইচ্ছা থেকে দূরে না নিয়ে যায়। তুমি আমার জীবনে যে বুদ্ধিমান পরামর্শদাতাদের রেখেছ, তাদের মাধ্যমে আমাকে পরিচালনা করো।

আমি প্রতিটি সিদ্ধান্তে তোমাকে বিশ্বাস করতে চাই। আমি তোমার ইচ্ছাকে আন্তরিকভাবে মেনে চলতে চাই।

আমার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠটি চাওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমেন

৫ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) হিতোপদেশ ৩:১-১২ পদ অধ্যয়ন করুন। এখানে বর্ণিত অগ্রাধিকার, মনোভাব, এবং চরিত্র সম্পর্কে লিখুন। আপনি কীভাবে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যক্তিগতভাবে বিকাশ করতে পারেন তা লিখুন (সর্বাধিক ১-২ পাতার মধ্যে লিখুন)।

(২) যাকোব ৪:১৩-১৭ পদ পর্যালোচনা করুন। সমস্ত পরিস্থিতির উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব লক্ষ্য করুন। ১৬ পদে উল্লিখিত সেই মন্দ বিষয়—গর্ব—কী? ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে এই অংশটি আমাদের কী বলছে তা ব্যাখ্যা করে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।

(৩) প্রার্থনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে দু'টি অনুচ্ছেদ লিখুন। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন:

- কীভাবে প্রার্থনার আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করা উচিত?
- প্রার্থনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত কোন ভুলগুলি এড়িয়ে চলা উচিত?

পাঠ ৬

বিবাহের বাইবেলভিত্তিক ধারণা

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) বিবাহের জন্য ঈশ্বরের নকশা এবং উদ্দেশ্যকে সমাদর করবে।

(২) ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের মূল্য বুঝবে।

(৩) খ্রিষ্টীয় বিবাহের জন্য ঈশ্বরের নীতিগুলির প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে।

হার্নান্ডো কর্টেস: এক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্যক্তি

হার্নান্ডো কর্টেস (Hernando Cortes) এমন এক ব্যক্তির উদাহরণ নয় যার চরিত্র এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি আমাদের অনুসরণ করা উচিত। তবে, তার একটি কর্মকাণ্ড তার লক্ষ্যের প্রতি সম্পূর্ণ অঙ্গীকার প্রদর্শন করেছিল। ১৫১৯ সালের বসন্তকালে, হার্নান্ডো কর্টেস একটি এলাকা দখলের অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যেটি এখন মেক্সিকো নামে পরিচিত। স্পেন সরকার ১১টি জাহাজ এবং ৭০০ জন্য লোক দিয়ে এই অভিযানটিকে সহায়তা করেছিল। বহু মাস সমুদ্রে কাটানোর পর কর্টেসে এবং তাঁর সঙ্গীরা অবশেষে মেক্সিকোর তীরে এসে পৌঁছান। পরবর্তী প্রতিকূলতাটি ছিল স্থলপথে রাজধানী শহরে পৌঁছানো। কর্টেস জানতেন যে স্থলপথে ভ্রমণ করা কঠিন এবং বিপদজনক হবে। তিনি চেয়েছিলেন যে তার সঙ্গীরা উপলব্ধি করুক যে ফিরে যাওয়ার কোনো বিকল্পই নেই, তাই তিনি সমস্ত জাহাজ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি স্পেনে ফিরে যাওয়া অসম্ভব করে তুলেছিলেন, এবং একই সময়ে সফল হওয়ার জন্য একটি দৃঢ় অনুপ্রেরণা তৈরি করেছিলেন। একইভাবে, বিয়েতে প্রবেশ করা প্রত্যকে ব্যক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত, এইটা জেনে যে যখন সে বিবাহিত, তার কাছে আর অন্য কোনো বিকল্প নেই।

ভূমিকা

বাইবেলভিত্তিক বিবাহ একটি অপূর্ব বিষয়।[৪] কিন্তু যে দম্পতিরা এর সৌন্দর্য অভিজ্ঞতা লাভ করতে চায় এবং এর উত্তমতার আস্বাদ করতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই শাস্ত্র এটি সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয় তা পর্যালোচনা করতে হবে, এবং তারপর তা যা শিখেছে তা মেনে চলতে হবে। একটি সন্তুষ্টিজনক বিবাহের জন্য প্রচেষ্টা এবং ত্যাগের প্রয়োজন।

► কেউ কি এই বিষয়ে শেয়ার করতে চান যে কীভাবে তিনি প্রয়োজনীয় অঙ্গীকার উপলব্ধি না করে কিছু সুবিধার আশায় বিয়ে করেছিলেন?

---

[৪] এই পাঠটির লেখক টিম কিপ।

বিবাহ সম্পর্কে বোঝার জন্য আমাদের এটির শুরুতে ফিরে যেতে হবে—আদিপুস্তকে ফিরে যেতে হবে। সৃষ্টির কাহিনী আমাদেরকে বিবাহের ব্যাপারে শিক্ষা দেয়।

বাইবেলভিত্তিক বিবাহ

বাইবেলভিত্তিক বিবাহের হল সহভাগিতার জন্য

"সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, 'মানুষের একা থাকা ভালো নয়। আমি তার উপযুক্ত এক সহকারিণী তৈরি করব'" (আদি পুস্তক ২:১৮)।

ঠিক যেভাবে পিতা ঈশ্বর, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা সহভাগিতায় আছেন, সেইভাবেই ঈশ্বর আমাদেরকে সামাজিক হওয়ার জন্য বিন্যস্ত করেছেন। আমরা সংযোগ স্থাপনের জন্য সৃষ্টি হয়েছি। আমরা ঘনিষ্ঠতা এবং সহভাগিতার জন্য সৃষ্টি হয়েছি। ঈশ্বর বলেছেন যে একা থাকা ভালো নয়!

আদিপুস্তকের ঘটনাবলীর বর্ণনার প্রতিটি অংশ বিবাহকে মর্যাদা দেয়। ঈশ্বর পুরুষের কাছ থেকে একটি পাঁজর নিয়েছিলেন এবং সেটিকে একজন সুন্দরী নারীতে পরিণত করেছিলেন, যে ছিল অন্য এক ব্যক্তি, ঈশ্বরের মূর্তিতে সমানভাবে তৈরি, সমান মূল্যবান, কিন্তু নকশায় ভিন্ন, যে পুরুষকে সম্পূর্ণ করেছিল। তাকে "সৃষ্টিকর্তার শেষ এবং সবচেয়ে নিখুঁত কাজ হিসেবে পুরুষের কাছে বিশেষ সম্মানের সাথে আনা হয়েছে।"[9]

বিবাহ একটি আনন্দদায়ক মিলন হতে হবে।

যখন আদম বলেছিল, "এখন এই আমার অস্থির অস্থি" (আদিপুস্তক ২:২৩), সে সম্মান এবং আনন্দ প্রকাশ করেছিল। আদম বলেনি, "অবশেষে, একজন দাসীকে পেলাম! এখন আমার জামা-কাপড় কেচে দেওয়ার, খাবার বানিয়ে দেওয়ার, পিঠ টিপে দেওয়ার, এবং সব কাজ করে দেওয়ার লোক আছে!" না, আদম বলেছিল, "অবশেষে, একজন সহকারিণী যে আমাকে সম্পূর্ণ করে!"

বিবাহ একটি সমতার মিলন হতে হবে।

"...তার উপযুক্ত এক সহকারিণী" (আদিপুস্তক ২:১৮)। ঈশ্বর নারীকে পুরুষের সাথে যথাযথ মিল হিসেবে এবং তাকে সম্পূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করেছিলেন।

ম্যাথিউ হেনরি (Matthew Henry) আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, "নারীকে আদমের একদিকের পাজরের হাড় থেকে তৈরি করা হয়েছিল; তার মাথার হাড় থেকে নয় যে সে তার উপর কর্তৃত্ব করবে, তার পায়ের পাতার হাড় থেকে নয় যে সে তার দ্বারা পদদলিত হবে, বরং তার পাঁজর থেকে যাতে সে তার সমান হতে পারে, তার হাতের নিচে সুরক্ষিত থাকতে পারে, এবং প্রেমে তার হৃদয়ের কাছাকাছি থাকতে পারে।"[10] নারী পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট বা উচ্চতর ছিল না, বরং তার সাথে তুলনীয় ছিল।

---

[9] *Ellicot's Commentary for English Readers* (আদি পুস্তক ২:২২ পদের নোট). https://biblehub.com/genesis/2-22.htm ২৯শে ডিসেম্বর, ২০২০ উপলব্ধ।

[10] *Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible*

বিবাহ একটি অঙ্গীকারবদ্ধ মিলন হতে হবে।

"এই কারণে একজন পুরুষ তার পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করে, তার স্ত্রীর সাথে সংযুক্ত হবে ও সেই দুজন একাঙ্গ হবে" (আদিপুস্তক ২:২৪)। দৃঢ় বৈবাহিক সম্পর্কগুলি রোম্যান্সের উপর, (রোম্যান্টিক অনুভূতি আসে এবং যায়), বা সুখভোগের উপর (যদিও সুস্থ বৈবাহিক সম্পর্ক আনন্দ নিয়ে আসে), বা ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতার উপর (যদিও দৃঢ় বৈবাহিক সম্পর্কগুলি নিশ্চিতভাবে পরিপূর্ণকারী) নির্ভর করে না। একটি দৃঢ় বৈবাহিক সম্পর্কের কারণ চমৎকার উপকারিতাগুলি নয়; এই উপকারিতাগুলি হল একটি দৃঢ় বৈবাহিক সম্পর্কের ফলাফল। চুক্তির অটুট ভিত্তির উপর বিবাহ প্রতিষ্ঠিত—একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা কেবলমাত্র একে অপরের প্রতি আজীবন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিবাহকে একটি স্বচ্ছ, বিশ্বাসযোগ্য, গ্রহণযোগ্য সম্পর্ক হতে হবে—"সেই পুরুষ ও তাঁর স্ত্রী, দুজনেই নগ্ন ছিলেন, আর তাদের কোনো লজ্জাবোধও ছিল না" (আদি পুস্তক ২:২৫)। কারণ পাপ তখনও প্রথম দম্পতির সরলতাকে কলুষিত করেনি, তাদের বিবাহ ছিল বিচারবিহীন, লজ্জাহীন এবং ভয়মুক্ত। নতুন নিয়ম আমাদের জানায়, "বিবাহ-সম্পর্ককে সবারই সম্মান করা উচিত এবং বিবাহ-শয্যা শুচিশুদ্ধ রাখতে হবে" (ইব্রীয় ১৩:৪)।

যেখানে নিরাপত্তাহীনতা, অবিশ্বাস, সন্দেহ বা ভয় থাকে, যেখানে স্বামী-স্ত্রীরা একে অপরের বিবাহের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে নিশ্চিত নয়, সেখানে একটি দৃঢ় বৈবাহিক সম্পর্কের কোনো অস্তিত্ব নেই। দৃঢ় বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য একটি অটল অঙ্গীকার প্রয়োজন যা কেবল কোনো একজন জীবনসঙ্গীর মৃত্যুতে শেষ হয় (রোমীয় ৭:১-২)।

ঈশ্বরের অভিপ্রায় হল যে একজন পুরুষ এবং একজন নারীর মধ্যে বিবাহ একটি আজীবন চুক্তি হবে (মথি ১৯:৩-৬)। পৌল বলেছেন যে বিশ্বাসীরা আর বন্ধনের অধীনে থাকে না যখন তাদের অবিশ্বাসী জীবনসঙ্গী তাদের থেকে আলাদা হয় (১ করিন্থীয় ৭:১৫), কিন্তু একজন বিশ্বাসীর অবিশ্বাসী সঙ্গীর থেকে বিচ্ছেদ চাওয়া উচিত নয় (১ করিন্থীয় ৭:১২-১৪, ১৬)। পৌল আগে লিখেছেন যে প্রভু একই কথা বলেছেন: বিশ্বাসীরা তাদের জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে ছেড়ে যাওয়া/বিচ্ছিন্ন হওয়া বেছে নিতে পারে না, তবে যদি তারা তা করে তবে তাদের আর অন্য কাউকে বিয়ে করা উচিত নয় (১ করিন্থীয় ৭:১০-১১, মথি ৫:৩১-৩২, মথি ১৯:৯)।

চুক্তিবদ্ধ প্রেম আত্মত্যাগী, সম্মানপূর্ণ এবং সৌন্দর্যবর্ধক, এমনকি সম্পর্ক কঠিন হলেও (১ করিন্থীয় ১৩)। দুর্বল প্রতিশ্রুতি অস্থায়ী প্রচেষ্টা, মানসিক সংযোগ বিচ্ছিন্নতা, প্রত্যাহার, এবং প্রলোভনের জন্ম দেয়।

একজন স্বামী তখনই চুক্তিবদ্ধ ভালোবাসায় জীবনযাপন করে যখন সে তার স্ত্রীর প্রতি কোনোমতেই হাল ছেড়ে দেয় না এমনকি যখন সে প্রতিক্রিয়াহীন, বা অসম্মানজনক, বা অসুস্থ থাকে। একজন স্ত্রী যখন তার স্বামীকে সম্মান করতে এবং তার বাধ্য থাকতে বেছে নেয়, খ্রিষ্টের জন্য, এমনকি যখন তার স্বামী তাকে ভালোবাসে না, তখনও সে অঙ্গীকারবদ্ধ প্রেমে জীবনযাপন করে।

স্বামীর প্রেম স্ত্রীর সম্মানকে, এবং স্ত্রীর সম্মান স্বামীর ভালোবাসাকে জয় করে। এবং তারা একসাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে!

► যদি কেউ এই ভেবে বিয়ে করে যে, যদি তারা বিবাহে অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে পরে তারা তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নেবে, তাহলে কী কী সমস্যা দেখা দেবে? পূর্ণ প্রতিশ্রুতি কী পার্থক্য আনে যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তার বিবাহ স্থায়ী?

বাইবেলভিত্তিক বিবাহ হল সৃষ্টির স্থান: বংশবৃদ্ধি

"সন্তানসন্ততি সদাপ্রভুর দেওয়া অধিকার, তাঁর দেওয়া পুরস্কার" (গীত ১২৭:৩)।

সন্তানসন্ততি হল ঈশ্বরের থেকে পাওয়া একটি উপহার, কিন্তু অপরদিকে তারা বাবা-মায়ের পক্ষ থেকে ঈশ্বরের জন্য একটি উপহার হিসেবেও গণ্য হয়। "একই ঈশ্বর কি তোমাদের সৃষ্টি করেননি? দেহ এবং আত্মাতে তো তোমরা তাঁরই। আর সেই এক ঈশ্বর কি চান? ঈশ্বরভক্ত সন্তানসন্ততি। সুতরাং নিজেদের সম্পর্কে সতর্ক হও এবং তোমাদের যৌবনের স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বস্ত হোয়ো না" (মালাখি ২:১৫)। ঈশ্বর একজন বিশ্বাসী স্বামী এবং স্ত্রীর প্রেমময় বন্ধন থেকে ঈশ্বরবিশ্বাসী সন্তান কামনা করেন।

অনেকে এমন জীবনধারা পছন্দ করে যেখানে সন্তানরা অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু বাইবেল শেখায় যে বাবা-মায়ের ঈশ্বরীয় সন্তান থাকলে ঈশ্বর খুশি হন।

একইসাথে, এটাও মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈশ্বর যে কেবল নিছক বংশবৃদ্ধি চান, তা নয়, কিন্তু তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী সন্তান চান। ঈশ্বর পিতামাতাদের আহ্বান করেছেন যেন তারা তাদের সন্তানদেরকে খ্রিষ্টের অনুগামী করে তোলে।

বাইবেলভিত্তিক বিবাহ হল খ্রিষ্টের জন্য

ইফিষীয় ৫:৩০-৩২ পদে পবিত্র আত্মা বিবাহের একটি গভীরতর অর্থ প্রকাশ করেছেন যা যিশুর পৃথিবীতে আসার আগে পর্যন্ত গুপ্ত ছিল। বিবাহ হল যিশুখ্রিষ্ট এবং তাঁর মন্ডলীর মধ্যবর্তী সম্পর্কের একটি পার্থিব চিত্র—একটি প্রতিফলন।

পৌল বিশ্বাসীদের আত্মায় পূর্ণ হতে উৎসাহিত করে এই বিভাগটি শুরু করেছেন (ইফিষীয় ৫:১৮)। এই প্রেক্ষাপটে তিনি বিবাহ সম্পর্কে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করেছেন:

ঠিক যেভাবে বিশ্বাসীরা যিশুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, সেইভাবেই **পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ স্ত্রী** প্রভুতে তার স্বামীর (তার "মস্তক") কাছে সমর্পিত হবে (ইফিষীয় ৫:২৪, ৩২; এছাড়াও ১ পিতর ৩:১ দেখুন)। এইভাবে সে যিশু এবং তার স্বামীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

প্রত্যেক স্ত্রী'র তার সমর্পণের সময়ে প্রভুকে স্মরণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। সে প্রভুর কাছে সমর্পিত হয় এবং প্রভুর জন্যই সমর্পিত হয়, এবং এটি কেবল তার স্বামীর জন্য তা নয়। তার দৃষ্টি যিশুর প্রতি থাকে, যিনি একমাত্র কোনো ত্রুটিহীন। একজন স্ত্রী'র তার স্বামীর প্রতি স্বেচ্ছাকৃত সমর্পণ হল যিশুকে আরাধনা করার একটি প্রদর্শন।

প্রেমের মত বাইবেলভিত্তিক সমর্পণও জোর করে হয় না। বাইবেলভিত্তিক সমর্পণ হল এমন একটি উপহার যা স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের খ্রীষ্টের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার জন্য প্রদান করে (ইফিষীয় ৫:৩৩)। সবকিছুতেই আনুগত্য হল যিশুর প্রতি উপাসনার একটি কাজ।[11]

একজন স্ত্রী'র স্বামীর প্রতি সমর্পণ তার জন্য সম্মানের একটি কাজ (৩৩ পদ), যা আত্মায় পরিপূর্ণ জীবনের অংশ (ইফিষীয় ৫:১৮-২১)। এই সম্মান ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান যা এক নম্র ও শান্ত আত্মা থেকে আসে (১ পিতর ৩:৪-৫)।

---

[11] বাইবেলভিত্তিক সমর্পনের বিষয়ে আরও জানার জন্য, *আত্মিক গঠন* কোর্সের ১০ নং পাঠটি দেখুন, যা Shepherds Global Classroom থেকে উপলব্ধ।

ঠিক যেমন যিশু তাঁর মন্ডলীকে প্রেম করেন, **পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ স্বামী** তার স্ত্রীকে সেইভাবেই *প্রেম* করবে (ইফিষীয় ৫:২৫)। স্বামী অবশ্যই স্ত্রীকে তার নিজের দেহের মতো ভালোবাসবে (ইফিষীয় ৫:২৮-২৯)। যিশু যেমন তাঁর মন্ডলীর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, তেমন স্বামীকেও একইভাবে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ আত্মত্যাগ প্রকাশ করতে হবে। এটি তার সমর্পণের কাজ (ইফিষীয় ৫:২১)। একজন ভাষ্যকার এটিকে এইভাবে উল্লেখ করেছেন:

> যেমন তিনি (যিশু) মন্ডলীকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ক্রুশে কষ্টভোগের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, তেমনই আমাদেরও নিজেদেরকে অস্বীকার করতে এবং পরিশ্রম ও পরীক্ষা সহ্য করতে ইচ্ছুক থাকতে হবে, যাতে আমরা আমাদের স্ত্রী'দের সুখ বৃদ্ধি করতে পারি। স্বামীর কর্তব্য হল স্ত্রী'র সহায়তার জন্য পরিশ্রম করা; তার চাহিদা পূরণ করা; প্রয়োজনে বিশ্রাম ও স্বাচ্ছন্দ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা, অসুস্থতার সময় তার সেবা করার জন্য; বিপদে তার আগে এগিয়ে যাওয়া; বিপদে পড়লে তাকে রক্ষা করা; যখন সে বিরক্ত হয় তখন তাকে মানিয়ে চলা; যখন সে তাকে দূরে ঠেলে দেয় তখন তাকে আঁকড়ে ধরা; যখন সে আত্মিক সমস্যায় পড়ে তখন তার সাথে প্রার্থনা করা; এবং তাকে বাঁচানোর জন্য মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা। আর এমনটি তো হওয়া উচিত, তাই না? যদি তারা জাহাজডুবিতে পড়ে, এবং একটিমাত্র তক্তা থাকে যার উপর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেতে পারে, তাহলে কি তার স্ত্রীকে তার উপর রাখতে এবং নিজের জন্য সমস্ত বিপদে তাকে নিরাপদ দেখতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত নয়? কিন্তু আরো কিছু আছে... একজন স্বামীর মনে রাখা উচিত যে তার জীবনের একটি মহান লক্ষ্য হওয়া উচিত তার স্ত্রীর পরিত্রাণের চেষ্টা করা। তাকে তার আত্মার জন্য যা যা প্রয়োজন তা সবই দিতে হবে... এবং তাকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে; যদি তার পরামর্শের প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে পরামর্শ দিতে হবে; এবং তার জন্য পরিত্রাণের পথ যতটা সম্ভব সহজ করে তুলতে হবে। যদি একজন স্বামী পবিত্র আত্মার অধিকারী হয় এবং তার মধ্যে ত্রাণকর্তার আত্মত্যাগমূলক মানসিকতা থাকে, তাহলে সে যদি তার পরিবারের পরিত্রাণকে উন্নীত করতে পারে, তবে সে কোনো ত্যাগকেই খুব বড়ো বলে মনে করবে না।[12]

বরকে তার বধূর পবিত্রতা অন্বেষণ করতে হবে ঠিক যেমন খ্রিষ্ট তাঁর বধূ, অর্থাৎ মন্ডলীকে, "...পবিত্র করেন, বাক্যের মাধ্যমে জলে স্নান করিয়ে তাকে শুচি করেন, এবং তাকে সব রকম কলঙ্ক, বিকৃতি এবং কলুষতা থেকে মুক্ত করে পবিত্র ও অনিন্দনীয়ভাবে এক প্রদীপ্ত মণ্ডলী করে নিজের কাছে উপস্থিত করেন" (ইফিষীয় ৫:২৬-২৭)।

প্রাচীনকালে রাজাদের বধূদের ব্যয়বহুল সৌন্দর্য চিকিৎসার মাধ্যমে শারীরিকভাবে শুদ্ধ করা হত——"ছয় মাস গন্ধরসের তেল ও ছয় মাস সুগন্ধি ও মহিলাদের জন্য নির্ধারিত প্রসাধনের জিনিসপত্র ব্যবহার করতে হত" (ইষ্টের ২:১২ দেখুন)। এইভাবে একজন কুমারীকে তার স্বামীর জন্য প্রস্তুত করা হত।

আত্মিক অর্থে, স্বামীর তার স্ত্রীর উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপায় সরবরাহ করতে হবে—বিশ্বস্ততা, নিঃশর্ত ভালোবাসা, বোধগম্যতা, প্রার্থনা, পরামর্শ, শিক্ষা এবং সহানুভূতি।

যখন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে এমন প্রেমময় আচরণ করে, তখন সে আনন্দের সাথে তার প্রতিদান পাবে। পৌল বলেছেন, "যে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে, সে নিজেকেই ভালোবাসে" (ইফিষীয় ৫:২৮)। যে স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের এই আত্মত্যাগমূলক ভাবে

---

[12] Albert Barnes, *Commentary on Ephesians*, (পঞ্চম অধ্যায়)

ভালোবাসে, তারা প্রভুর কাছ থেকে অনেক বেশি প্রতিদান পাবে, এবং সম্ভবত তারা তাদের স্ত্রী'র শ্রদ্ধা, স্নেহ এবং বিশ্বস্ততার মাধ্যমেও প্রতিদান পাবে।

► স্ত্রীকে আত্মিকভাবে সহায়তা করার জন্য একজন স্বামীর কোন নির্দিষ্ট কাজগুলি করা উচিত?

দম্পতিদের তাদের বিবাহকে শক্তিশালী করার উপায়সমূহ

(১) তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের মূল বিন্যাসটি সম্মানিত করতে হবে এবং বিবাহের মধ্যে তাদের অনন্য ভূমিকার মর্ম উপলব্ধি করতে হবে।

একজন স্বামীর মনে রাখা উচিত যে তার স্ত্রী হল ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া এক উপহার, একজন সহায়িকা যে তাকে পূর্ণতা প্রদান করে। স্ত্রীর নিরাপত্তা এবং আত্মিক, মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতার জন্য তাকে অবশ্যই তার জীবন উৎসর্গ করতে হবে। তাকে অবশ্যই স্ত্রী'র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে এবং তাকে ভালোবাসতে হবে, এমনকি যখন তার স্ত্রী সেই ভালোবাসার যোগ্য নয়–তখনও, এই উপলব্ধি করে যে কেবলমাত্র ঈশ্বরই তার স্ত্রীর মধ্যে যা পরিবর্তন করা দরকার তা পরিবর্তন করতে পারেন। ঈশ্বর সেই স্বামীর বাধ্যতা এবং বিশ্বাসকে সম্মান করবেন।

ঈশ্বর যেমন স্বামীকে মস্তক হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, সেইভাবেই একজন স্ত্রীর উচিত স্বামীকে মস্তকে হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করা, তাকে যথাসাধ্য সমীহ করা এবং তার নেতৃত্বকে সম্মান করা। স্বামী যখন ভুল করে এবং অযোগ্য হয়, তখনও স্ত্রীকে তার প্রতি সমর্পন করা ও শ্রদ্ধা করা বেছে নিতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে যেন ঈশ্বর তার মধ্যে যা পরিবর্তন করা প্রয়োজন তা পরিবর্তন করেন। ঈশ্বর স্ত্রীর বাধ্যতা এবং বিশ্বাসকে সম্মান করবেন।

(২) বিবাহিত দম্পতিদের অবশ্যই প্রকৃত আত্মিক এবং শারীরিক ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলতে হবে।

তাদের অবশ্যই ভয়, সমালোচনা, অন্যের সাথে তুলনা, অপব্যবহার, লালসা, আত্মতৃপ্তি বা অবমাননা ছাড়াই একে অপরকে *জানার* চেষ্টা করতে হবে। তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের সামনে এবং একে অপরের সামনে স্বচ্ছতা এবং সততার সাথে জীবনযাপন করতে হবে।

(৩) বিবাহিত দম্পতিরা যখন তাদের যোগ্যতা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তখন তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের অনুগ্রহের উদাহরণ অনুসরণ করতে হবে।

যখন আদম ও হবা পাপে লিপ্ত হয়ে লজ্জা ও অনুশোচনা অনুভব করেছিল, তখন ঈশ্বর তাদের ব্যর্থতা থেকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর শক্তি প্রকাশ করেছিলেন। আদম ও হবার নগ্নতা ঢাকতে ঈশ্বর তাদের জন্য পোশাক তৈরি করার জন্য একটি পশু বলিদান করেছিলেন (আদি পুস্তক ৩:২১)। ঈশ্বরের এই প্রেমময় কাজটি ছিল অনুগ্রহের এবং খ্রিষ্টের মাধ্যমে মুক্তি প্রদানের জন্য ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির একটি চিত্র। খ্রিষ্ট আমাদের ক্ষমা এবং পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম করেন। খ্রিষ্টের মাধ্যমে, বিবাহিত দম্পতিরা ব্যর্থ হওয়ার পরেও কোনোরকম লজ্জা ছাড়াই ঘনিষ্ঠতায় ফিরে আসতে পারে।

নারীদের প্রতি সম্মান দেখানোর ক্ষেত্রে যিশুর উদাহরণ

প্রথম শতাব্দীর রোমান বিশ্ব এবং ইহুদি ধর্মে নারীদেরকে পুরুষদের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে মনে করা হত। বিশ্বের অনেক সংস্কৃতিতে এবং অনেক পরিবারেই এখনও নারীদের প্রতি একটি নিচু দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত। নারীদের অসম্মান করা হয়, যৌন

সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং নির্যাতন করা হয়। কিন্তু নারীদের প্রতি যিশুর উচ্চ সম্মান আমাদের উদাহরণ হওয়া উচিত।

খ্রিষ্টের **কাছে**, নারীদের পুরুষদের সমান সহজাত মর্যাদা এবং মূল্য রয়েছে। যিশু বলেছেন, "প্রথমে সৃষ্টিকর্তা 'তাদের পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে সৃষ্টি করেছিলেন" (মথি ১৯:৪, আদি পুস্তক ১:২৭)। পুরুষের মতোই নারীকেও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষদের মতো, তাদের আত্ম-সচেতনতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, আত্ম-সংকল্পের একটি পরিমাপ এবং তাদের কাজের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব রয়েছে। নারীদেরকে যিশু প্রকৃত মানুষ হিসেবে দেখেছেন, কেবল পুরুষের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হিসেবে দেখেননি। তিনি তাদের সেই মানুষ হিসেবে দেখেছিলেন যাদের জন্য তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন (লূক ৮:১-৩)।

জন পাইপার (John Piper) এবং ওয়েন গ্রুডেম (Wayne Grudem)'র সাথে জেমস বোরল্যান্ড (James Borland), চারটি সুসমাচারে পাওয়া নারীদের প্রতি যিশুর উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি এবং নারীদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার এই স্পষ্ট উদাহরণগুলি উপস্থাপন করেছেন:

(১) যিশু নিয়মিতভাবে জনসমক্ষে মহিলাদের সাথে সরাসরি কথা বলতেন।

যিশুর সময়কালে একজন পুরুষের পক্ষে এটা করা স্বাভাবিক ছিল না (যোহন ৪:২৭)। শিষ্যরা শুখর গ্রামের কূপের ধারে যিশুকে শমরীয় মহিলার সাথে কথা বলতে দেখে অবাক হয়েছিলেন (যোহন ৪:৭-২৬)। তিনি ব্যভিচারে ধরা পড়া মহিলার সাথেও স্বচ্ছন্দে কথা বলেছিলেন (যোহন ৮:১০-১১)। লূক উল্লেখ করেছেন যে যিশু নায়িনের বিধবা স্ত্রী'র সাথে (লূক ৭:১২-১৩), রক্তপাতজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত মহিলার সাথে (লূক ৮:৪৮, মথি ৯:২২, মার্ক ৫:৩৪), এবং জনতার মধ্য থেকে তাঁকে ডাকা একজন মহিলার সাথে (লূক ১১:২৭-২৮) প্রকাশ্যে কথা বলেছিলেন। যিশু ১৮ বছর ধরে কুঁজো হয়ে থাকা একজন মহিলাকে (লূক ১৩:১২) এবং ক্রুশের পথে একদল মহিলাকে (লূক ২৩:২৭-৩১) সম্বোধন করে কথা বলেছিলেন।

(২) যিশু যেভাবে নারীদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তাতে তাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও উচ্চ সম্মান প্রকাশ পেয়েছে।

তিনি চিন্তাশীল, যত্নশীল ভঙ্গিতে কথা বলেছেন। মথি, মার্ক এবং লূক নথিভুক্ত করেছেন যে রক্তপাতজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত মহিলাটিকে যিশু "কন্যা" বলে সম্বোধন করেছিলেন এবং প্রতিবন্ধী মহিলাকে "অব্রাহামের কন্যা" (লূক ১৩:১৬) বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাদেরকে "অব্রাহামের কন্যা" বলে অভিহিত করে যিশু তাদেরকে "অব্রাহামের সন্তান" সম্বোধনটির সমান আত্মিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

(৩) যিশু তাদের পাপের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করে নারীদের সহজাত মূল্য দেখিয়েছিলেন।

কূপের ধারের সেই মহিলার সাথে (যোহন ৪:১৬-১৮), ব্যভিচারী মহিলার সাথে (যোহন ৮:১০-১১), এবং তাঁর পায়ে অভিষেককারী পাপী মহিলার সাথে তাঁর আচরণে (লূক ৭:৪৪-৫০) এটি দেখা যায়। তাদের পাপ উপেক্ষা করা হয়নি, বরং তাদেরকে তাদের পাপের সম্মুখীন করা হয়েছিল। তাঁর কাজ দেখিয়েছিল যে প্রতিটি নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল, তারা তাদের পছন্দের জন্য দায়ী ছিলেন, এবং তাদেরকে তাদের পাপ, অনুতাপ এবং ক্ষমার বিষয়গুলি ব্যক্তিগতভাবে মোকাবেলা করা আবশ্যিক ছিল।

নারীদের প্রতি যিশুর মূল্যবোধ আজ মন্ডলীকে কীভাবে পরিচালিত করবে

পরিচর্যা কাজে এবং পরিবারে নারীর আদর্শ বাইবেলভিত্তিক ভূমিকা আজ বহু মন্ডলী এবং সম্প্রদায়ে আলোচিত হচ্ছে, যেমনটি হওয়া উচিত, তবুও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট ব্যক্তি হিসেবে নারীর মূল্য এবং সমতা নিয়ে **কখনও** প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। ব্যক্তি হিসেবে যিশু ক্রমাগতভাবে নারীদের মূল্য এবং মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন। যিশু নারীদেরকে তাঁর পুনরুত্থানের প্রথম দূত হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন (যোহন ২০:১৭)। তিনি তাদের সহভাগিতা, প্রার্থনা, খ্রিষ্টীয় সেবা, আর্থিক সহায়তা, এবং প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যকে মূল্য দিয়েছিলেন। যিশু নারীদের সম্মান করেছিলেন, নারীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং চিন্তাশীল উপায়ে নারীদের মধ্যে পরিচর্যা কাজ করেছিলেন।

নতুন নিয়মে নারীদের প্রতি প্রদর্শিত সম্মান

পবিত্র আত্মার জীবনে নারীদের প্রতি যিশুর শ্রদ্ধার উদাহরণ দেখা যায়। পঞ্চাশত্তমীর দিনে, পুত্র ও কন্যা, এবং দাস ও দাসী উভয়ের উপর পবিত্র আত্মা বর্ষিত হয়েছিল (প্রেরিত ২:১৭-১৮)। পবিত্র আত্মা কোনো পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেননি।

রোমীয় ১৬ অধ্যায়ে, পৌল ফৈবী নামে একজন মহিলাকে মন্ডলীর একজন সেবক হিসেবে প্রশংসিত করেছেন (১ পদ), প্রিষ্কিল্লা এবং আকিলা উভয়কেই খ্রিষ্ট যিশুতে তাঁর সহকর্মী হিসেবে প্রশংসিত করেছেন যারা তাঁর জীবনের জন্য তাঁদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল (৩-৪ পদ), মরিয়মকে কঠোর পরিশ্রমী হিসেবে (৬ পদ), জুনিয়াকে প্রেরিতদের কাছে সুপরিচিত হিসেবে (৭ পদ) এবং অন্যান্য মহিলাদেরও প্রশংসা করেছেন।

১ থিষলনীকীয়তে পৌল নারীদের ঈশ্বর-পরিকল্পিত কোমলতা এবং মাতৃপ্রেমের প্রশংসা করেছেন, যেখানে তিনি লিখেছেন, "আমরা শিশুদের মতো তোমাদের কাছে নতনম্র হয়েছিলাম। যেমন মা তাঁর শিশু সন্তানদের লালনপালন করেন" (১ থিষলনীকীয় ২:৭)। ইফিষীয়তে তিনি স্বামীদেরকে ঠিক সেইভাবে তাদের স্ত্রীদের ভালোবাসার আদেশ দিয়েছেন, "যেমন খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে ভালোবেসেছেন এবং তার জন্য আত্মত্যাগ করেছেন," এবং তাদের নিজেদের দেহ হিসেবেও ভালোবাসতে বলেছেন (ইফিষীয় ৫:২৫, ২৮)। পিতর স্বামীদেরকে আদেশ দিয়েছেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীর সঙ্গে বাস করার সময় সুবিবেচক হও। ... তোমরা তাদের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্বক আচরণ কোরো" (১ পিতর ৩:৭)।

স্পষ্টতই, প্রারম্ভিক মন্ডলীতে নারীরা মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হত, এবং পুরুষদেরকে নারীদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করতে শেখানো হত। আজকে, এই সময়ে সমস্ত আত্মিক লিডারদেরকে সমস্ত জায়গায় নারীদের পক্ষে দাঁড়াতে হবে এবং প্রতিটি সমাজ-সংস্কৃতিতে তাদের প্রতি অবহেলার বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে হবে। আজকে আমাদেরকেও নারীদের গুরুত্ব দিতে হবে কারণ তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার নিজের প্রতিমূর্তিতে অনন্যভাবে সৃষ্ট। মন্ডলীতে বা বাড়িতে পুরুষ ও নারীর ভূমিকার পার্থক্যের যেকোনো শিক্ষা এই ভিত্তিটি দিয়েই শুরু করতে হবে, নয়তো আমাদের শিক্ষা অপব্যবহারের পথ হয়ে উঠবে।

উপসংহার

বিবাহ হল ঈশ্বরের সৃষ্টি; মানুষের নয়। তাই, আমাদেরকে নির্দেশের জন্য ঈশ্বরের কাছে যেতে হবে; জগৎ বা সমাজ-সংস্কৃতির কাছে নয়। একমাত্র তিনিই জানেন যে কীভাবে আমাদের বিয়েকে দৃঢ়, স্থায়ী এবং ফলপ্রসূ রাখতে হয়। কিন্তু পবিত্র আত্মা আমরা ছাড়া কখনোই আমাদের যেমন স্বামী-স্ত্রী হওয়া উচিত ছিল তেমন হতে পারব না!

গ্রুপে আলোচনার জন্য

► বিবাহ বন্ধনকে শক্তিশালী করার জন্য মন্ডলীর যে নীতিগুলি শেখানো উচিত তা ব্যাখ্যা করুন। আপনার পরিবেশে কোন বোধগম্যতাটির বিশেষ অভাব রয়েছে?

► আপনার সংস্কৃতিতে কীভাবে নারীদের সাথে পুরুষদের থেকে আলাদা আচরণ করে?

► আপনার দেশের মন্ডলীগুলিতে নারীদের সাথে পুরুষদের থেকে কীভাবে আলাদা আচরণ করা হয়? মন্ডলী এবং সামাজিক সংস্কৃতির মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে?

► যিশুর উদাহরণের ভিত্তিতে, কোন রীতিনীতিগুলি পরিবর্তন করা উচিত?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

আমাদেরকে বিবাহের মতো চমৎকার উপহার দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তোমার পরিকল্পনা অনুযায়ী বিবাহ উপভোগ করার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতি পূরণে সাহায্য করো।

আমাদেরকে সাহায্য করো যেন আমরা খ্রিষ্ট এবং মন্ডলীর মধ্যবর্তী প্রেমের মতো ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারি।

একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সংস্কৃতিগত সীমাবদ্ধতার বাইরে যেতে সাহায্য করো।

পবিত্র আত্মার কাজের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যা আনন্দময়, শক্তিশালী সম্পর্ককে সম্ভব করে তোলে।

আমেন।

৬ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) আপনার সংস্কৃতিতে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে পার্থক্যগুলি প্রচলিত আছে সেগুলি লিখে বর্ণনা করুন। বাইবেলভিত্তিক সত্যের সচেতন প্রয়োগের মাধ্যমে কীভাবে এই পার্থক্যগুলি সংশোধন করা যেতে পারে?

(২) আপনার কাছে নতুন এমন দু'টি নীতি এই পাঠ থেকে বেছে নিন। আপনার নিজের ভাষায় প্রতিটি নীতি ব্যাখ্যা করে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।

(৩) নীচে তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির একটির উপর একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা প্রস্তুত করুন। (ক্লাস লিডার প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য একটি বিষয় নির্ধারণ করবেন।) পরবর্তী ক্লাসের শুরুতে উপস্থাপনাটি শেয়ার করুন।

- বিবাহে ঈশ্বরের একতার ডিজাইন
- বিবাহের বাইবেলভিত্তিক উদ্দেশ্যসমূহ
- কারো বিবাহকে দৃঢ় করার উপায়সমূহ
- নারীদের ব্যাপারে একটি বাইবেলভিত্তিক দৃষ্টিকোণ
- বিবাহে ঈশ্বরপ্রদত্ত ভূমিকাসমূহ, এবং সেই ভূমিকাগুলি পালন করার জন্য পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ার গুরুত্ব

পাঠ ৭

বিবাহের পবিত্রতা

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) ঈশ্বরের বিবাহ পরিকল্পনা এবং বিবাহের নিয়মগুলি বুঝতে পারবে যা সমস্যা থেকে রক্ষা করে এবং আশীর্বাদ প্রদান করে।

(২) পরিবারের জন্য শাস্ত্রীয় নির্দেশনা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

রবার্টসন ম্যাককুইলকিন, একজন প্রতিজ্ঞা-রক্ষক

ড. রবার্টসন ম্যাককুইলকিন দীর্ঘ ১২ বছর জাপানে একজন মিশনারি হিসেবে কাজ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কলম্বিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-র প্রেসিডেন্ট হন। তিনি লেখন, বক্তা, এবং শিক্ষাবিদ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তার স্ত্রী মিউরিয়েল আলজাইমার বা স্মৃতিভ্রংশ রোগে ভুগছিলেন। যখন মিউরিয়েলের অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছায় যেখানে তার ক্রমাগত সেবা-শুশ্রষা প্রয়োজন ছিল, ড. ম্যাককুইলকিন সেই সময়ে তার স্ত্রী'র দেখাশোনা করার জন্য ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্টের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি বলেছিলেন যে তাদের বিয়ের সময়ে যে প্রতিজ্ঞাটি করেছিলেন তা তিনি পালন করছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্টের পদ ধরে রাখার চেয়ে তার স্ত্রী'র সেবা-যত্ন করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ঈশ্বরের বিবাহের প্রতিষ্ঠান

ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রথম পুরুষ এবং নারীর জন্য তিনি বিবাহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য আদি পুস্তক ২:২১-২৪ পদ পড়বে। এই পদগুলি আমাদেরকে বিবাহ সম্পর্কে কী জানায়?

ঈশ্বর বিবাহকে ঠিক সেইভাবে তৈরি করেছিলেন যেমনটা মানুষের প্রয়োজন ছিল। এটি মানব প্রকৃতির জন্যই তৈরি করা হয়েছিল। ঈশ্বর যা কিছু ডিজাইন করেন এবং যা কিছু তিনি চান, তিনি সর্বদা আমাদের জন্য সর্বোত্তম চান (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:২৪)। ঈশ্বর জানেন যে বিবাহের জন্য তাঁর পরিকল্পনা প্রতিটি স্বামী বা স্ত্রীকে সর্বোত্তম মানসিক, সম্পর্কগত এবং আত্মিক মঙ্গল প্রদান করবে।

বিবাহকে ঈশ্বরের চরিত্র এবং তাঁর সম্পর্কের প্রতিফলন হিসেবেও ডিজাইন করা হয়েছে। পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর সর্বদা একে অপরের সাথে সম্পর্কে ছিলেন এবং সর্বদা থাকবেন। প্রত্যেকেই নিজ ভূমিকায় অনন্য, কিন্তু ত্রিত্বের সকল ব্যক্তি স্থায়ীভাবে এক, এবং এক সারংশের অধিকারী।। ত্রিত্বের ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আমরা ঐক্য, ঘনিষ্ঠতা, বিশ্বস্ততা এবং অবিচল প্রেম দেখতে পাই। বাইবেলের বিবাহ এই অপূর্ব সম্পর্কের অনুকরণে গড়ে উঠেছে। ঈশ্বরের পরিকল্পনা হল প্রতিটি স্বামী এবং স্ত্রী তাদের প্রেমে বিশুদ্ধ এবং জীবনের জন্য একে অপরের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে।

ঈশ্বর বলেছেন যে বিবাহে একজন পুরুষ এবং একজন নারী তাদের বাবা-মা'কে ছেড়ে একসাথে মিলিত হয়। বিবাহ দু'জন মানুষকে এমন একটি বন্ধুত্ব এবং অংশীদারিত্বের মধ্যে স্থাপিত করে যা অন্য যেকোনো মানব সম্পর্কের চেয়ে শক্তিশালী এবং ঘনিষ্ঠ।

বিবাহ কেবল দু'জন মানুষের সীমিত অংশীদারিত্বে একসাথে থাকা নয়। তাদের জীবন এমনভাবে যুক্ত করা হয়েছে যে এক অর্থে তারা একই ব্যক্তির মতো। এটি তাদের ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বের বিলুপ্তি নয়, বরং একটি বিশেষ ঐক্য।

বিবাহের স্থায়িত্ব

ঈশ্বর বিবাহকে স্থায়ী করার জন্য ডিজাইন করেছেন। বিবাহের মাধ্যমে, একজন পুরুষ এবং একজন নারী যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়।

বাইবেলে ফরিশীদের সাথে কথোপকথনে বিবাহ সম্পর্কে যিশুর বলা কথাগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য মথি ১৯:৩-৮ পদ পড়বে।

যিশু বলেছেন যে ঈশ্বর বিবাহকে স্থায়ী করতে চেয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন বিবাহবিচ্ছেদ এমন ব্যক্তিদের জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল যারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করে না।

অনেক কারণে ঈশ্বর বিবাহকে স্থায়ী করার জন্য ডিজাইন করেছিলেন, যার মধ্যে কয়েকটি আমরা আগের বিভাগে আলোচনা করেছি। বিবাহ স্থায়ী হওয়ার আরেকটি কারণ হল সন্তানদের জন্য। ঈশ্বরের বিবাহ পরিকল্পনার প্রতি আনুগত্য সন্তানদের লালন-পালনের জন্য সর্বোত্তম পরিবেশ তৈরি করে। বাবা-মায়েরা যখন তাদের বিবাহ এবং পরিবারে ঈশ্বরের নীতিগুলি মেনে চলার মাধ্যমে ঈশ্বরকে সম্মানিত করে, তখন তারা ঈশ্বরীয় সন্তানদের লালন-পালন করতে সক্ষম হবে (মালাখি ২:১৫)।

ঈশ্বর মানুষের জীবনকে এমনভাবে ডিজাইন করেছেন যে শিশুদের প্রাপ্তবয়স্ক হতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগে। এই সময়ে, শিশুরা সুরক্ষা, ভরণপোষণ এবং প্রশিক্ষণের জন্য বাবা-মায়ের উপর নির্ভরশীল থাকে। এটি এক বা দুই বছরের মধ্যে পরিণত হয়ে যাওয়া প্রাণীদের থেকে আলাদা। মানুষের পরিপক্ক চরিত্র বিকাশের জন্য আরো সময় প্রয়োজন। ঈশ্বর পরিবারকে সন্তান লালন-পালনের মাধ্যম হিসেবে তৈরি করেছেন। সমাজের অনেক সমস্যা বিশ্বস্ত বাবা-মায়ের অভাব থেকে আসে।

বিবাহের জন্য মানুষকে একে অপরের কাছে তাদের পুরো জীবন উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। প্রতিটি সংস্কৃতিরই নিজস্ব রূপ এবং অনুষ্ঠান রয়েছে যা দেখায় যে বিবাহ একটি গুরুতর অঙ্গীকার। এই আচার-অনুষ্ঠানটি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া পুরুষ এবং নারীর জনসমক্ষে ঘোষণা করার একটি উপায় যে তারা সারাজীবনের জন্য এই অঙ্গীকার করছে।

বেশিরভাগ সরকারই বিবাহের নথি সংরক্ষণ করে রাখে। বিবাহ সম্পর্কিত আইন মূলত সম্পত্তির মালিকানা, সন্তানদের হেফাজত, এবং উত্তরাধিকারকে প্রভাবিত করে।

এখানে বিবাহের শপথের একটি উদাহরণ দেওয়া হল যা অধিকাংশ বিবাহে ব্যবহৃত হয়ে থাকে:

> এই উপাসনায় উপস্থিত ব্যক্তিগণকে সাক্ষী মানিয়ে বলিতেছি যে, ঈশ্বরের সাক্ষাতে ও প্রভু যীশুর খ্রীষ্টের নামে, আমি তোমাকে আমার বিবাহিত স্বামী/ভার্যা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। অদ্য হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে স্বাস্থ্য ও পীড়ায়, তোমাকেই ভালোবাসিব ও তোমার ভরণপোষণ সেবা করিব।[13]

রোমান্টিক অনুভূতি সবসময় স্থির থাকবে না। বিবাহ কখনোই এমন কোনো ব্যক্তিগত অনুভূতির উপর ভিত্তি করে হতে পারে না যা পরিবর্তনশীল। বিবাহের শপথের অর্থ হল একজন পুরুষ এবং নারী যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ থাকবে, এবং সেই প্রতিশ্রুতি কোনো শর্তের উপর নির্ভর করে না।

খ্রিষ্টীয় অংশিদারিত্ব হিসেবে বিবাহ

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ২ করিন্থীয় ৬:১৪-১৮ পদ পড়বে।

এই পদগুলি আমাদের জানায় যে, একজন বিশ্বাসী যদি একজন অবিশ্বাসীদের সাথে খুব বেশি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে তাহলে তার অঙ্গীকার বাধাগ্রস্ত হয়। ঠিক যেমন একজন বিশ্বাসী শয়তানের উপাসনাকারী ব্যক্তির সাথে উপাসনা করতে পারে না, তেমনি সে অবিশ্বাসীদের জীবনধারা এবং অগ্রাধিকার অনুসরণ করতে পারে না। এই সতর্কবাণী ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব সহ বিভিন্ন ধরণের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

বিবাহ হল সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মানবিক সম্পর্ক। একজন বিশ্বাসীর এমন কাউকে বিয়ে করার কথা ভাবাও উচিত নয় যে একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশ্বাসী নয় (১ করিন্থীয় ৭:৩৯, ২ করিন্থীয় ৬:১৪-১৮)। একজন অবিশ্বাসীর সাথে বিবাহিত একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি সন্তান লালন-পালন এবং জীবনযাত্রার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক দুঃখ এবং অনেক বাধার সম্মুখীন হবে।

যদি স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই বিশ্বাসী হয়, কিন্তু ভিন্ন মন্ডলী থেকে এসে থাকে, তাহলে তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা গুরুত্বপূর্ণ আত্মিক বিষয়গুলিতে একমত। বিয়ের পর তাদের একই স্থানীয় মন্ডলীর অংশ হওয়ার পরিকল্পনা করা উচিত।

► কেন একটি বিবাহ কেবল ভালোবাসার বিবৃতি দিয়ে নয়, বরং শপথ বা প্রতিজ্ঞা দিয়ে শুরু হয়?

ঈশ্বরের নৈতিক মাপকাঠি

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ইব্রীয় ১৩:৪ পদ পড়বে।

এই পদটি আমাদের জানায় যে বিবাহকে অত্যন্ত সম্মান করা উচিত। যৌনতাজনিত পাপ হল বিবাহের প্রতি অসম্মান। ঈশ্বর যৌন অনৈতিকতার বিচার করবেন।

যৌনতাজনিত পাপের মধ্যে রয়েছে কামপূর্ণ কল্পনা, অবৈধ যৌনতা, ব্যভিচার, সমকামী কার্যকলাপ এবং পর্নোগ্রাফির ব্যবহার। কামপূর্ণ কল্পনা হল স্বেচ্ছায় এমন কারো সাথে যৌন কার্যকলাপ কল্পনা করা যিনি আপনার স্বামী/স্ত্রী নন। অবৈধ যৌনতা হল বিবাহিত নয় এমন ব্যক্তিদের মধ্যে যৌন কার্যকলাপ। ব্যভিচার হল এমন যৌন কার্যকলাপ যার মধ্যে এমন একজন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত যিনি অন্য কারো সাথে বিবাহিত। সমকামী কার্যকলাপ হল একই লিঙ্গের মানুষের মধ্যে যৌন

[13] অজয় সাহা, সম্পাদক, *পালক সহচর*, বঙ্গীয় (কলিকাতা: ব্যাপটিস্ট সঙ্ঘ, ১৯৭২), ৯৯-১০০

কার্যকলাপ। পর্নোগ্রাফির মধ্যে রয়েছে এমন সমস্ত লেখা, ছবি এবং ভিডিও যা নগ্নতা বা যৌন কার্যকলাপ দেখিয়ে যৌন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য পরিকল্পিত হয়েছে। এই সমস্তই বৈবাহিক সম্পর্কের লঙ্ঘন।

> মনে রাখবেন—প্রতিটি মাংসিক ক্ষুধা যা আমাদের প্রলুব্ধ করে তা হল এমন একটি চাহিদার শোষণ যা ঈশ্বর আরো ভালোভাবে পূরণ করতে পারেন। ঈশ্বরীয় যৌনতার একমাত্র প্রেক্ষাপট হল বৈবাহিক যৌনতা। অবৈধ যৌনতা... তাৎক্ষণিকভাবে মিষ্টি, কিন্তু এটি এমনকিছু যা আমাদের আত্মিক ক্ষুধাকে বিষাক্ত করে তুলবে যতক্ষণ না আমরা এমনকিছু কামনা করছি যা শেষ পর্যন্ত আমাদের ধ্বংস করবে। অবৈধ যৌনতা আমাদের জীবনে পবিত্রতা, ধার্মিকতা এবং ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতি আমাদের সংবেদনশীলতা হ্রাস করা ছাড়া আর কিছুই করবে না।[14]

বহু অনুচ্ছেদেই, হিতোপদেশ সতর্ক করেছে যে যৌন অনৈতিকতা একজন ব্যক্তির জীবনকে ধ্বংস করে এবং মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় (উদাহরণস্বরূপ, হিতোপদেশ ২:১৬-১৯ এবং হিতোপদেশ ৬:২৪-২৯, ৩২-৩৩)।

রবার্টসন ম্যাককুইলকিন (Robertson McQuilkin) লিখেছেন যে মানব যৌনতার জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলি

> ...মানসিকভাবে প্রায় ততটাই লজ্ঞিত হয় যতটা তারা এই কাজের মাধ্যমে হবে। তিনি কেবল পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করেননি; তিনি তাদের একে অপরের জন্য বিবাহের এক ঘনিষ্ঠ, স্থায়ী বন্ধনে সৃষ্টি করেছিলেন, এমন এক একত্ব যা তাঁর নিজস্ব প্রকৃতির অনুকরণে তৈরি হয়েছিল। এই উচ্চ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য, ঘনিষ্ঠতা অবশ্যই স্বতন্ত্র এবং প্রতিশ্রুতি-স্থায়ী হতে হবে, নয়তো এটি একত্ব নয়। বিশ্বস্ততা হল মনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বতন্ত্র ঘনিষ্ঠতা, স্থায়ী প্রতিশ্রুতি এবং পারস্পরিক বিশ্বাস প্রথমে মনের মধ্যেই লজ্ঞিত হয়।[15]

► শিক্ষার্থীরা গ্রুপের জন্য ১ করিন্থীয় ৬:৯-১১, ১৫-২০ এবং মথি ৫:২৭-৩০ পদ পড়বে।

প্রতিটি সমাজেরই নারী-পুরুষের সম্পর্কের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এই সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির মান বাইবেলের নৈতিকতার মাপকাঠির চেয়ে নিম্নমানের। অনেক সংস্কৃতিতে কেবল একটি সুশৃঙ্খল সমাজ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম রয়েছে। খারাপ পরিণতি বা কেলেঙ্কারি এড়াতে যথেষ্ট সাবধানতার সাথে পরিচালিত হলে তারা যৌনতাজনিত পাপকেও সহ্য করে নেয়। বাইবেলের নীতিগত মান ভিন্ন।

দুঃখের বিষয় হল, কিছু মন্ডলী বাইবেলের নীতির পরিবর্তে তাদের সংস্কৃতির নীতি অনুসরণ করে। তারা এমন ব্যক্তিদের শাস্তি দেয় যাদের পাপ সুস্পষ্ট এবং অসতর্ক হয়ে উঠেছে, কিন্তু তারা একই পাপ সেই ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সহ্য করে নেয় যারা আরো সতর্ক।

এই পদগুলি আমাদের জানায় যে যারা এই পাপগুলি করছে তারা বিশ্বাসী নয় এবং তারা স্বর্গে যাবে না। করিন্থীয় মন্ডলীর বিশ্বাসীদের মধ্যে কেউ কেউ অতীতে এই পাপগুলি করেছিল কিন্তু সেগুলি থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

যেকোনো মতবাদ যা বিশ্বাসী বলে দাবি করা কোনো ব্যক্তিকে এই পাপগুলির যেকোনো একটি করার ক্ষেত্রেও ছাড় দেয় তা একটি মিথ্যা মতবাদ। যদি কোনো ব্যক্তি নিজেকে খ্রিষ্টের অনুসারী বলে দাবি করে এবং যৌনতাজনিত পাপ করে,

---

[14] Gary Thomas, *Sacred Marriage* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2000), 210

[15] Robertson McQuilkin, *An Introduction to Biblical Ethics (2nd edition)*, (Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, Inc., 1995), 216

তাহলে শাস্ত্র অনুযায়ী মন্ডলী তাকে মন্ডলী থেকে অপসারণ করতে এবং তাকে বিশ্বাসী হিসেবে বিবেচনা না করতে বাধ্য (১ করিন্থীয় ৫:১১-১৩)।

আচার-আচরণের ক্ষেত্রে মন্ডলীর লিডারদের একটি ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। যখন কোনো মন্ডলী উপাসনাকারীদের অশালীন পোশাক পরতে বা মন্ডলীতে কামুক নৃত্যের অনুমতি দেয়, তখন তারা বোঝায় যে ভুল যৌন আকাঙ্খা স্বাভাবিক। তারা বোঝায় যে যৌনতাজনিত পাপ গুরুতর ব্যাপার নয়।

সমাজের পোশাকের ধরণ থেকে বোঝা যায় যে, যদি কোনো ব্যক্তি যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য শরীর প্রদর্শন করা পোশাক না পরে, তাহলে সে 'সুসজ্জিত' নয়। মন্ডলীর সদস্যরা মাঝে মাঝে এই ভুলের মধ্যে পড়ে, বিশেষত বিশেষ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে। তারা মনে করে যে তারা তাদের সমাজের ফ্যাশন অনুসরণ করে পোশাক না পরলে তারা ভালো পোশাক পরেনি। মন্ডলীকে অবশ্যই শিক্ষা দিতে হবে যে এটি ভুল। একজন বিশ্বাসীর অন্যদের মধ্যে ভুল আকাঙ্খা জাগিয়ে তুলতে চাওয়া উচিত নয়। ১ তিমথি ২:৯-১০ পদ আমাদের জানায় যে বিশ্বাসীদের এমনভাবে পোশাক পরা এবং আচরণ করা উচিত যাতে অন্যেরা তাদের দেখে বুঝতে পারে যে তারা সতর্ক, বিশুদ্ধ জীবনযাপন করছে এবং পাপ করতে অনিচ্ছুক বা অন্যদের পাপ করাতে অনিচ্ছুক। খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের নিজেদেরকে সম্মানজনক পোশাকে, শালীনতা ও আত্মসংযমের সাথে সজ্জিত করা উচিত।

পাপীর জন্য সাহায্য

গালাতীয় ৬:১ পদ বলে যে পাপ করা সদস্যকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করার দায়িত্ব মন্ডলীর। এর অর্থ এই নয় যে পাপ করার পরে একজন ব্যক্তির পরিচর্যার পদে বহাল রাখা উচিত অথবা তাকে দ্রুত পরিচর্যার পদে ফিরিয়ে আনা উচিত। পুনরুদ্ধারের অর্থ হল মন্ডলীর সহভাগিতা এবং যত্নে পুনরায় গ্রহণ করা। যদি সদস্যটি সত্যিই অনুতপ্ত হয়, তাহলে ঈশ্বর এবং মন্ডলীর দ্বারা সে ক্ষমা পাবে। মন্ডলীর তাকে এই বিজয় বজায় রাখতে এবং আত্মিকভাবে শক্তিশালী হতে সাহায্য করার জন্য আত্মিক দায়বদ্ধতা প্রদান করা উচিত।

যদি কোনো অবিবাহিত মেয়ে গর্ভবতী হয়, তাহলে মন্ডলীর তাকে আত্মিক পুনরুদ্ধারের চেষ্টা না করে মন্ডলীর সহভাগিতা এবং যত্ন থেকে বিতাড়িত করা উচিত নয়। যদি সে অনুতপ্ত হয় এবং আত্মিক জবাবদিহিতার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাহলে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়। তার পাপ সেই কাজে জড়িত পুরুষটির পাপের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। কখনো কখনো মেয়েটির সাথে কেবল এই কারণে কঠোর আচরণ করা হয় কারণ তার পাপের ফলাফল এতটাই দৃশ্যমান।

কিছু সমাজে, অবিবাহিত মেয়ের গর্ভধারণের কারণে লজ্জিত বাবা-মায়েরা তাদের পরিবারের সম্মান রক্ষা করার জন্য গর্ভস্থ শিশুটিকে হত্যা করতে বাধ্য করে। কিন্তু হত্যা করা কখনো কোনো কারণই উপযুক্ত নয় (যাত্রা পুস্তক ২০:১৩)। প্রতিটি অজাত শিশুই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট (আদি পুস্তক ৯:৬, গীত ১৩৯:১৩-১৪)। মেয়েটির শিশুটিকে অবশ্যই সুরক্ষিত রাখতে হবে, ভালোবাসতে হবে এবং যত্ন সহকারে লালন-পালন করতে হবে।

মন্ডলী হল বিশ্বাসের একটি পরিবার। মন্ডলীর পক্ষে কেবল পাপের নিন্দা করাই যথেষ্ট নয়। মন্ডলীকে অবশ্যই তার সদস্যদের যত্ন নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, পাপপূর্ণ কার্যকলাপের দ্বারা আর্থিকভাবে উপার্জনকারী একজন ব্যক্তির বিকল্প আর্থিক সহায়তা বিকাশের জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।

একটি বাস্তব পরিস্থিতি...

বেশ কিছু মেয়ে একটি বড় মন্ডলীর সাথে যুক্ত ছিল এবং কয়্যারে গান গাইত। তাদের পরিবার দরিদ্র ছিল। মেয়েগুলি তাদের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য অর্থ উপার্জনের জন্য পুরুষদের সাথে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে মন্ডলীর কী করা উচিত?

► পাপপূর্ণ জীবনধারা ত্যাগ করতে লোকেদের সাহায্য করার জন্য আপনার মন্ডলীর কী করা উচিত?

পর্ণোগ্রাফি

পর্নোগ্রাফির হল এমন সমস্ত লেখা, ছবি এবং ভিডিও যা নগ্নতা বা যৌন কার্যকলাপ দেখিয়ে যৌন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

ইন্টারনেটের কারণে বিশ্বজুড়ে পর্নোগ্রাফি খুবই সহজলভ্য হয়ে উঠছে। প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার পর্নোগ্রাফিকে এমন লোকেদের জন্য একটি প্রলোভন হিসেবে তুলে ধরেছে যাদেরকে খ্রিষ্টীয় নীতিগুলি কীভাবে এই বিষয়ে প্রয়োগ করতে হয় তা শেখানো হয়নি। অনেক পরিণত পাস্টার এবং লিডাররা কখনো এই প্রলোভনের মুখোমুখি হননি কারণ তারা যখন ছোট ছিলেন তখন ইন্টারনেট সহজলভ্য ছিল না। তারা হয়তো বুঝতেই পারছেন না যে তরুণ প্রজন্ম কীসের মুখোমুখি হচ্ছে।

পর্নোগ্রাফি মন্দ কারণ এটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে একজন ব্যক্তি অবৈধ যৌনতা, ব্যভিচার এবং বিভিন্ন ধরণের যৌন বিকৃতির কল্পনা করে আনন্দ পায়। পাপপূর্ণ আকাঙ্খা থাকা একজন ব্যক্তির কাছে এটি আকর্ষণীয়। পর্নোগ্রাফি একজন ব্যক্তিকে এমন অনৈতিক কাজগুলিকে আমন্ত্রণ জানায় এবং আনন্দ পেতে সাহায্য করে যেগুলিকে ঈশ্বর দোষীসাব্যস্ত করেন।

পর্নোগ্রাফি আসক্তিকর। যে ব্যক্তি পর্নোগ্রাফি ব্যবহার করে সে এর তীব্র চাহিদা অনুভব করে। এটি ছাড়া বেঁচে থাকার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না। তার কাছে মনে হয় পর্নোগ্রাফি থেকে যে কল্পনা সে পায় তা ছাড়া জীবন শূন্য এবং নীরস হয়ে পড়বে। অন্যান্য যেকোনো আসক্তির মতো, এই আকাঙ্খা গ্রাসকারী হয়ে ওঠে এবং ব্যবহারকারী তার জীবনের ভালো জিনিসগুলিকে ত্যাগ করতে শুরু করে।

পর্নোগ্রাফি প্রগতিশীল। ব্যবহারকারীর এমন উপাদানের প্রয়োজন হয় যা ক্রমশ স্পষ্ট এবং বিকৃত হয়ে উঠবে। সে এমন কল্পনায় আনন্দ পেতে শুরু করবে যা তাকে আগে বীতশ্রদ্ধ এবং ভীত করে তুলত।

পর্নোগ্রাফি ক্ষতিকারক। ব্যবহারকারী স্বাভাবিক সম্পর্ক উপভোগ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তার আকাঙ্খা এতটাই অপ্রাকৃতিক হয়ে ওঠে যে সেগুলি কখনোই সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে অন্যদের নির্যাতনের প্রতি অসংবেদনশীল হয়ে পড়ে।

পাস্টারদের এবং বাবা-মায়েদের অবশ্যই তরুণদেরকে আসক্তির বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করতে হবে। প্রলোভন প্রতিরোধ করার জন্য পরিপক্কতার অভাব থাকলে বাবা-মায়েদের কখনোই তাদের সন্তানদেরকে ইন্টারনেটে অবাধ ব্যবহারের অধিকার দেওয়া উচিত নয়। পর্নোগ্রাফি ব্যবহারের প্রলোভনের সাথে লড়াই করছে এমন কোনো ব্যক্তির নিয়মিতভাবে একজন বিশ্বস্ত, ধার্মিক ব্যক্তির কাছে জয় বা ব্যর্থতার রিপোর্ট দেওয়া উচিত। এই পরিপক্ক বিশ্বাসীর সাথে নিয়মিত সংযোগ সংগ্রামরত ব্যক্তিকে পবিত্রতার প্রতি অঙ্গীকার বজায় রাখতে এবং ধারাবাহিকভাবে বিজয় অর্জন করতে সাহায্য করতে পারে।

► পর্নোগ্রাফির আসক্তি থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য আপনার কোন অভ্যাসগুলি সুপারিশ করা উচিত? মন্ডলী এক্ষেত্রে কীভাবে সাহায্য করতে পারে?

সমকামী ক্রিয়াকলাপ

কিছু কিছু সমাজব্যবস্থা যারা বাইবেলের কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করে, তারা বিবাহের বাইবেলভিত্তিক বর্ণনাকেও প্রত্যাখ্যান করে। তারা বলে যে মানুষ সমলিঙ্গের সম্পর্ক বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন।

বাইবেল সমকামী ক্রিয়াকলাপকে দোষীসাব্যস্ত করে।

► গ্রুপ এই পদগুলি দেখবে – রোমীয় ১:২৬-২৭, ১ তিমথি ১:১০, এবং ১ করিন্থীয় ৬:৯-১০।

বাইবেলের এই তিনটি প্যাসেজে সমকামী আচরণকে সবচেয়ে খারাপ ধরণের পাপের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যারা এই পাপগুলি অনুসরণ করে, তারা ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করে।

কিছু লোক দাবি করে যে তাদের স্বাভাবিকভাবেই সমকামী প্রবণতা রয়েছে। তারা বলে যে তাদের আচরণের জন্য তাদের দোষ দেওয়া উচিত নয়, কারণ তারা নিজেরা এই ইচ্ছা পোষণ করার সিদ্ধান্ত নেয়নি।

বাইবেল শিক্ষা দেয় যে প্রতিটি ব্যক্তি পাপ করার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসরণ করে (যিশাইয় ৫৩:৬)। ঈশ্বর আমাদের নিজেদের ইচ্ছাকৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে বলেছেন (যিশাইয় ৫৫:৭)। যেহেতু আমরা পাপপূর্ণ স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করি, তাই আমাদের স্বাভাবিক আকাঙ্খাগুলিকে আমাদের পরিচালিত করার কাজে নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। একজন ব্যক্তির ব্যভিচার করার, হিংস্র হওয়ার, অথবা চুরি করার তীব্র স্বাভাবিক প্রবণতা থাকতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক তাগিদের অর্থ এই নয় যে ইচ্ছাটি সঠিক।

আত্ম-যৌনতা

যৌন আকাঙ্খার কারণে, কিছু অবিবাহিত ব্যক্তি হস্তমৈথুন করে। হস্তমৈথুন হল যৌন আনন্দের জন্য বা যৌন উত্তেজনা দূর করার জন্য নিজের যৌনাঙ্গকে উত্তেজিত করা।

পর্নোগ্রাফি ব্যবহার করা বা স্বেচ্ছায় যৌনতাজনিত কল্পনা করা পাপ (মথি ৫:২৭-২৮, মথি ১৫:১৯-২০)। বাইবেল হস্তমৈথুনকে অনৈতিক বলে নির্দিষ্টভাবে নিন্দা করে না। তবে, আত্ম-যৌনতা বা নিজের সাথে যৌন আচরণ কামুক চিন্তাভাবনা, পর্নোগ্রাফি ব্যবহার এবং ব্যভিচারের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

এছাড়াও হস্তমৈথুন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কারণ এটি আসক্তিকর: আপনি যত বেশি মাত্রায় এটি করবেন, তত বেশি আপনার মনে হবে যে আপনাকে এটি করতেই হবে।

বাধ্যতামূলক হস্তমৈথুন প্রায়শই আরো গভীর সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করে, যেমন মানসিক বা সম্পর্কের সমস্যা থাকা, অথবা অতীতে যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া।

► শিক্ষার্থীরা গ্রুপের জন্য ১ করিন্থীয় ৬:১২-১৩, ১৮-২০ এবং ১ থিষলনীকীয় ৪:১-৮ পদ পড়বে।

ঈশ্বর স্বামী-স্ত্রী’কে আবেগগত ও আত্মিকভাবে একত্রিত করতে সাহায্য করার জন্য বিবাহে শারীরিক ঐক্য ডিজাইন করেছেন (১ করিন্থীয় ৪:১৬-২০, মালাখি ২:১৫)।

অনেকেই... ধরে নেয় যে হস্তমৈথুন তাদের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত অবিবাহিত থাকার সময়কালটি সামলাতে সাহায্য করতে পারে। তবে, তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে যখন এই অভ্যাসটি স্বভাবে পরিণত হবে, তখন এটি ভবিষ্যতে বৈবাহিক যৌনতার সৌন্দর্য এবং ঘনিষ্ঠতাকে সমস্যার মুখে ফেলতে পারে।

আত্ম-যৌনতা এমন একটি যৌন অভিজ্ঞতা প্রদান করে যা যৌনতার অপরিহার্য উদ্দেশ্যকে এড়িয়ে যায়: শারীরিক ও মানসিকভাবে দু'জনের মিলন এক দেহে পরিণত হওয়া...। বিবাহের ক্ষেত্রে সুস্থ, স্বাভাবিক যৌন কার্যকলাপের বিকল্প হিসেবে হস্তমৈথুন ব্যবহার করা উচিত নয়।[16]

একজন অবিবাহিত ব্যক্তির জীবনে যদি হস্তমৈথুন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তার কী করা উচিত? এমনকি যদি কেউ কেবল যৌন উত্তেজনা দূর করার জন্য হস্তমৈথুন করে থাকে, তবুও এটি এড়িয়ে চলাই ভালো, কারণ বর্তমান যে প্রলোভনগুলি বিদ্যমান রয়েছে এবং আত্ম-যৌনতা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যৌনতার যে উদ্দেশ্যগুলি আছে তা পূরণ করে না।

যদি তাদের জীবনে কোনো ধরণের অনৈতিকতা থেকে থাকে, তাহলে তাদের সেই পাপ স্বীকার করতে হবে এবং ত্যাগ করতে হবে। তাদের নিয়মিত এবং ঘন ঘন তাদের জয় এবং ব্যর্থতার হিসাব একজন ধার্মিক বয়স্ক পরামর্শদাতার কাছে দেওয়া উচিত যিনি তাদের জন্য প্রার্থনা করবেন এবং পরামর্শ দেবেন।

যদি হস্তমৈথুন মানসিক বা সম্পর্কের সমস্যা হয়, অথবা অতীতের যৌন নির্যাতনের ফলে হয়, তাহলে একজন পেশাদার খ্রিষ্টবিশ্বাসী কাউন্সেলরের পরামর্শ নেওয়া উপযুক্ত।

খ্রিষ্টের একজন অনুসারী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্বারা সাহায্য পেতে পারে:

১। **যিশু যে যত্নশীল, এই বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী হওয়া (গীত ১৩৯:১-৩, ১ পিতর ৫:৬-১০)।** তিনি আপনার বিশ্বাস, আপনার শারীরিক চাহিদা, এবং আপনার পবিত্রতার প্রতি যত্নশীল। তাঁর মানব জীবনে, তিনি সেই সমস্ত দৈহিক এবং মানসিক প্রলোভনগুলিকে বিজয়ীভাবে অতিক্রম করেছিলেন যা আমরা সম্মুখীন হই, এবং আমাদের বিজয়ী হওয়ার জন্য যে অনুগ্রহ প্রয়োজন তা তাঁর কাছে আছে (ইব্রীয় ৪:১৪-১৬)।

২। **শয়তানের মিথ্যাকে বিশ্বাস না করা (যোহন ৮:৪৪)।** শয়তান আপনাকে বলতে পারে যে যিশু আপনার ব্যাপারে পরোয়া করেন না বা যে যৌন চাহিদাটি আপনার কাছে খুব হতাশাজনক তা যিশু আপনার কাছ থেকে সরিয়ে নেবেন (১ পিতর ৫:৭-৮)। যৌন আকাঙ্খা থাকার কারণে শয়তান আপনাকে পাপী বলে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে (প্রকাশিত বাক্য ১২:১০)।

৩। **স্বয়ং যিশুর উপর মনোনিবেশ করা এবং তিনি কে তার জন্য তাঁর আরাধনা করা (গীত ১০৫:৩-৪)।** এই পরীক্ষার মাধ্যমে শয়তান আপনার বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের সাথে আপনার সম্পর্কে নষ্ট করতে চাইবে (যোহন ১০: ১০)। কিন্তু এই পরীক্ষার জন্য যিশুর উদ্দেশ্য হল যাতে আপনার বিশ্বাস শক্তিশালী হয়, এবং আপনি আরো ভালোভাবে তাঁকে মহিমান্বিত করতে সক্ষম হবেন (১ পিতর ১:৫-৯)। যখন আপনি যিশুর আরাধনা করার দিকে মনোযোগ দেবেন, তখন তিনি আপনাকে সাহায্য করার জন্য উপস্থিত থাকবেন (গীত ৪৬:১)।

---

[16] Dr. Tim Clinton and Dr. Diane Langberg, *The Quick-Reference Guide to Counseling Women*, (Grand Rapids, MI: Baker Books, 2011), 185

৪। **ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করা (গীত ১১৯:৯)।** ঈশ্বরের বাক্য পড়া, শোনা, এবং ধ্যান করা আপনাকে প্রলোভনের সময়ে বিজয়ী হতে সাহায্য করবে। যখন যিশু প্রলোভিত হয়েছিলেন, তিনি বিজয়লাভের জন্য শাস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন (মথি ৪)। আমাদেরকেও তাই করতে হবে।

৫। **অন্তত একজন পরিপক্ক এবং ধার্মিক ব্যক্তির কাছে দায়বদ্ধ থাকা (গালাতীয় ৬:২)।** বিশ্বাসের যাত্রায় আপনার চেয়ে আরো এগিয়ে থাকা কোনো ব্যক্তির (আপনার সমলিঙ্গের) সাথে খোলামেলা আলোচনা করা এবং তার কাছে সৎ থাকা অবিশ্বাস্যভাবে সহায়ক হবে। তারা আপনার জন্য প্রার্থনা করতে এবং আপনাকে পরামর্শ দিতে সক্ষম হবেন। আপনার সংগ্রাম সম্পর্কে তাদের সাথে কথা বলা আপনাকে পবিত্রতা বজায় রাখতে এবং আপনার বিশ্বাসে উৎসাহিত থাকতে সাহায্য করবে।

৬। **অন্যদের পরিচর্যা করা এবং তাদের চাহিদার উপর মনোযোগ দেওয়া (ফিলিপীয় ২:৩-৫)।** অন্যদের সেবা করে আপনার নিজের চাহিদা এবং আকাঙ্খা সম্পর্কে অতিরিক্ত উদ্বেগের বিরুদ্ধে লড়াই করুন।

৭। **ঈশ্বরের নির্ধারিত সময়ে একজন ধার্মিক ব্যক্তির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া (হিতোপদেশ ৫:১৫, ১৮-১৯)।**

বিবাহের পূর্বে নৈতিক পবিত্রতার সাথে ঈশ্বরকে সম্মান করার নীতিসমূহ

যুবক-যুবতীরা বিয়ের আগে প্রবল প্রলোভনের মুখোমুখি হয়। তাদের এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের এমন একজন জীবনসঙ্গী প্রয়োজন যে বিশ্বস্ত হবে।[17] তাদের এমন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কথা বিবেচনা করা উচিত নয় যে বিবাহ ছাড়াই স্বল্পমেয়াদী আনন্দ পেতে চায়। তাদের এমন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কথা বিবেচনা করা উচিত নয় যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশ্বাসী নয় (১ করিন্থীয় ৭:৩৯)। তাদের কেবল এমন কাউকে বিবেচনা করা উচিত যে একজন বিশ্বস্ত বিবাহসঙ্গী এবং একজন ভালো বাবা অথবা মা হবে।

একজন যুবক বা যুবতী যে একটি সুন্দর বিবাহ করতে চায়, তাকে খ্রিষ্টের একজন বিশ্বস্ত, নিবেদিতপ্রাণ অনুসারী হতে হবে যাতে সঠিক ধরণের ব্যক্তি আকৃষ্ট হয় (হিতোপদেশ ৩:৪-৮)। একজন ব্যক্তি তার উপযুক্ত আচরণ এবং শালীন পোশাকের মাধ্যমে ভালো চরিত্র প্রদর্শন করে (১ তিমথি ২:৯-১০)। যারা বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিদের সাথে অসতর্ক আচরণ করে, তারা বোঝায় যে তারা মন্দ আকাঙ্খার উপর ভিত্তি করে সম্পর্ক স্থাপন করতে ইচ্ছুক (১ তিমথি ৪:১-৭)। যে ব্যক্তি এমন পোশাক পরে যা মন্দ আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলে, সে ভুল ধরণের ব্যক্তিকে আকর্ষণ করে (হিতোপদেশ ৭)।

ঈশ্বর যুবক-যুবতীদের আচরণ, পোশাক এবং সম্পর্ক পছন্দের ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদানের জন্য বাবা-মা, পাস্টার এবং অন্যান্য খ্রিষ্টবিশ্বাসী লিডারদের দিয়েছেন। যুবক-যুবতীরা যখন ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যে এই লিডারদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে, তখন তারা ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ পাবে এবং অনেক ক্ষতি ও প্রলোভন থেকে রক্ষা পাবে।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ১ পিতর ৫:৫ এবং ইব্রীয় ১৩:১৭ পদ পড়বে।

সন্তান এবং যুবক-যুবতীদের দায়িত্ব হল তাদের বাবা-মা এবং আত্মিক কর্তৃত্বের বিজ্ঞতা এবং নেতৃত্বের কাছে বশ্যতাস্বীকার করা। এই লিডারদের দায়িত্ব হল তরুণদের প্রলোভনের উপর বিজয়ী হয়ে জীবনযাপন করতে সাহায্য করা।

---

[17] হিতোপদেশ ৩১:১১-১২, ১ তিমথি ৩:১১-১২, মালাখি ২:১৪-১৬, হিতোপদেশ ২:১৬-১৭ দেখুন।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য রোমীয় ১৩:১৪ এবং ১ করিন্থীয় ১০:১৩ পদ পড়বে।

ঈশ্বর বিশ্বাসীদেরকে তাদের সামর্থ্যের বাইরে প্রলোভনের পরিস্থিতিতে পড়তে দেন না, এবং **যদি** তারা ইচ্ছুক হয় তাহলে তা থেকে পালাতে পারে। প্রলোভন থেকে পালানোর দায়িত্ব তরুণদের নিজেদের (২ তিমথি ২:২২)। তবে, বাবা-মায়েদের উচিত তাদের সন্তানদের যতটা সম্ভব অপ্রয়োজনীয় প্রলোভনের সম্মুখীন হওয়া থেকে বিরত রাখা। বাবা-মায়েরা অন্তত তিনটি উপায় এটি করতে পারেন:

(১) সন্তানদের কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়, তাদের কার সাথে থাকা উচিত এবং কোথায় যাওয়া উচিত সে সম্পর্কে **সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে** (ইফিষীয় ৬:১-৪)।

বাবা-মায়েদের তাদের সন্তানদেরকে এমন পরিস্থিতিতে পড়তে দেওয়া উচিত নয় যেখানে তাদের পরিপক্কতা তাদের প্রলোভন থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট হবে না। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন যুবক এবং যুবতী একাকী কোনো প্রাইভেট জায়গায় থাকে, তাহলে তারা সম্ভবত ভুল আচরণের জন্যই প্রলুব্ধ হবে।

(২) প্রলোভনের ক্ষেত্রগুলিতে তাদের তরুণ সন্তানদের জবাবদিহি করার মাধ্যমে।

(৩) তরুণদের বাইবেলের উপদেশ দেওয়ার মাধ্যমে।

বাবা-মায়েদের তাদের তরুণ সন্তানদেরকে বাইবেলের নীতিগুলো মাথায় রেখে পরিস্থিতি বিবেচনা করতে শেখানো উচিত (হিতোপদেশ ৪:১-৯, হিতোপদেশ ৭:১, ৪-৫)। তাদের উচিত তারা যে বিপদগুলি দেখছে সেই সম্পর্কে তাদের সন্তানদের সাথে কথা বলা। তাদের সন্তানদেরকে বিভিন্ন পছন্দ বা সিদ্ধান্ত বিবেচনা করতে সাহায্য করা উচিত যা তাদের নিতে হবে। তারা তাদের সন্তানদের আগে থেকেই ভাবতে সাহায্য করতে পারে যে কীভাবে প্রলোভন এড়ানো যায় এবং প্রলোভনের সময়ে তাদের কী করতে হবে।

বাইবেলের নীতিসমূহ রক্ষা করার ক্ষেত্রে মন্ডলীকে অবশ্যই তার সংস্কৃতি থেকে পৃথক থাকতে হবে। অনেক সংস্কৃতি যৌন পাপকে গুরুতর বলে মনে করে না। তারা আশা করে যে তরুণ অবিবাহিতরা বিয়ের আগে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে। মন্ডলীর কোনোমতেই পাপের সাথে আপস করা উচিত নয়। মন্ডলীর এটি ধরে নেওয়া উচিত নয় যে তরুণদের মধ্যে যৌন পাপ স্বাভাবিক। ঈশ্বর বলেন যে যারা অসচ্চরিত্র, খ্রিষ্টের রাজ্যে তাদের কোনো উত্তরাধিকার নেই।

► শিক্ষার্থীরা গ্রুপের জন্য ইফিষীয় ৫:৩-৭ এবং ইব্রীয় ১৩:৪ পদ পড়বে।

বিয়ের আগে যখন সম্পর্কের যে সময়কাল থাকে তা যৌন সম্পর্ক শুরু হওয়ার সময় নয়। বরং এটি এমন একটি সময় যখন সেই পুরুষ এবং নারী নিশ্চিত করে যে তারা অনুরূপ আত্মিক এবং বাইবেলভিত্তিক অগ্রাধিকারে বিশ্বাসী। এটি এমন একটি সময় যখন তারা একে অপরের প্রতি এমন একটি বোধগম্যতা গড়ে তোলে যা তাদেরকে একে অপরের প্রতি স্থায়ীভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট বিশ্বাস করতে সক্ষম করে। যদি তারা একে অপরের চরিত্রের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসে আসতে না পারে, তাহলে তাদের সম্পর্কটি শেষ করা উচিত এবং বিয়ে করা উচিত নয়।

কিছু সমাজের মানুষ বেশ দেরি করে বিয়ে করে কারণ তাদের সংস্কৃতিতে বিবাহকে একটি বিস্তারিত এবং ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান হিসেবে দেখে। অনেক সময়, দম্পতিরা বছরের পর বছর একসাথে থাকে এবং বিয়ে বিলম্বিত করার সময়ে সন্তান ধারণ করে। কিছু দম্পতির ক্ষেত্রে, তাদের বিবাহের ব্যয় দীর্ঘকাল ধরে তাদের আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে, কারণ তারা তাদের

সর্বস্ব বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য ব্যয় করে এবং এমনকি টাকা ধারও করে। মন্ডলী এমন একটি বিশ্বাসের সম্প্রদায় হওয়া উচিত যা বিবাহের একটি ভিন্ন আদর্শ বা রূপ প্রদান করে। খ্রিষ্টীয় বিবাহ এমন একজন পুরুষ এবং নারীর জন্য যারা একে অপরের প্রতি এবং ঈশ্বরের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ, এবং সেখানে এমন কোনো মারাত্মক খরচের প্রয়োজন নেই যা বিবাহকে বিলম্বিত করে বা দম্পতির ভবিষ্যতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

► সমাজে প্রচলিত বৈবাহিক রীতিনীতি থেকে খ্রিষ্টীয় বিবাহের আলাদা হওয়ার কিছু উপায় কী কী হতে পারে?

যারা কখনো বিবাহ করে না

বেশিরভাগ মানুষের জন্যই বিবাহ হল ঈশ্বরের পরিকল্পনা। তবে, প্রেরিত পৌল কিছু কারণ বর্ণনা করেছেন যে কারণগুলির জন্য লোকেরা বিয়ে নাও করতে পারে। ১ করিন্থীয় ৭:২৬ পদে তিনি "বর্তমান সংকট"-এর কথা উল্লেখ করেছেন—জীবনের কঠিন পরিস্থিতি যার মধ্যে তাড়নাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। তিনি বলেছেন যে এইরকম পরিস্থিতিতে বিয়ে না করাই ভালো হতে পারে।

একই প্যাসেজে (১ করিন্থীয় ৭:৩২-৩৫) বলা হয়েছে যে একজন অবিবাহিত ব্যক্তির একটি বিশেষ সুবিধা রয়েছে। অবিবাহিত ব্যক্তি তার স্বামী/স্ত্রী'র যত্ন নেওয়ার চিন্তা ছাড়াই ঈশ্বরের সেবায় মনোনিবেশ করতে পারে। যখন একজন ব্যক্তিকে বিবাহিত না হয়েও পরিচর্যা কাজে মনোনিবেশ করার জন্য ঈশ্বর দ্বারা আহূত হয়, তখন সে তার পরিচর্যা কাজে উল্লেখযোগ্যভাবে কার্যকর এবং আশীর্বাদপ্রাপ্ত হতে পারে।

ঈশ্বরের একজন ব্যক্তিকে অবিবাহিত থাকার জন্য বেছে নেওয়ার অন্যান্য কারণও থাকতে পারে (মথি ১৯:১০-১২)। আমাদের ধরে নেওয়া উচিত নয় যে এটি একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। আমাদের ধরে নেওয়া উচিত নয় যে প্রতিটি অবিবাহিত ব্যক্তির কারোর সাথে মিলিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের ধরে নেওয়া উচিত নয় যে সুখ এবং পরিপূর্ণতা কেবল বিবাহের উপরেই নির্ভর করে (গীত ১০৭:৯)।

যে ব্যক্তি অবিবাহিত, তাকে অবশ্যই মানসিক এবং শারীরিক চাহিদার কারণে ভুল সম্পর্ক তৈরি করা এড়াতে সতর্ক থাকতে হবে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদিতপ্রাণ, তিনি তাকে আনন্দ এবং তৃপ্তি দেন ।

বিবাহের জন্য বাইবেলভিত্তিক নির্দেশনাসমূহ

► একসাথে ১ পিতর ৩:১-৭ এবং ইফিষীয় ৫:২২-৩৩ পড়ুন। এই আলোচনা চলাকালীন পুরো গ্রুপ পরীক্ষার জন্য এই প্যাসেজগুলি খুলে রাখবে।

পুরুষকে বলা হয়েছে সে যেন তার স্ত্রীকে সেইভাবে ভালোবাসে যেমন খ্রিষ্ট মন্ডলীকে ভালবেসেছেন। যিশু নিজেকে মন্ডলীর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। স্বামীকে তার স্ত্রী'র চাহিদা পূরণের জন্য তার নিজস্ব সুবিধা, আরাম এবং আকাঙ্খা ত্যাগ করতে হবে। ১ পিতর ৩:৭ বলে যে তার স্ত্রী'র সাথে মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতায় বসবাস করা উচিত, যার অর্থ হল স্ত্রীকে বোঝার জন্য তার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। স্ত্রীর চাহিদা বোঝার জন্য তাকে অনুসন্ধান করা উচিত।

এই প্যাসেজে নারীকে "দুর্বলতর সঙ্গী" বলা হয়েছে। একজন স্ত্রী'র তার স্বামীর কাছ থেকে বিবেচনার প্রয়োজন। স্বামীর কেবল তাকে শারীরিক ক্ষতি থেকে নয়, বরং উদ্বেগ এবং মানসিক চাপ থেকেও রক্ষা করা উচিত।

স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রতি বশ্যতা স্বীকার করতে এবং তাকে সম্মান করতে বলা হয়েছে। স্ত্রীকে স্বামীর নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে, এমনকি যদি স্বামী বিশ্বাসী নাও হয়। যদি সে এটি করে, তাহলে তার পরিত্রাণ না পাওয়া স্বামীর বিশ্বাসী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

এই পদগুলিতে কীভাবে আদেশগুলি দেওয়া হয়েছে তা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। স্বামীকে তার স্ত্রী'র উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে বলা হয়নি। স্ত্রীকে তার স্বামীর বাধ্য হতে বলা হয়েছে, কিন্তু স্বামীকে তাকে বাধ্য করতে বলা হয়নি। তাকে তার স্ত্রীকে ভালোবাসতে এবং তার যত্ন নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকার করতে বলা হয়েছে। একইভাবে, স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ থেকে যত্ন দাবি করতে বলা হয়নি; তাকে স্বামীকে সম্মান করতে বলা হয়েছে।

স্বামীর তার নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখা নয়, বরং প্রেমময় যত্ন প্রদান করাই অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। স্ত্রী'র নিজের যত্ন দাবি করা নয়, বরং তার স্বামীকে সম্মান করাই অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

স্বামীকে সতর্ক করে প্রেরিত বলেছেন যে, যদি সে তার স্ত্রী'র সঠিকভাবে যত্ন না নেয়, তাহলে তার প্রার্থনা ব্যাহত হবে। এটি আমাদের জানায় যে, **বিবাহিত জীবনে আমাদের আচরণ ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলে**।

প্রেরিত যোহন বলেছেন যে যদি কেউ তার ভাইকে না ভালোবাসে, তাহলে সে ঈশ্বরকেও ভালোবাসে না (১ যোহন ৪:২০)। একইভাবে, পৌল এবং পিতরের কথা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, যে পুরুষ তার স্ত্রী'র যত্ন নেয় না, সে ঈশ্বরকে ভালোবাসে না, যেমনটা তার করা উচিত। যে নারী তার স্বামীকে সম্মান করে না, সে ঈশ্বরকে সম্মান করে না, যেমনটা তার করা উচিত।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ১ করিন্থীয় ৭:১-৫ পদ পড়বে।

এই পদগুলি আমাদের জানায় যে বিবাহের একটি উদ্দেশ্য হল যৌন আকাঙ্খা পূরণ করা। স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছে এবং তাদের নিজস্ব শরীরের মালিকানার দাবি ত্যাগ করেছে। এর অর্থ হল একজন বিবাহিত ব্যক্তির কেবল যখন ইচ্ছা তখনই যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার আশা করা উচিত নয়, বরং তার স্বামী বা স্ত্রীর আকাঙ্খার প্রতিও প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া উচিত। এই পদগুলি আমাদের বলে না যে একজন ব্যক্তি স্বামী বা স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্তুষ্টি দাবি করতে পারে। পরিবর্তে, পদগুলি একে অপরের চাহিদার প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হতে বলছে।

এই প্যাসেজটি আমাদের জানায় যে বিবাহিতদের একে অপরকে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। উপবাসের সাথে অল্প সময়ের জন্য যৌনতা থেকে বিরত থাকা বৈধ, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী বিচ্ছেদ অতৃপ্ত আকাঙ্খার কারণে প্রলোভনের কারণ হবে। কখনো কখনো দম্পতিরা কয়েক মাস বা তার বেশি সময় ধরে আলাদা থাকা বেছে নেয়, কারণ তারা দূরবর্তী স্থানে কাজ করতে বা পড়াশোনা করতে যায়। এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, তাদের বিবেচনা করা উচিত যে এই জাতীয় পরিকল্পনা ঈশ্বরের পরিকল্পনার সাথে মানানসই কিনা। দীর্ঘ বিচ্ছেদের কারণে তারা সমস্যায় পড়তে পারে।

বিবাহের একটি উদ্দেশ্য হল এমন পরিবার তৈরি করা যা তাদের সদস্যদের ভরণপোষণ জোগায়।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ১ তিমথি ৫:৮ পদ পড়বে।

এই পদটি এমন একটি প্যাসেজে এসেছে যেখানে মন্ডলীর সদস্যদের একে অপরের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। একজন ব্যক্তির প্রথম দায়িত্ব হল তার নিজের পরিবার। একজন বাবা-মায়ের নিশ্চিত করা উচিত যে তার সন্তানের

চাহিদা, যেমন আশ্রয়, খাদ্য, পোশাক এবং শিক্ষা, প্রদান করা হচ্ছে। একজন বাবা-মায়ের এই দায়িত্ব অন্যদের উপর ছেড়ে না দিয়ে বরং তাদের সাধ্যমতো ব্যবস্থা করা।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

এই পাঠের বিষয়গুলি নিয়ে অনেক আলোচনা করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থীদের তাদের নিজেদের পরিস্থিতিতে এই পাঠের শাস্ত্রীয় নীতিগুলি প্রয়োগ করার চেষ্টা করা উচিত।

► বিবাহ সম্পর্কে কোন সত্যটি বেশিরভাগ মানুষই ভুলে যায়?

► জগতের প্রলোভনের সাথে লড়াই করা তরুণ-তরুণীদের মন্ডলী কীভাবে সাহায্য করতে পারে?

► (সানডে স্কুলের বাইরে) শিশুদের খ্রিষ্টকে অনুসরণ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রতিকূলতা মোকাবিলায় মন্ডলীর লোকেরা কীভাবে একসাথে কাজ করতে পারে?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

বিবাহ নিয়ে তোমার চমৎকার পরিকল্পনার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তোমার ইচ্ছার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে আমাকে সাহায্য করো। খ্রিষ্টীয় বিশ্বস্ততার একটি ভালো উদাহরণ হতে আমাকে সাহায্য করো। অন্যদের তোমার ইচ্ছা অনুসরণ করতে উৎসাহিত করতে আমাকে সাহায্য করো।

আমাকে সাহায্য করো যেন পরিবার, ইয়ুথ এবং শিশুদের বিশ্বাস এবং বাধ্যতায় দৃঢ় হতে সাহায্য করার জন্য মন্ডলীর সাথে সহযোগিতা করতে পারি।

তোমার আশীর্বাদধন্য সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

আমেন

পাঠ ৭ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) যদি আপনি অবিবাহিত হন, তাহলে আপনার বিবাহপূর্ব সম্পর্ক এবং আপনার ভবিষ্যতের বিবাহের জন্য ঈশ্বরের নীতিগুলি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে দু'টি অনুচ্ছেদ লিখুন। যদি আপনি বিবাহিত হন, তাহলে আপনার বিবাহের জন্য ঈশ্বরের নীতিগুলি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে দু'টি অনুচ্ছেদ লিখুন।

(২) এই পাঠ থেকে এক বা একাধিক বিষয় বেছে নিন, এবং আপনার সমাজে একজন ব্যক্তি কীভাবে শাস্ত্রীয় নীতিগুলি প্রয়োগ করবেন তা একপাতার মধ্যে বর্ণনা করে লিখুন।

উদাহরণসমূহ:

- আপনার সমাজে বিয়ের পরিকল্পনা করছে এমন একজন পুরুষ এবং একজন নারীর মধ্যে একটি খ্রিষ্টীয় সম্পর্কের বর্ণনা দিন।
- আপনার সমাজে বিবাহের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করতে চাওয়া একজন পুরুষ বা নারীর আচরণ বর্ণনা করুন।

পাঠ ৮
খ্রিষ্টীয় পরিবেশতত্ত্ব

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) বুঝতে পারবে যে কেন ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং কীভাবে মানবতা ঈশ্বরের সৃষ্ট সবকিছু থেকে আলাদা।

(২) বুঝতে পারবে যে ঈশ্বর মানবজাতিকে সমস্ত সৃষ্টির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়েছেন।

(৩) ঈশ্বরের সৃষ্টিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার বিবিধ উপায় জানতে পারবে।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার, একজন কৃষিবিজ্ঞানী

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার (George Washington Carver) ১৮৬০ সালের কাছাকাছি সময়ে আমেরিকায় দাসত্বপ্রথায় জন্মগ্রহণ করেন। দাসত্বপ্রথা বিলুপ্তির পর, তিনি শিক্ষা লাভ করতে চেয়েছিলেন। সেই সময়ে কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের জন্য শিক্ষা সহজলভ্য ছিল না, কিন্তু একজন দয়ালু মহিলা তাকে বলেছিলেন, "তোমাকে যতটা সম্ভব শিখতে হবে, তারপর বিশ্বের কাছে ফিরে যেতে হবে এবং তোমার জ্ঞান মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।" জর্জ প্রার্থনা করেছিলেন, "প্রভু, আমাকে মহাবিশ্বের গোপন রহস্য দেখাও," এবং বলেছিলেন যে ঈশ্বর তাকে উত্তর দিয়েছিলেন, "তুমি মহাবিশ্বের গোপন রহস্য বোঝার জন্য খুবই ছোটো।" তখন জর্জ প্রার্থনা করেছিলেন, "তাহলে প্রভু, আমাকে চিনাবাদামের গোপন রহস্য দেখাও," এবং বলেছিলেন যে ঈশ্বর তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন। চিনাবাদাম গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এটি অনেক দরিদ্র কৃষকের প্রধান ফসল ছিল। জর্জ জানতেন যে চিনাবাদাম থেকে আরো পণ্য উদ্ভাবন করলে চিনাবাদাম ফসলের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। জর্জ চিনাবাদাম থেকে ৩০০টি সম্ভাব্য পণ্য এবং মিষ্টি আলু থেকে ১০০টি পণ্য আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি টাস্কেগি ইনস্টিটিউটে (Tuskegee Institute) ৪৭ বছর ধরে কৃষিবিদ্যার শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং কৃষকদের নতুন পদ্ধতি শেখানোর উপায় খুঁজে বের করেছিলেন, যা তাদের জমি উন্নত করতে এবং আরো ভালো ফসল পেতে সহায়তা করেছিল। জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার ছিলেন একজন মহান আশীর্বাদস্বরূপ, কারণ তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখেছিলেন এবং তার আস্থা ছিল যে ঈশ্বরের সৃষ্টি, সঠিকভাবে পরিচালিত হলে, মানবজাতির জন্য বিরাট কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

পরিবেশতত্ত্ব হল জীবিত প্রাণীরা একে অপরের সাথে এবং তাদের পরিবেশের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত তার অধ্যয়ন।

প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্ব

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য আদি পুস্তক ১:১, ২৬-২৮ পদ পড়বে।

পৃথিবীর প্রতি মানুষের দায়িত্ব এই সত্যের উপর ভিত্তিশীল যে ঈশ্বর পৃথিবীকে তাঁর প্রশংসার জন্য সৃষ্টি করেছেন (গীত ১৪৮) এবং মানুষকে এর উপর ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষ হিসেবে, আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী শাসন করার জন্য সৃষ্টি হয়েছি। গীতরচক লিখেছেন, "তুমি তাদের স্বর্গদূতদের চেয়ে সামান্য ছোটো করেছ এবং

তাদের গৌরব ও সম্মানের মুকুটে ভূষিত করেছ।তোমার হাতের সকল সৃষ্টির উপর তাদের কর্তৃত্ব দিয়েছ; এসব কিছু তাদের পায়ের নিচে রেখেছ" (গীত ৮:৫-৬)। পৃথিবীতে মানুষের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। তারা পশু নয়। ঈশ্বর মানুষকে পৃথিবী এবং সেখানে বসবাসকারী সমস্ত পশুদের উপর কর্তৃত্বের পদে রেখেছেন।

ঈশ্বর আদম ও হবাকে পৃথিবীতে বংশবৃদ্ধি করতে এবং পূর্ণ করতে বলেছিলেন। তিনি তাদের পৃথিবীকে বশীভূত করতে বলেছিলেন। পৃথিবীকে বশীভূত করার প্রক্রিয়া তাদের বংশধরদের দ্বারা অব্যাহত থাকবে। পৃথিবীকে বশীভূত করার কাজের মধ্যে রয়েছে অনুসন্ধান, নতুন অঞ্চলে বসতি, খনিজ আবিষ্কার ও ব্যবহার, গৃহপালিত পশুপালন এবং প্রযুক্তির বিকাশ।

ঈশ্বর যখন পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন তখন সবকিছুই ভালো ছিল। মানুষের এদেন উদ্যানের যত্ন নেওয়ার কাজটি (আদি পুস্তক ২:১৫) প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উপভোগ্য কাজ ছিল। পাপ সংঘটিত হওয়ার পর, প্রকৃতি অভিশাপের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং মানুষের কাজ কঠিন হয়ে পড়েছিল (আদি পুস্তক ৩:১৭-১৯)। পৃথিবীর আসল উৎকর্ষতা আর নেই (রোমীয় ৮:১৮-২৩), কিন্তু এটি এখনো তার আশ্চর্যজনক ডিজাইনে ঈশ্বরের মহিমা প্রদর্শন করে।

মহাপ্লাবনের পর, ঈশ্বর বলেছিলেন যে মানুষ পশুদের খেতে পারে (আদি পুস্তক ৯:৩)। ঈশ্বর মোশিকে যে বিধান দিয়েছিলেন তাতে কিছু প্রাণী খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু নতুন নিয়ম আমাদের বলে যে এখন আমরা খাদ্যের জন্য উপযোগী যেকোনো প্রাণীই খেতে পারি (মার্ক ৭:১৯, ১ তিমথি ৪:৪)। পশুদের এমন কোনো অধিকার নেই যা তাদেরকে মানুষের সাথে সমান স্তরে রাখে।

সম্পদ ব্যবস্থাপনায় মানুষের দায়িত্ব

মানুষকে পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার দেওয়া হলেও (আদি পুস্তক ১:২৮), তারাই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব নয়। সকল মানুষই ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। পৃথিবী এবং তার উৎপাদিত ফসল এখনও ঈশ্বরেরই অধিকার।

► শিক্ষার্থীরা গ্রুপের জন্য গীত ২৪:১ এবং গীত ৫০:১০-১১ পদ পড়বে।

ঈশ্বর পৃথিবীর মালিক। ঈশ্বর পৃথিবীকে তাঁর মহিমা প্রকাশ করার জন্য (গীত ১৯:১), মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য (আদি পুস্তক ১:২৯), এবং তাদের বসবাসের জন্য একটি মনোরম স্থান হিসেবে ডিজাইন করেছেন। তিনি চান যেন আমরা পৃথিবী এবং এর উৎপাদিত জিনিস উপভোগ করি। আমাদের পৃথিবীকে উপাসনা করা উচিত নয়, কারণ এটি ঈশ্বরের হাতের কাজ (রোমীয় ১:২৫)। আমাদের পৃথিবীকে ধ্বংসাত্মক উপায়ে শোষণ করাও উচিত নয়।

কখনো কখনো মানুষ জমি থেকে সুবিধা নেয়, আবার একই সাথে জমি ধ্বংসও করে। মানুষ খনিজ পদার্থ উত্তোলন করে, কিন্তু জমিকে অকেজো এবং নোংরা রেখে যায়। মানুষ কখনো কখনো একটি এলাকা থেকে সমস্ত গাছ কেটে ফেলে, ফলে বৃষ্টির জলে সমস্ত ভাল মাটি ধুয়ে যায়। কখনো কখনো মানুষ খাবারের জন্য এত পরিমাণে বন্য প্রাণী শিকার করে যে এলাকায় আর কোনো প্রাণী অবশিষ্ট থাকে না। মানুষ নদীতে আবর্জনা ফেলে দেয় যতক্ষণ না জল ব্যবহারের জন্য আর থাকে না।

ঈশ্বর পৃথিবীকে উৎপাদনশীল হওয়ার জন্য ডিজাইন করেছেন। মানুষের ভূমিকে এমনভাবে ব্যবহার করা ভুল যা এটিকে ধ্বংস করে। ভূমির ধ্বংসাত্মক ব্যবহারে ঈশ্বর অসম্মানিত হন।

ঈশ্বর পৃথিবীকে হাজার হাজার বছর ধরে বহু প্রজন্মের মানুষের সেবা করার জন্যই বিন্যস্ত করেছেন। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত করার জন্য আমাদের দায়িত্ববোধ থাকা উচিত। যে ব্যক্তি দ্রুত লাভের জন্য জমি ধ্বংস করে, সে তার প্রতিবেশী এবং পরবর্তী প্রজন্মকে ভালোবাসে না।

আপনার কি ভাবতে ভালো লাগবে যে আজ থেকে ২০ বছর পর কেউ আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেবে? অবশ্যই না। তবুও মানুষ তাদের সন্তানদের বসবাসের পরিবেশ ধ্বংস করে তাদের নিজেদের সন্তানদের থেকেই ছিনিয়ে নিচ্ছে। যদি আপনার নিজের সন্তান নাও থাকে, তবুও আপনার অন্যদের সন্তানদের কথা চিন্তা করা উচিত যারা একদিন জমির উত্তরাধিকারী হবে।

অনেকেই তাদের মালিকানাধীন জমির ব্যাপারে যত্নবান, কিন্তু তারা সরকারি জমির ব্যাপারে কোনো চিন্তা করে না। বিশ্বাসীদের পরিবেশের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ স্থাপন করা উচিত, কারণ আমরা জানি এটি ঈশ্বরের, এবং আমরা আমাদের প্রতিবেশী এবং পরবর্তী প্রজন্মের কথা চিন্তা করি।

কখনো কখনো মানুষ ভাবে, "এই জমি আমার নয়, তাই আমি আমার আবর্জনা এখানে ফেলে যেতেই পারি", অথবা "আমি সব গাছই কেটে ফেলতে পারি, এমনকি খুব ছোটো গাছগুলোও।"

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য দ্বিতীয় বিবরণ ২২:৬ পদ পড়বে।

পৃথিবীর যে অংশে দ্বিতীয় বিবরণের পুস্তকটি লেখা হয়েছিল, সেখানে এমন কিছু পাখি ছিল যাদের বাসায় থাকাকালীন অবস্থায় সহজেই ধরা যেত। মানুষ যদি সবসময় মা, ডিম বা বাচ্চা নিয়ে যেত, তাহলে শীঘ্রই সেই পাখিগুলোর অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যেত। ঈশ্বর তাদের বলেছিলেন মা-পাখিটিকে ছেড়ে দিতে যাতে প্রজাতিটি ধ্বংস না হয়। বর্তমান সময়ে, বিভিন্ন জায়গায় আমাদের নিয়ম একই রকম হবে না, তবে পদটি আমাদের বলে যে আমাদের সরকারি জমির সম্পদ সংরক্ষণে সতর্ক থাকা উচিত।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমাদর

ঈশ্বর যখন গাছপালা সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি কেবল শাকসবজি এবং ফলই সৃষ্টি করেননি, তিনি ফুল এবং অনেক সুন্দর জিনিসও সৃষ্টি করেছিলেন। এটি আমাদের বলে যে ঈশ্বর কেবল জমির ব্যবহারিক ব্যবহারের বিষয়ে চিন্তা করেন তা নয়; তিনি সৌন্দর্যেরও যত্ন নেন (লূক ১২:২৭)। ঈশ্বর মানুষের বসবাসের জন্য একটি সুন্দর পরিবেশ প্রদানের জন্য প্রকৃতির সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন।

পাহাড়, মরুভূমি, নদী, সমভূমি এবং বন-জঙ্গল - সবকিছুরই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে। কিছুক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট স্থানে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তিরা সেই এলাকার সৌন্দর্য সত্যিই দেখতে পায় না, কারণ এটি তাদের কাছে সাধারণ বিষয়।

► কল্পনা করুন যে আপনি একজন শিল্পী। কল্পনা করুন যে আপনি একটি সুন্দর ছবি আঁকার জন্য অনেক সময় ব্যয় করেছেন এবং তারপর এটি আপনার বন্ধুকে দিয়েছেন। তারপর একদিন যখন আপনি তার সাথে দেখা করতে গেলেন, তখন আপনি দেখতে পেলেন যে ছবিটি নষ্ট হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে যার উপর বহু লোকের পায়ের ছাপ রয়েছে। আপনার কেমন লাগবে?

অনেক বসতি আছে যেখানে লোকেরা তাদের সমস্ত আবর্জনা মাটিতে যত্রতত্র ফেলে দেয়। তারা নিজেদের উঠোন পরিষ্কার করে, কিন্তু অন্যত্র আবর্জনা ফেলে রাখে। তাদের পাড়ার রাস্তাঘাট আবর্জনায় ভরা থাকে।

▶ এই লোকেদের কী বোঝার প্রয়োজন?

আমাদের অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়া স্থানগুলির প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত, যা তাদের জন্যও এবং আমাদের নিজেদের জন্যও মঙ্গলসাধন করবে।

▶ একটি মন্ডলী তার পারিপার্শ্বিক এলাকায় পরিবর্তন আনার জন্য কী করতে পারে?

পশুদের ব্যবহার

পশুরা মানুষের থেকে আলাদা। তারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরি নয়। অতএব, তারা অমর আত্মার অধিকারী নয় (উপদেশক ৩:২১) এবং তাদের কোনো মানবাধিকার নেই।

ঈশ্বর মানুষকে পশু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, যার অর্থ হল খাদ্যের জন্য বন্য প্রাণী শিকার করা এবং খাদ্যের জন্য গৃহপালিত পশু পালন করা বৈধ।

মানব ইতিহাসের বেশিরভাগ সময় ধরেই পোষার জন্য বা কাজ সম্পন্ন করার জন্য পশু রাখা মানবসমাজে খুবই প্রচলিত ছিল।

▶ মানুষ পশুদের সাথে কেমন আচরণ করে তা নিয়ে ঈশ্বর কী চিন্তা করেন?

▶ একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য হিতোপদেশ ১২:১০ পদ পড়বে।

এই পদটি আমাদের বলে যে ধার্মিক ব্যক্তিদের অন্যতম ভালো বৈশিষ্ট্য হল যে তারা তাদের পোষ্য প্রাণীদের উত্তম যত্ন নেয়। নিষ্ঠুরতা হল এক দুষ্ট ব্যক্তির চরিত্র।

কোনো ব্যক্তির কোনো পোষ্য প্রাণী থাকলে, তার নিশ্চিত করা উচিত যে প্রাণিটির জন্য প্রয়োজনীয় খাবার, জল, এবং থাকার জায়গা আছে। যারা তাদের পোষ্য প্রাণীদের প্রয়োজনের ব্যাপারে নজর রাখে না বা যত্ন নেয় না, তারা ভুল কাজ করছে।

মনে রাখবেন যে সকল প্রাণীই ঈশ্বরের (গীত ৫০:১০-১১)। তারা সকলেই ঈশ্বরের দ্বারা পরিকল্পিত এবং সৃষ্ট। তিনি তাদের প্রচুর বৈচিত্র্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি খাদ্য এবং কাজের জন্য মাত্র কয়েকটিই তৈরি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি পোকামাকড় এবং জীবের অতিক্ষুদ্র রূপ ছাড়াও হাজার হাজার প্রজাতির প্রাণী তৈরি করেছেন। প্রাণীদের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঈশ্বরের আশ্চর্যজনক সৃজনশীলতা প্রদর্শিত হয়।

কিছু প্রাণী তাদের মালিকদের প্রতি আনুগত্য এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে সক্ষম। তারা মানুষের মনোযোগ উপভোগ করে এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে শেখে। তারা অনেক কিছু শেখার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধিমান। এটা স্পষ্ট যে ঈশ্বর তাদের মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তৈরি করেছেন। ঈশ্বর প্রাণীদের মধ্যে মানুষের প্রতি বিশেষ সম্মানবোধ দিয়েছেন (আদি পুস্তক ৯:২)।

ঈশ্বর প্রাণীদের এমন বুদ্ধিমত্তা এবং প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যা মানুষকে প্রত্যুত্তর জানাতে পারে। তাদের অত্যাচার করার অর্থ হল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে অসম্মান করা। এটির সাথে বলা যায় যে, কেউ যদি কোনো পশুকে আঘাত করে আনন্দ পায় তাহলে তার কিছু সমস্যা আছে এবং সে একজন বিকৃতবুদ্ধি ব্যক্তি।

শাস্ত্রে বহুবার একজন মেষপালকের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা হয়েছে। দায়ূদ ইস্রায়েলের রাজা হওয়ার আগে একজন মেষপালক ছিলেন। দায়ূদ ঈশ্বরকে একজন মেষপালকের সাথে তুলনা করে গীত ২৩ লিখেছিলেন। দায়ূদ উপলব্ধি করেছিলেন যে, যেভাবে একজন মেষপালক তার মেষেদের যত্ন নেয়, সেইভাবে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের যত্ন নেন। নতুন নিয়মে, পাস্টারদের মেষপালকের সাথে তুলনা করা হয়েছে (১ পিতর ৫:২ এবং আরো অন্যান্য)। এই তুলনার কোনো মানেই থাকত না যদি না ঈশ্বর আশা করতেন যে মানুষও তাদের পশুদের যত্ন নেবে।

দায়ূদের মেষপালের যত্ন নেওয়া ছিল মানুষের যত্ন নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণের অংশ। ঠিক একইভাবে, ঈশ্বর আমাদেরকে যে ভূমি এবং পশুপাখির দায়িত্ব দিয়েছেন তার যত্ন নেওয়া আমাদেরকে মানুষের যত্ন নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করবে।

সবুজের গুরুত্ব

কেবল যেসব জায়গায় জল বা ভালো মাটির অভাব থাকে সেই এলাকাগুলি ছাড়া, সবুজ রং হল প্রকৃতিতে সবচেয়ে সাধারণ রং। এটি আমাদের চোখের জন্য সবচেয়ে আরামদায়ক রং।

শহরে বসবাসকারী অনেক মানুষ শহর থেকে বেরিয়ে প্রকৃতির কাছাকাছি গিয়ে সতেজ বোধ করে।

অনেক শহরের পরিবেশে প্রায় গাছের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। বেশিরভাগ জমি কংক্রিট বা পীচের রাস্তা দিয়ে ঢাকা। কিছু সোসাইটি শহরগুলিতে পার্ক এবং অন্যান্য সবুজ এলাকা তৈরির চেষ্টা শুরু করেছে। প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষের একসাথে কাজ করে গাছ লাগানোর এবং সবুজায়নের জায়গা তৈরি করা উচিত। মানুষের আনন্দ উপভোগ করার জন্য এবং বিশেষ করে শিশুদের খেলার জন্য সবুজ এলাকা সংরক্ষণ করা উচিত। পরিবারগুলি গাছপালা প্রতিপালনের মাধ্যমে তাদের উঠোন এবং বাড়িতে নিজস্ব সবুজ স্থান তৈরি করতে পারে।

খ্রিষ্টীয় পরিবেশবিদ্যার স্বাতন্ত্র্যতা সমূহ

এই অধ্যায়ের শুরুতে পরিবেশতত্ত্বের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

► কেন বিশ্বাসীদের পরিবেশের যত্ন নেওয়া উচিত?

কিছু মানুষ মনে করে যে দূষণ রোধ করে আমরা পৃথিবীকে বাঁচাতে পারি। আমরা মানুষরা এটিকে বাঁচাতে পারি না, যদিও যতদিন সম্ভব এটিকে সংরক্ষণ করার জন্য আমাদের ভূমিকা পালন করা উচিত। বিশ্বাসীরা জানে যে আমরা শেষ পর্যন্ত এই মহাবিশ্বের পতনকে বিপরীতমুখী করতে পারব না। কিন্তু, অবশেষে ঈশ্বর পৃথিবীকে পুনর্নবীকরণ করবেন (প্রকাশিত বাক্য ২১:১)। অতএব, আমরা জানি যে আমরা পৃথিবীকে বাঁচাতে পারব না।

কিছু লোক বিশ্বাস করে যে মানুষ পশুর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়, এবং আমাদের পশুদের সম্মান করা উচিত কারণ তাদের অধিকার আমাদের অধিকারের সমান। বিশ্বাসীরা জানে যে ঈশ্বর মানুষকে পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন। আমরা জানি যে মানুষ পশুদের থেকে আলাদা, কারণ আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে অনন্যভাবে সৃষ্ট এবং আমাদের এক অনন্ত আত্মা রয়েছে। অতএব, মানবাধিকারের সাথে তুলনীয় অধিকার পশু-পাখিদের নেই।

বিশ্বাসীরা এই পৃথিবীর যত্ন নেয় কারণ

১। এটি ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত।

২। এই পৃথিবীর যত্ন নেওয়ার জন্য ঈশ্বর মানুষকে একটি দায়িত্ব দিয়েছেন।

৩। আমরা পরবর্তী প্রজন্মের মানুষদের যত্ন নিই।

► আপনার সমাজের কোন সাধারণ অভ্যাসগুলি দেখায় যে মানুষের পরিবেশ সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে খ্রিষ্টীয় ধারণা নেই?

► শিক্ষার্থীদের চোখ বন্ধ করতে বলুন এবং মন্ডলী প্রাঙ্গন থেকে বের হওয়ার সময় তারা সর্বদা যা দেখে তা বর্ণনা করতে বলুন। মন্ডলী-গৃহের সামনের জায়গাটি কেমন দেখাচ্ছে? মাটিতে কি আবর্জনা আছে? জায়গাটি কি এমন দেখাচ্ছে যেন কেউ এর যত্ন নেয়? কার সেই জায়গাটির যত্ন নেওয়া উচিত? মন্ডলীর সদস্যেরা কীভাবে এটি পরিবর্তন করতে পারে তা বর্ণনা করুন। কেন তাদের এই জায়গাটির যত্ন নেওয়ার কথা বিবেচনা করা উচিত? তাদের যত্ন অন্যদের উপর কী প্রভাব ফেলতে পারে? শিক্ষার্থীরা তাদের বাড়ির আশেপাশের জায়গাগুলি সম্পর্কে একইভাবে ভাবতে পারে।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

► আপনার কোন অভ্যাসগুলি পরিবর্তন করা উচিত?

► আপনার মন্ডলী কীভাবে দৃষ্টান্ত এবং শিক্ষার মাধ্যমে তার সমাজ-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে?

► আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি সহযোগিতা করে তাহলে কীভাবে সেই এলাকার পরিবেশ উন্নত করা সম্ভব?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

সৌন্দর্য এবং সম্পদের এক পৃথিবী তৈরি করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তোমার তৈরি পৃথিবীর যত্ন নেওয়ার দায়িত্বে আমাদের উপর আস্থা রাখার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

তোমার অপূর্ব সৃষ্টিকে মর্যাদাদানের মাধ্যমে জীবনযাপন করতে আমাদের সাহায্য করো। আমাদেরকে সাহায্য করো যেন আমরা পৃথিবীর সম্পদ ও সৌন্দর্য রক্ষায় একসাথে কাজ করতে পারি।

আমেন

৮ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) এই পাঠে আপনি যে সত্য শিখলেন তার কারণে আপনার অভ্যাসগুলি পরিবর্তন করার পরিকল্পনা বর্ণনা করে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।

(২) আপনার সমাজের ভুল কাজগুলি বর্ণনা করে একটি পৃষ্ঠার মধ্যে লিখুন। এরপর বর্ণনা করুন যে আপনি কীভাবে কাউকে বুঝিয়ে বলবেন যে কেন এই কাজগুলি বদলানো উচিত। নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় পদ এবং বাইবেলভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আপনার যুক্তিকে দৃঢ় করুন।

পাঠ ৯
অর্থ

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) অর্থ ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার জন্য ঈশ্বরের নীতিগুলি মেনে চলার অঙ্গীকার করবে।

(২) অর্থ এবং অর্থের ব্যবহার সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক বিপদগুলি জানবে এবং কীভাবে সেগুলি এড়ানো যায় তা বুঝবে।

জন ওয়েসলি, একজন উদার দাতা

জন ওয়েসলি (John Wesley) ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯১ সালে মারা যান। তিনি সেই সমস্ত দরিদ্র লোকেদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন যাদের চার্চে প্রবেশ করার অনুমতি ছিল না। তিনি খুব সচেতনতার সাথে জীবনযাপন করতেন, জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে সম্মান করার চেষ্টা করতেন, যার মধ্যে অর্থের ব্যবহারও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি শিক্ষা দিতেন যে, যখন বিশ্বাসীরা অর্থ উপার্জন করে, তখন তাদের যথাসাধ্য সঞ্চয় করা উচিত এবং যথাসাধ্য দান করা উচিত। তিনি সুশৃঙ্খল আর্থিক অভ্যাস অনুশীলনের একজন বিশ্বস্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি তার বার্ষিক খরচ কমিয়েছিলেন, যাতে তার দান করার জন্য অতিরিক্ত কিছু থাকে। তারপর, যখন তার উপার্জন বৃদ্ধি পায়, তখনও তিনি তার ব্যয় একই রেখেছিলেন এবং অতিরিক্ত অর্থ দান করেছিলেন। যদিও তিনি তার জীবনকালে প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছিলেন, তবুও মৃত্যুর সময় তার কাছে কেবল সামান্য অর্থই অবশিষ্ট ছিল। ওয়েসলি জানতেন যে ঈশ্বর তাঁর জন্য অর্থের তত্ত্বাবধান করার জন্য মানুষকে বিশ্বাস করেন, এবং তিনি শিক্ষা দিয়েতেন যে অর্থের লেনদেনের জন্য বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের নীতি অনুসরণ করা উচিত।

ভূমিকা

নতুন নিয়মে অন্যান্য বেশিরভাগ বিষয়ের তুলনায় অর্থের উল্লেখ বেশি করা হয়েছে, এবং এর কারণ এই নয় যে অর্থ ঈশ্বরের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, বরং এর কারণ হল টাকাপয়সা নিয়ে মানুষের অনেক সমস্যা রয়েছে।

সৃষ্টিকর্তা হিসেবে, ঈশ্বর সকল মানুষের এবং তাদের সম্পদের মালিক। বিশ্বাসী হিসেবে, আমরা এক বিশেষ উপায়ে ঈশ্বরের, কারণ তিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন। আমাদের নিজেদেরকে ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ব্যবহৃত সম্পদের ম্যানেজার হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

ভালো জিনিস উপভোগ করা ভুল নয়। যদি আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে এবং নম্রভাবে সবকিছু গ্রহণ করি, তাহলে ঈশ্বর আমাদেরকে আশীর্বাদ করে সন্তুষ্ট হন।

কিন্তু অর্থ হল বহু মানুষের কাছেই এক আত্মিক বিপদ।

ধনী ব্যক্তিদের জন্য কিছু সতর্কতা এবং নির্দেশনা

► ধনী হওয়ার অর্থ কী?

একজন ব্যক্তিকে ধনী হিসেবে বিবেচনা করার বিভিন্ন কারণ আছে।

যদি আপনার কাছে আপনার প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন চাহিদার চেয়ে বেশি জিনিস কেনার মতো অর্থ থাকে, তাহলে আপনি পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের চেয়ে বেশি ধনী। বহু মানুষ তাদের দৈনিক খাদ্য জোগান দেওয়ার জন্য কাজ করে; যদি এমনকিছু ঘটে যার ফলে তাদের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তাদের সেদিন খাবার মতো কিছুই থাকবে না।

লোকেরা সাধারণত সেই ব্যক্তিকে ধনী বলে বিবেচনা করে যে তার নিজের সমাজের বাকিদের চেয়ে বেশি সম্পদের অধিকারী। তার জীবনযাত্রা দেখায় যে বেশিরভাগ লোকের তুলনায় সে বেশি অর্থ খরচ করে। লোকেরা তাকে উচ্চ সামাজিক স্তরের মনে করে। সে এমন বিলাসিতা উপভোগ করতে পারে যা বেশিরভাগ লোকে কিনতেই পারে না। কর্তৃত্বে থাকা ব্যক্তিদেরকে সে প্রভাবিত করতে পারে। তার ধন-সম্পদের কারণে লোকেরা তার সেবা করতে প্রস্তুত থাকে।

পবিত্র বাইবেলে ধনী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশনা এবং সতর্কতা আছে।

একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা হল স্বয়ং যিশুর একটি উক্তিতে বলেছেন যে একজন ধনী ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গে যাওয়া খুবই কঠিন (মথি ১৯:২৪)।

ধনী ব্যক্তিদের জন্য প্রেরিত পৌলের একটি বার্তা থেকে আমরা ধনসম্পদের বিপদ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেতে পারি।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ১ তিমথি ৬:১৭-১৯ পদ পড়বে।

পৌল ধনী ব্যক্তিদের সতর্ক করেছেন যে তারা যেন নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে উচ্চস্তরের না মনে করে। ধনী ব্যক্তিদের নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে উৎকৃষ্ট ভাবার একটি প্রলোভন রয়েছে। যাকোব সতর্ক করেছেন যে মন্ডলীরও লোকেদেরকে তাদের সম্পদ বা সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠিতে সম্মান করার এই একই ভুল করা উচিত নয় (যাকোব ২:১-৪)।

ধনী ব্যক্তিদের নিজের ধন-সম্পদের কারণে নিরাপদ বোধ করা উচিত নয়, বরং তাদের ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা উচিত। একজন ধনী ব্যক্তির কাছে যখন আর্থিক সংস্থান মজুত থাকে, তখন তাদের পক্ষে ঈশ্বরের সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা বেশ কঠিন। ঈশ্বরের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করার কারণে আত্মিকভাবে অসতর্ক হয়ে যাওয়ার একটি প্রবণতা থাকে (দ্বিতীয় বিবরণ ৮:৬-১৮)।

ধনীব্যক্তিদের উদারচিত্ত দাতা হওয়া উচিত এবং তাদের অর্থ দিয়ে ভালো কাজ করা উচিত।

যাকোব ৫:৫ পদে জাগতিকভাবে ধনী ব্যক্তিদের প্রতি অন্যতম দোষারোপ হল যে অন্যেরা যখন কষ্টভোগ করে, তারা বিলাসিতায় জীবন যাপন করে। বুদ্ধিপূর্বক দানের মাধ্যমে অনেক ভালো কাজই সাধন করা সম্ভব। অর্থ সুখ কিনতে পারে না, কিন্তু এটি অনেক কষ্টকে লাঘব করতে পারে। একজন ব্যক্তি যদি অন্যের কষ্টভোগের সময়ে নিজে বিলাসিতায় থাকে, তা মন্দ।

ভাববাদী আমোষের মাধ্যমে ঈশ্বর এই কথাগুলির মাধ্যমে মানব বিচারের (দরিদ্র এবং নিপীড়িতদের প্রতি দয়া এবং করুণা) প্রতি তাঁর মনের কথাকে তুলে ধরেছেন: “কিন্তু ন্যায়বিচার নদীর মতো প্রবাহিত হোক,ধার্মিকতা কখনও শুকিয়ে না যাওয়া

স্রোতের মতো হোক” (আমোষ ৫:২৪)। ঈশ্বর সেই সময়ে সমৃদ্ধির উপর বিচার ঘোষণা করেছিলেন, যখন সমৃদ্ধি স্বাচ্ছন্দ্য, আত্মতৃপ্তি এবং দরিদ্রদের দুর্দশার প্রতি উদাসীনতার দিকে পরিচালিত করেছিল (আমোষ ৬:১, ৩-৬; আমোষ ৮:৪-৭, ১১-১২)।

প্রত্যেক বিশ্বাসীর দরিদ্র এবং নিপীড়িতদের সাহায্য করার জন্য ত্যাগস্বীকার করে দান করা উচিত, তার স্থানীয় মন্ডলীকে সাহায্য করার জন্য দশমাংশ দেওয়া উচিত, এবং সুসমাচারের বিস্তারের জন্য মিশনারি কাজকে সহায়তা করতে দান করা উচিত। জন ওয়েসলি (John Wesley) বলেছিলেন যে তিনটি কারণের জন্য তার সময়কালে মন্ডলী জগতে বিশেষ প্রভাব ফেলতেই পারেনি:

১। সঠিক ধর্মতত্ত্বের অভাব
২। দায়বদ্ধ শৃঙ্খলার অভাব
৩। ব্যক্তিগত ত্যাগের অভাব

অর্থের প্রতি ভালোবাসা

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ১ তিমথি ৬:৮-১০ পদ পড়বে।

অর্থের ব্যাপারে এই সতর্কতা কেবল ধনী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে তা নয়। অনেক দরিদ্র ব্যক্তি মনে করে যে তারা দরিদ্র বলে তারা কখনোই খুশি হতে পারবে না। বাইবেল আমাদের বলে যে অর্থের প্রতি ভালোবাসা সকল ধরণের মন্দতার কারণ। এই সতর্কতাটি সকলের জন্য প্রযোজ্য।

অর্থের প্রতি ভালোবাসা কোনোদিনই সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি অর্থকে ভালোবাসে, সে এর কোনো পরিমাণ নিয়েই কোনোদিন সন্তুষ্ট হবে না (উপদেশক ৫:১০)। বাইবেল আমাদের বলে যে আমাদের অর্থের প্রতি ভালোবাসা এড়িয়ে চলা উচিত এবং আমাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত (ইব্রীয় ১৩:৫)।

যে ব্যক্তি প্রবলভাবে ধনী হতে চায়, তার কাছে নিজের চরিত্রের সাথে আপোস করার একাধিক প্রলোভন আছে। ধনী হয়ে ওঠার চেষ্টার পদ্ধতির মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার বিশ্বাস ত্যাগ করতে পারে, এবং তার প্রত্যাশিত আনন্দের পরিবর্তে একাধিক দুঃখ বয়ে আনতে পারে।

কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতারা তাদের অনুসারীদেরকে সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আকৃষ্ট করে। তারা বলে যে বিশ্বাসী ব্যক্তির ধন-সম্পদ থাকা উচিত। দরিদ্র সমাজের অনেক মানুষ এই প্রতিশ্রুতি দ্বারা আকৃষ্ট হয়, কারণ তাদের জীবনযাত্রা কঠিন। এই নেতারা প্রতিনিয়ত অর্থ সম্পর্কে কথা বলে এবং প্রচার করে, এবং জগতের লোকেরা যে আর্থিক সাফল্যের লক্ষণ দেখায়, তারাও সেই একই লক্ষণ দেখাতে পেরে গর্বিত হয়।

পবিত্র বাইবেল বলে যে ভক্তির সাথে পরিতৃপ্তি যুক্ত থাকলে তা মহালাভজনক (১ তিমথি ৬:৬)। যে ব্যক্তি ধর্মীয় উপায়ে সম্পদের পিছনে ছোটে, তার বিপদ পৃথিবীর অন্য যেকোনো ব্যক্তির মতোই, যারা সম্পদের পিছনে ছুটছে। যেসব মন্ডলী সম্পদের প্রতিশ্রুতি দেয়, তারা এমন লোকেদের আকর্ষণ করে যারা তাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্খার কাছে নতিস্বীকার করে রূপান্তরিত হয়নি। তবে, এই মন্ডলীগুলি আশাবাদী লোকেদের দ্বারা পূর্ণ, যারা কখনো প্রতিশ্রুত জিনিসগুলি পায় না। সম্পদের সুসমাচারের মাধ্যমে একমাত্র যারা ধনী হয়, তারা হল প্রচারক, যারা তাদের বিশ্বাস করে এমন লোকেদের কাছ থেকে দান-উপহার সংগ্রহ করে।

▶ একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ফিলিপীয় ৪:১০-১৩ পদ পড়বে।

ফিলিপীয় মন্ডলীর বিশ্বাসীরা সাহায্যের জন্য দান পাঠিয়েছে বলে পৌল কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন যে তিনি যেকোনো পরিস্থিতিতে, এমনকি ক্ষুধার্ত অবস্থাতেও সন্তুষ্ট থাকতে শিখেছেন। এই উক্তিটি আমাদের দেখায় যে পৌলের সবসময়েই যে প্রচুর অর্থ ছিল, তা নয়। তিনি বলেছিলেন যে ঈশ্বরের সাহায্যে তিনি সবকিছু করতে পারেন। এই উক্তির প্রেক্ষাপট থেকে বোঝা যায় যে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে যেকোনো পরিস্থিতিতে তিনি সন্তুষ্ট এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারেন।

সততা

▶ একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য হিতোপদেশ ১১:১ পদ পড়বে।

এই পদটি বিভিন্ন পরিমাপের কথা বলছে যা ওজন হিসেবে কোনোকিছু বিক্রির জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন ফল বা সব্জি বা মাংস। কিছুক্ষেত্রে লোকেরা এমন দাঁড়িপাল্লা বা ওজনযন্ত্র ব্যবহার করে যা ভুল ওজন দেয়, যাতে তারা অতিরিক্ত টাকা নিতে পারে। এই পদটি বলে যে ঈশ্বর অসাধুতা ঘৃণা করেন।

বহু মানুষ টাকার জন্য অসৎ কাজকর্ম করেন। এই কোর্সের পরবর্তী পাঠটি সততার বিষয়ে।

ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা

সাধু পৌল ফিলিপীয় মন্ডলীর বিশ্বাসীদেরকে চিঠি লিখেছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ঈশ্বর তাদের সমস্ত চাহিদা পূরণ করবেন। এটি একটি অপূর্ব প্রতিজ্ঞা। আমাদের সেই অনুচ্ছেদটি দেখা উচিত যেখানে বিদ্যমান পরিস্থিতিটি দেখা যায়।

▶ একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ফিলিপীয় ৪:১৫-১৯ পদ পড়বে।

এই মন্ডলীটি পৌলকে আর্থিক সাহায্য পাঠিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন এটি ছিল ঈশ্বরের প্রতি নৈবেদ্য। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ঈশ্বর তাদের সমস্ত চাহিদা পূরণ করবেন। তিনি তাদের এক বিশাল অর্থ-বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেননি।

এই প্রতিশ্রুতিটি সেইসব ব্যক্তিদের জন্য ছিল না যারা দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অপচয়কারী ছিল। এটি সেইসব ব্যক্তিদের জন্য ছিল যারা আত্মিক অগ্রাধিকার অনুযায়ী তাদের অর্থের তত্ত্বাবধান করত।

▶ একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য মথি ৬:২৫-৩৩ পদ পড়বে।

যিশু বলেছিলেন যে কীভাবে ঈশ্বর পাখিদের খাবার জোগান দেন এবং ফুলকে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করেন, এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে ঈশ্বর আমাদেরও যত্ন নেন। তিনি আমাদেরকে আমাদের বেঁচে থাকা নিয়ে চিন্তিত হতে বারণ করেছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে যদি আমরা ঈশ্বরের রাজ্যকে প্রথমে রাখি, তাহলে আমাদের সমস্ত চাহিদা পরিপূরণ হবে।

মানুষ সাধারণত *আজকের* কথা চিন্তা করে না, *ভবিষ্যতের* কথা চিন্তা করে। ঈশ্বর অনেক আগে থেকেই সবকিছু জুগিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেননি। মনে রাখবেন যে পুরাতন নিয়মে যখন মান্না পড়েছিল, তখন সেটি প্রতিদিন আসত (যাত্রা পুস্তক ১৬)। একইভাবে, যিশু বলেছিলেন যে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের জন্য প্রার্থনা করা উচিত (মথি ৬:১১)। ঈশ্বর চান আমরা প্রতিদিন তাঁর উপর নির্ভর করি।

যাকোব বলেছেন যে ঈশ্বর দরিদ্রদেরকে বিশ্বাসে ধনী করেছেন (যাকোব ২:৫)। যারা মনে যে তাদের আর্থিক নিরাপত্তা আছে, তাদের তুলনায় দরিদ্র ব্যক্তিদের ঈশ্বরের উপর নির্ভর করার একটি তুলনামূলকভাবে ভালো সুযোগ আছে।

ঈশ্বরে নির্ভর করার মানে এই নয় যে আমাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন হওয়া উচিত। ঈশ্বর সাধারণত আমাদের কাজের মাধ্যমে আমাদের প্রয়োজনসকল পূরণ করেন (ইফিষীয় ৪:২৮)। যদি কোনো ব্যক্তি কাজ করতে ইচ্ছুক না হয়, তাহলে তার আশা করা উচিত নয় যে ঈশ্বর তার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবেন, এবং অন্যদেরও তাকে দান করার জন্য বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয় (১ থিষলনীকীয় ৩:১০)।

আমাদের আশা করা উচিত নয় যে ঈশ্বরের সংস্থান আমাদের ধনী করবে। ঈশ্বর অল্প কিছু লোককে ধন-সম্পদের আশীর্বাদ করেন, কিন্তু সকলের জন্য ধন-সম্পদের ঈশ্বরের পরিকল্পনা নয়। যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের তীব্র আকাঙ্খা করে, সে আত্মিক সমস্যায় পড়বে।

কার্যকারী সম্পদসমূহ

কার্যকারী সম্পদ হল মানুষের অধিকারভুক্ত এমন ধন-সম্পদ যা তাদেরকে উৎপাদনে সাহায্য করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, জমি, একগুচ্ছ সরঞ্জাম, বা একটি কম্পিউটার। একজন ব্যক্তি লাভের জন্য একটি কার্যকারী সম্পদ ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু তাকে অবশ্যই সেটির তদারকি করতে হবে এবং সেটি বিক্রি করে দিলে চলবে না, নয়তো উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে। একটি কার্যকারী সম্পদের বাইবেলভিত্তিক উদাহরণ হল হিতোপদেশ ১৪:৪, "বলদ না থাকলে জাবপাত্রও পরিষ্কার থাকে, কিন্তু বলদের ক্ষমতাতেই প্রচুর ফসল উৎপাদন হয়।"

একজন দরিদ্র ব্যক্তি কার্যকারী সম্পদের ধারণাটি নাও বুঝতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সে সম্ভবত অনুমান করে নিতে পারে যে তার বন্ধুর কাছে প্রচুর টাকা আছে কারণ তার কাছে দামি সরঞ্জাম, কম্পিউটার, গাড়ি আছে। সে মনে করে যে তার বন্ধু বা আত্মীয় যার কাছে এরকম কিছু আছে, তার প্রয়োজনের সময় সেই ব্যক্তির তাকে টাকা দেওয়া উচিত। তবে, এই জিনিসগুলির যেকোনো একটি কার্যকরী সম্পদ হতে পারে যা বিক্রি করলে ব্যক্তি তার উপার্জন হারাতে পারে।

► আপনার সমাজব্যবস্থায় আরো কিছু কার্যকারী সম্পদের উদাহরণ কী কী হতে পারে?

যদি একজন ব্যক্তি বুঝতে না পারে যে কার্যকারী সম্পদ অন্যদের জন্য কীভাবে কাজ করে, তাহলে সে সম্ভবত জানে না যে কোন সম্পদ তার জন্য একইভাবে কাজ করবে। সে হয়ত ঠিকভাবে বলতে পারবে না যে তার সবচেয়ে বেশি কী প্রয়োজন আছে, বা কোন ধরণের সাহায্য তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে। সে হয়ত জীবনের প্রকৃত পরিবর্তনের পরিবর্তে তার দৈনন্দিন প্রচেষ্টায় তাৎক্ষণিক, সংক্ষিপ্ত বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সাহায্যের ব্যাখ্যা দেবে।

দারিদ্র্যের একটি দিক হল কার্যকারী সম্পদের অভাব। দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা ব্যক্তি যদি কার্যকারী সম্পদ অর্জন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা না শেখে, তাহলে সে কোনোমতেই নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

কিছু কিছু সমাজব্যবস্থায়, একজন ব্যক্তির পক্ষে অর্থ সঞ্চয় করা এবং কার্যকারী সম্পদ বিকাশ করা কঠিন, কারণ তার চারপাশের লোকেরা আশা করে যে সে সবকিছুই সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেবে। তারা বুঝতে পারে না যে কেন সে অর্থ সঞ্চয় করছে, যখন অন্য কারোর অর্থের প্রয়োজন। তারা দায়িত্বজ্ঞানহীন হলেও তার কাছে যা আছে তা ভাগ করে নেওয়ার আশা করে।

খ্রিস্টের একজন অনুসারীকে তার সংস্কৃতির প্রত্যাশাগুলিকে সম্মান করতে হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে বাইবেলের নীতিগুলিও প্রয়োগ করতে হবে। শাস্ত্র আমাদের বলে যে আমরা এমন ব্যক্তিকে সাহায্য করতে বাধ্য নই যে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে না (১ থিষলনীকীয় ৩:১০)। যদি কোনো ব্যক্তি দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য তার কার্যকারী সম্পদ দান করে, তাহলে তারা দু'জনেই দরিদ্র থাকবে।

শাস্ত্র থেকে বোঝা যায় যে ঈশ্বর যে ধরণের সমৃদ্ধি দান করেন তা হল মানুষের নিজস্ব কার্যকারী সম্পদ থাকা। ভাববাদী মীখা বলেছিলেন যে একটি আশীর্বাদপ্রাপ্ত সমাজে, প্রতিটি ব্যক্তির নিরাপদে নিজস্ব দ্রাক্ষালতা এবং ডুমুর গাছ থাকবে (মীখা ৪:৪)। এটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি এবং কিছু উৎপাদনের উপায়কে বোঝায়। কিছু জায়গায়, কৃষি উৎপাদনের সর্বোত্তম উপায় নাও হতে পারে, তবে নীতিটি হল যে আশীর্বাদধন্য ব্যক্তিদের সম্পদ উৎপাদনের জন্য যা প্রয়োজন তা থাকা উচিত।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিশ্বাসী হয়ে ওঠা দরিদ্র ব্যক্তিরা কেবল ঈশ্বরের সরাসরি আশীর্বাদের কারণেই নয়, বরং তাদের উন্নত জীবনযাত্রার কারণেও আরো সমৃদ্ধ হতে শুরু করে। তারা মদ, জুয়া এবং ভুল বিনোদনের মতো জিনিসগুলিতে অর্থ অপচয় করা বন্ধ করে দেয়। তারা আরো ভাল কর্মী হয়ে ওঠে এবং আরো সুনাম অর্জন করে। ঈশ্বর তাদের মিনিস্ট্রির কাজে সহায়তায় আশীর্বাদ করেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিশ্বাসীর পরিবারের প্রথম প্রজন্মের তুলনায় দ্বিতীয় প্রজন্ম অনেক ভালো পরিস্থিতিতে থাকে।

► আপনার সমাজব্যবস্থায় লোকেরা তাদের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য কোন কোন উপায়ে কাজ এবং সঞ্চয় করতে পারে?

জুয়া খেলা

জুয়া খেলা মানে অবাধে টাকা কামানোর জন্য অর্থের ঝুঁকি নেওয়া। যে জেতে সে প্রত্যেক হেরে যাওয়া লোকের কাছ থেকে টাকা নেয়, বিনিময়ে তাদেরকে কিছুই দেয় না। অনেকেই জুয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, তাদের টাকা নষ্ট করে, এবং তাদের পরিবারের যত্ন নিতে ব্যর্থ হয়। অনেকেই অন্য কারোর টাকা ধার নিয়ে জুয়া খেলায় ব্যবহার করে, এই আশায় যে তারা জিতবে এবং তা ফেরত দিতে পারবে। বহু লোক জুয়া খেলার জন্য চুরির অভিযোগে কারাগারে আছে। দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা অনেক মানুষ জুয়া খেলে, কারণ তারা মনে করে যে ভাগ্যবান হওয়া এবং টাকা জেতা ছাড়া তাদের পরিস্থিতি পরিবর্তনের আর কোনো আশা নেই।

জুয়া খেলা হল একাধিক খ্রিস্টীয় নীতির বিরুদ্ধ কাজ:

১। কাজ করার মাধ্যমে সম্পদ উপার্জনের নীতি (ইফিষীয় ৪:২৮)
২। সন্তুষ্টির নীতি (১ তিমথি ৬:৬)
৩। বপন এবং ছেদন করার নীতি (গালাতীয় ৬:৭)

এছাড়াও, ঈশ্বর চান আমরা ভাগ্যের জোরে অন্য কারোর কাছ থেকে টাকা নেওয়ার পরিবর্তে আমরা যেন লাভের জন্য পরিষেবা বা পণ্য সরবরাহ করি। জুয়া খেলা ক্ষতিকারক, কারণ এটি আসক্তিকর এবং এটি অপরাধ বৃদ্ধি করে।

জুয়া খেলা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করার বিপরীত। একজন ব্যক্তির প্রশ্ন করা উচিত, "আমি কি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আমার যত্ন নিচ্ছেন?" "আমি কি প্রার্থনা করতে পারি যে ঈশ্বর আমার ভরণপোষণ করবেন?" "আমি কি বিশ্বাস করি যে জুয়া খেলার জন্য অর্থের ঝুঁকি নিয়ে, অন্য কারো কাছ থেকে টাকা জেতার মাধ্যমে ঈশ্বর আমার ভরণপোষণ করতে চান?" "আমি কি

মনে করি যে ঈশ্বর আমাকে প্রচুর পরিমাণে জিতিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে জুয়া খেলার জন্য পুরস্কৃত করবেন?" যে ব্যক্তি জুয়া খেলে সে তার আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখে না। যখন আমরা সত্যিই ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখি, তখন আমরা তাঁর স্পষ্ট নির্দেশাবলী মেনে চলি, কারণ আমরা জানি যে তিনি আমাদের বাধ্যতার ফলস্বরূপ বিশ্বস্ততার সাথে আমাদের চাহিদাগুলি পূরণ করবেন।

ঋণ নেওয়া

যখন একজন ব্যক্তি টাকা ধার করে, তখন সে মনে করে যে ভবিষ্যতে সে যে টাকাটা পাবে তা দিয়ে সেই ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। অতএব, ধার করা মানে ভবিষ্যতের টাকা ব্যয় করা, যদিও ভবিষ্যতে নতুন চাহিদাও আসবে।

পবিত্র বাইবেল বলে যে ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার দাস (হিতোপদেশ ২২:৭)। ঋণগ্রহীতা এমন বাধ্যবাধকতা তৈরি করে যা তার স্বাধীনতাকে সীমিত করে।

কিছু ধরণের ঋণ অন্যগুলির চেয়ে আরও খারাপ। যখন একজন ব্যক্তি খাদ্যের মতো মৌলিক চাহিদার জন্য টাকা ধার করে, তখন সে আরো খারাপ পরিস্থিতিতে পড়ে। খাবার শেষ হয়ে যাবে, ঋণ থেকে যাবে এবং সে আগের চেয়ে আরো দরিদ্র হয়ে পড়বে।

যখন একজন ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় কিছুর জন্য টাকা ধার করে, যেমন ব্যক্তিগত সাজসজ্জা, অপ্রয়োজনীয় পোশাক, বিনোদন, অথবা ঘর সাজানো, তখন সে তার ভবিষ্যতের টাকা ব্যয় করছে। সে তার ভবিষ্যতের স্বাধীনতা সীমিত করছে; ভবিষ্যতে আর জিনিসপত্র কিনতে পারবে না, কারণ টাকা ইতিমধ্যেই ব্যয় হয়ে গেছে।

কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান উচ্চ সুদের হারে টাকা ধার দেয়। যারা তাদের কাছ থেকে ঋণ নেয় তারা খুব দ্রুত তাদের মূল ধারের চেয়ে অনেক বেশি ঋণী হয়ে যায়। কিছু দোকান উচ্চ সুদের হারে ঋণে জিনিসপত্র বিক্রি করে। লোকেরা ঋণে জিনিসপত্র কেনার জন্য শেষ পর্যন্ত অনেক বেশি দাম দেয়, কারণ তারা স্বাভাবিক মূল্য পরিশোধ করার জন্য পর্যাপ্ত টাকা অর্জন করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে ইচ্ছুক নয়।

কখনো কখনো মানুষ তাদের সমাজসংস্কৃতির প্রত্যাশিত ব্যয়বহুল বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য টাকা ধার করে। তারা একটি বড় ঋণ নিয়ে তাদের বিবাহিত জীবন শুরু করে। বিশ্বাসের পরিবার হিসেবে মন্ডলীর উচিত নতুন ঐতিহ্য গড়ে তোলার মাধ্যমে অথবা অত্যধিক ব্যয়বহুল না করে বিবাহকে সুন্দর করার উপায় খুঁজে বের করার মাধ্যমে তার সদস্যদের সাহায্য করা।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য রোমীয় ১৩:৭-৮ পদ পড়বে।

এই পদগুলি আমাদের বলে যে আমরা অন্যদেরকে যা দিতে বাধ্য, তা আমাদের তাদেরকে দিতে হবে। আমরা কর্তৃপক্ষকে সম্মান করতে এবং তাদের অনুগত হয়ে চলতে বাধ্য। আমরা সরকারকে ট্যাক্স দিতে বাধ্য। ৮ম পদের প্রথম বাক্যটি ৭ম পদের বিবৃতিগুলিকে সারসংক্ষিপ্ত করেছে। আমাদের কখনোই অন্যদেরকে যা দেওয়ার কথা, তা দিতে ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়। এর মানে এই নয় যে আমাদের কখনো ঋণ করা উচিত নয়, কারণ আমরা ঋণদাতাকে যা ফেরত দেওয়ার জন্য সম্মত হয়েছি তা যদি আমরা ফিরিয়ে দিই, তাহলে আমরা আমাদের যা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা তা ফেরাতে ব্যর্থ হচ্ছি না।

যদি কেউ পরিশোধ করার মানসিকতা ছাড়াই ধার করে, বা ধার করে নেওয়ার পরে পরিশোধ না করার সিদ্ধান্ত নেয়, তা অন্যায় (গীত ৩৭:২১)।

পুরাতন নিয়মের বিধানগুলির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইস্রায়েল জাতিকে একটি প্রাচীন কৃষিপ্রধান সমাজ হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজ করে এবং তাদের পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উৎপাদন করে জীবনযাপন করত। বহু প্রজন্ম ধরে পরিবারগুলি একই জমির মালিক ছিল। অতএব, জমি কিনতে বা ব্যবসা শুরু করার জন্য কারোর কাছে টাকা ধার করা বিরল ছিল। যদি কোনো ব্যক্তি টাকা ধার করত, তবে এর কারণ ছিল তার খারাপ পরিস্থিতি এবং মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য টাকার প্রয়োজনীয়তা। ঈশ্বর চেয়েছিলেন ইস্রায়েল এমন একটি বিশ্বাসী পরিবার হোক যে তার সদস্যদের যত্ন নেয়। ঈশ্বর তাদেরকে কোনোরকম সুদ ছাড়াই অভাবী লোকদের টাকা ধার দিতে বলেছিলেন (যাত্রা পুস্তক ২২:২৫)। গীত ১৫ অধ্যায়ে বর্ণিত একজন ধার্মিক ব্যক্তির একটি বৈশিষ্ট্য হল যে সে সুদে টাকা ধার দেয় না (যিহিষ্কেল ১৮:৫-৯ মূলত গীত ১৫-এর অনুরূপ)।

ব্যবসা শুরু করার জন্য কাউকে ঋণ দেওয়ার সময়ে একজন বিনিয়োগকারীর সুদ নেওয়া অন্যায় নয় (মথি ২৫:২৭)। ব্যবসাটিকে সম্ভব করার জন্য বিনিয়োগকারীর পুরষ্কার হল সেই সুদ।

যারা দরিদ্রদের সাথে ব্যবসা করে, তাদের কেবল লাভ করার উপায় নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয় (হিতোপদেশ ২২:১৬ক)। নিম্নমানের পণ্য বিক্রি করা বা অন্যায্য দাম নেওয়া অন্যায়, কারণ দরিদ্রদের অন্য কোনো বিকল্প নেই। কঠিন পরিস্থিতির কারণে ঋণ নেওয়া লোকেদের কাছ থেকে উচ্চ মুনাফা নেওয়ার উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া বা ধারে জিনিসপত্র বিক্রি করা অন্যায়। একজন ব্যবসায়ীর উচিত তার গ্রাহকদের পরিস্থিতির উন্নতির উপায় খুঁজে বের করা।

ভাববাদী যিহিষ্কেল বলেছিলেন যে সদোমের পাপ কেবল যৌনতাজনিত অনৈতিকতা ছিল না, এর সাথে ছিল লোকেদের বিলাসবহুল জীবনযাপন এবং দরিদ্র ও দুঃস্থদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক না থাকা (যিহিষ্কেল ১৬:৪৯)। ঈশ্বর আমাদের কেবল দরিদ্রদেরকে দান করতেই বলেননি, বরং তাদেরকে সক্ষম করে তোলার জন্য কৌশলগত উপায়ে দান করতে বলেছেন।

প্রাচীন ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের বিধান আমাদেরকে তাঁর অগ্রাধিকারগুলি দেখায়। আজ আমাদের দেশের আইন ঈশ্বর ইস্রায়েলকে যে বিধান দিয়েছিলেন তার মতো নয়, তবে ঈশ্বরের চিন্তা-ভাবনাগুলি একই এবং নীতিগুলিও একই। মন্ডলীর উচিত দরিদ্রদের সক্ষম করার উপায় খুঁজে বের করা, প্রথমে বিশ্বাসের পরিবারের যত্ন নেওয়া, তারপর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি পরিবর্তন আনা।

বাজেটিং বা অর্থ পরিচালনা

কিছু ব্যক্তি টাকা পাওয়ার সাথে সাথেই তাদের সমস্ত টাকা খরচ করে ফেলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরবর্তী টাকা পাওয়ার আগেই তারা অভাবের সম্মুখীন হয়। তারা অন্যদের দায়িত্ব নিতে অক্ষম হয়।

বাজেট হলো নিয়মিত খরচ ম্যানেজ করারএকটি পরিকল্পনা। বেশিরভাগ মানুষেরই নির্দিষ্ট সময়ে কিছু খরচ থাকে, এবং তাদের সেই চাহিদা পূরণের জন্য আগে থেকেই টাকা জমা রাখা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি হয়তো বাড়ি ভাড়া নিচ্ছে। তাকে মাসিক বা বার্ষিক ভাড়া দিতে হবে। সুতরাং, তাকে তার আয়ের একটি অংশ ধারাবাহিকভাবে সঞ্চয় করতে হবে যাতে সময় এলে সে ভাড়া দিতে সক্ষম হয়। যদি তার ভাড়া বার্ষিক হয়, তাহলে সে দীর্ঘ সময়ের জন্য কিছু টাকা সঞ্চয় করে রাখবে, এবং তা ব্যবহার করার প্রলোভন দেখা দিলেও তাকে সেই টাকা সংরক্ষণ করে রাখতে হবেএবং বিবেচনা করা উচিত যে তা ইতিমধ্যেই ব্যয় হয়ে গেছে।

প্রথম সংরক্ষিত অর্থ হওয়া উচিত দশমাংশ (হিতোপদেশ ৩:৯-১০)। আপনার আয়ের ১০% পরিচর্যার কাজে দান করার অঙ্গীকার করা উচিত। ব্যয় করার পরে দশমাংশের জন্য আপনার কাছে অতিরিক্ত অর্থ আছে কিনা তা দেখার জন্য অপেক্ষা করবেন না। ঈশ্বর আপনার বিশ্বস্ততাকে আশীর্বাদ করবেন।[18]

অবশিষ্ট আয় দিয়ে মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়ে গেলে, একজন ব্যক্তির জরুরি অবস্থার জন্য অর্থ সংরক্ষণ করা উচিত। তার উচিত তার পরিস্থিতির উন্নতির জন্য কিছু অর্থ সংরক্ষণ করা, যেমন নিজের বাড়ি কেনার জন্য অর্থ সঞ্চয় করা। তার আয় বৃদ্ধির জন্য কিছু অর্থ বিনিয়োগ করার চেষ্টা করা উচিত। একটি ছোটো বিনিয়োগের উদাহরণ হতে পারে এমন সরঞ্জাম কেনা যা তাকে কাজের মাধ্যমে আরো বেশি উপার্জন করতে সাহায্য করে।

যে ব্যক্তির একটি কার্যকারী সম্পদ (যা তাকে কোনোকিছু উৎপাদন করতে সাহায্য করে) যেমন, একটি গাড়ি বা বাড়ি আছে, তার সম্পদটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ বাজেট করা উচিত। যদি কোনো ব্যক্তি তার গাড়ি দিয়ে লাভ উপার্জন করে, কিন্তু অর্থ সংরক্ষণ না করে, তাহলে সে গাড়িটির বড়ো কোনো মেরামতির জন্য অর্থ প্রদান করতে বা অন্য একটি কিনতে পারবে না, এবং তার লাভ অবশেষে শেষ হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি বাজেট করে না সে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম হতে পারে। সে সাহায্যের জন্য অন্যদের উপর নির্ভর করতে পারে, এবং অন্যদের সাহায্য করতে অক্ষম হতে পারে। তার পরিস্থিতির কখনো উন্নতি হয় না, কারণ সে কোনোভাবেই বিনিয়োগ করে না।

যিশু সেই উত্তম শমরীয় ব্যক্তির সম্পর্কে বলেছিলেন যিনি আহত ব্যক্তিকে সাহায্য করেছিলেন (লূক ১০:২৫-৩৭)। লক্ষ্য করুন যে শমরীয় ব্যক্তির কাছে কিছু টাকা এবং আহত ব্যক্তিটিকে বহন করার জন্য একটি গাধা ছিল। যদি শমরীয় ব্যক্তিটি ইতিমধ্যেই তার গাধাটি বিক্রি করে তার সমস্ত অর্থ ব্যয় করে ফেলত তাহলে কী হত? এমনকি যদি তার সাহায্য করার সদিচ্ছাও থাকত, তবুও সেই পরিস্থিতিতে তার হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা সীমিত থাকত।

বাজেটিং একজন ব্যক্তিকে তার চাহিদা পূরণের জন্য প্রস্তুত হতে, তার উপর নির্ভরশীলদের দায়িত্ব নিতে, ভবিষ্যতে বিনিয়োগ করতে, জরুরি পরিস্থিতি সামলাতে, এবং পরিচর্যা কাজে সহায়তা করতে সক্ষম করে তোলে।

বিশ্বাসের পরিবার

পঞ্চাশত্তমীর পরে, মন্ডলীর প্রথমদিকের দিনগুলিতে, বিশ্বাসীরা বিশ্বাসী পরিবারের প্রতি এতটাই নিবেদিতপ্রাণ ছিল যে তারা নিশ্চিত করত যে সকলের চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে। তারা তাদের সম্পত্তি ভাগ করে নিত, এবং কেউই কিছু নিজের বলে দাবি করত না। তাদের অনেকেই সম্পত্তি বিক্রি করে মন্ডলীতে সেই অর্থ দান করেছিল (প্রেরিত ২:৪৪-৪৫)। যদিও আমরা আশা করতে পারি না যে মন্ডলীর জীবনযাত্রা সবসময়ে ঠিক এরকমই থাকবে, কিন্তু আমরা এইটা দেখার প্রত্যাশা রাখি যে যখন মন্ডলী তার সেরা অবস্থায় থাকে, তখন সেখানে উদারতা এবং পরিবারের যত্ন নেওয়ার অঙ্গীকার আছে।

থিষলনীকীয় মন্ডলীর বিশ্বাসীরা নিশ্চিত করছিল যে সকল সদস্যকে খাবার দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তাদের কেউ কেউ ছিল যারা কাজ করত না। মন্ডলীর উদারতার উপর নির্ভর করে সেই লোকেরা বিশ্রামের জীবনযাপন করত। পৌল মন্ডলীকে বলেননি যে পরিবারের সদস্যদের যত্ন নেওয়া তাদের ভুল হচ্ছে, কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে যদি কেউ কাজ করতে অনিচ্ছুক হয়

[18] Shepherds Global Classroom-এর *মন্ডলীর মতবাদ ও অনুশীলন* নামক কোর্সে দশমাংশের বিষয়ে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, যা https://www.shepherdsglobal.org/courses-তে উপলব্ধ।

তবে তাকে খাবার দেওয়া উচিত নয় (১ থিষলনীকীয় ৩:১০)। কারোর কারোর কাছে, কাজটি বেতন উপার্জনের জন্য কোনো কর্মসংস্থান নাও হতে পারে, বরং তা হল অন্যান্য বিশ্বাসীদেরকে প্রয়োজনে সাহায্য করা। কিছু লোক কোনো কর্মসংস্থানে নিয়োগ হতে সক্ষম নয়, কিন্তু প্রায় সকলেই সাহায্য করার জন্য কিছু করতে পারে।

অন্যান্য চিঠিতে পৌল বিধবাদের এবং পালকদের সহায়তা করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছিলেন (১ তীমথিয় ৫:৩-১৮, গালাতীয় ৬:৬)।

প্রতিটি বিশ্বাসীর একটি স্থানীয় বিশ্বাসী পরিবারের অংশ হওয়া উচিত এবং সদস্যদের চাহিদা পূরণ এবং পরিচর্যা কাজের সহায়তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

► মন্ডলীর সদস্যরা কীভাবে মন্ডলীর চাহিদা মেটাতে একসাথে কাজ করতে পারে, একইসাথে লোকেদেরকে দায়িত্ব নিতে বাধ্য করতে পারে?

► আপনার পরিবেশে মন্ডলীর লোকেদের একসাথে কাজ করে কার্যকারী সম্পদ তৈরি করার জন্য কী কী সুযোগ রয়েছে?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে তুমি আমার সমস্ত চাহিদা পূরণের প্রতিজ্ঞা করেছ। আমার নিজের এবং আমার উপর নির্ভরশীল অন্যদের জন্য আমার দায়িত্ব পালনে বিশ্বস্ত থাকতে আমাকে সাহায্য করো। আমার যা আছে তাতে উদার হতে আমাকে সাহায্য করো। অন্যদের চাহিদা বুদ্ধিমত্তার সাথে পূরণ করতে আমাকে সাহায্য করো।

আমি তোমার আর্থিক আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করি, কিন্তু সর্বোপরি আমি আত্মিক অগ্রাধিকার রাখতে চাই এবং তোমার সাথে আমার সম্পর্কের কারণে সন্তুষ্ট থাকতে চাই।

আমেন

৯ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) প্রার্থনাপূর্বক এই পাঠের শাস্ত্রীয় নীতিগুলি বিবেচনা করুন। নিচের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন:

- অর্থ এবং সম্পদের ক্ষেত্রে আমি কোন কোন প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছি?
- বর্তমানে আমি কীভাবে অর্থ এবং/অথবা সম্পদ অর্জন করি?
- আমি কীভাবে অর্থ এবং/অথবা সম্পদ ব্যবহার এবং পরিচালনা করি?
- অর্থ এবং/অথবা সম্পদের বিষয়ে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখার অর্থ কী?
- আমার কাছে কোন কার্যকারী সম্পদ আছে?
- এমন কি কোনো কার্যকারী সম্পদ আছে যা আমি ভবিষ্যতে অর্জন করার পরিকল্পনা করতে পারি? যদি তাই হয়, তাহলে আমি কীভাবে এটি করব?
- আমি কোন কোন উপায়ে অর্থ এবং/অথবা সম্পদের অপব্যবহার করেছি?
- উপরে তালিকাভুক্ত অর্থ এবং/অথবা সম্পদের অপব্যবহার আমি কীভাবে সংশোধন করব?

(২) এই পাঠ থেকে শেখা নীতিগুলির উপর ১ পৃষ্ঠার একটি উপস্থাপনা লিখুন, যা আপনার পরিবেশে নির্দিষ্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে। অর্থের ব্যাপারে খ্রিষ্টীয় ধারণা সম্পর্কে আপনার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের লোকেদের কী বোঝা উচিত?

(৩) হিতোপদেশ ৩:১৩-১৭ পদ মুখস্থ করুন এবং তার উপর ভিত্তি করে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন। পরবর্তী ক্লাসের শুরুতে, মুখস্থ এই অনুচ্ছেদটি লিখুন, এবং অনুচ্ছেদটি ক্লাস লিডারকে জমা দিন।

পাঠ ১০

সততা

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থী সর্বদা যেকোনো পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ সৎ থাকার প্রতিজ্ঞা করবে।

অব্রাহাম লিঙ্কন, একজন সৎ ব্যক্তি

অব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln) একটি দোকানে কাজ করতেন। একদিন তিনি উপলব্ধি করেন যে তিনি একজন ক্রেতাকে সঠিক টাকা ফেরত দেননি। সেই মহিলাটি ইতিমধ্যেই দোকান থেকে চলে গিয়েছিল। তিনি সেই দোকান থেকে বেশ কয়েক পথ দূরে একটি গ্রামে থাকতেন, এবং অব্রাহাম জানতেন যে তার সাথে সেই মহিলাটির দ্রুত দেখা হওয়ার কোনো সুযোগও নেই। যদিও টাকার পরিমাণটা খুবই কম ছিল, তাও তিনি চিন্তিত ছিলেন যে মহিলাটির সেটি প্রয়োজন থাকতে পারে। তিনি এটিও নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে সেই মহিলা যেন কোনোভাবেই না ভাবেন যে অব্রাহাম ইচ্ছাকৃত তাকে কম টাকা ফেরত দিয়েছেন। সেদিন দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে, অব্রাহাম সেই টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য সেই দীর্ঘ পথ হেঁটে যান। সেই পরিস্থিতিতে এবং অন্য সব সময়েই তার এই সচেতন মানসিকতার জন্য তার বন্ধুরা তাকে "সৎ অ্যাবি" ("অনেস্ট অ্যাবি") বলে ডাকত। পরবর্তীকালে তিনি একজন আইনজীবী হন, এবং তারপর সরকারের সাথে যুক্ত হন। তার সততা সম্মানীয় ছিল, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন।

ঈশ্বরের প্রকৃতি

বাইবেল আমাদের জানায় যে ঈশ্বর মিথ্যা বলতে পারেন না (তীত ১:২, ইব্রীয় ৬:১৮)। তাঁর প্রকৃতি সর্বদাই সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অপরিবর্তনশীল (যাকোব ১:১৭)। এমন নয় যে ঈশ্বর কেবল তখনই সত্য বলেন যখন তা কোনো সুবিধা প্রদান করে। তিনি ভালো ফলাফল পাওয়ার জন্য মিথ্যা বলেন না। আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে ঈশ্বরের বাক্য সম্পূর্ণভাবে সত্য এবং নির্ভরযোগ্য। তাঁর সত্য আমাদেরকে সুরক্ষা প্রদান করে (গীত ৪০:১১, গীত ৯১:৪)।

► যদি আপনি ঈশ্বরকে সর্বদা সত্য বলার জন্য বিশ্বাস না করেন তাহলে তাঁর সাথে আপনার সম্পর্ক কীভাবে প্রভাবিত হবে?

ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের জন্য সত্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা ভেবে দেখুন। ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা যদি তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস না করতাম, তাহলে আমরা তা করতে পারতাম না।

ঈশ্বরের সত্যের মাপকাঠি

ঈশ্বর চান যে আমরা যেন সর্বদা সত্যিকথা বলি। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে, সে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক নয় (হিতোপদেশ ১২:২২)।

মাঝে মাঝে লোকেরা আদালতে কেস জেতার জন্য মিথ্যা বলে। অর্থবান ব্যক্তিরা অন্যদের থেকে সম্পত্তি নেওয়ার জন্য মিথ্যা বলার উদ্দেশ্যে একজন বিচারককে টাকা দিতে পারে (যাকোব ২:৬)। ধনী ব্যক্তিরা ন্যায়বিচার এড়ায় এবং মিথ্যা প্রতিষ্ঠার জন্য ঘুষ দিয়ে নির্দোষ লোকদের দোষী সাব্যস্ত করে (যাকোব ৫:১, ৬)।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া পাপ, এমনকি যদি আপনি মনেও করেন যে আপনার কারণটিই সঠিক। বাইবেল মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বারণ করেছে এবং কোনোরকম ব্যতিক্রমকেও অনুমতি দেয় না (যাত্রা পুস্তক ২০:১৬; হিতোপদেশ ৬:১৬-১৯, হিতোপদেশ ১৪:২৫, হিতোপদেশ ১৯:৫, ৯)। অনেকেই মনে করে যে মিথ্যা বলার মাধ্যমে যদি ভালো কিছু করা যায় এবং ক্ষতি না হয়, তাহলে তারা মিথ্যা বলতে পারে, কিন্তু বাইবেলে সেই বিকল্প দেওয়া হয়নি। শাস্ত্রে আমাদের কখনোই বলা হয়নি যে এমন কিছু সময় আছে যখন আমাদের মিথ্যা বলা উচিত।

বিশ্বাসীদের কোনোরকম ব্যতিক্রম ছাড়াই সত্য বলা উচিত। আমাদের সম্পর্কের জন্য সত্য অপরিহার্য (ইফিষীয় ৪:২৫)।

ইফিষীয় ৪:১৫ বলে যে আত্মিক পরিপক্কতায় বৃদ্ধির জন্য সত্য বলা অপরিহার্য।

কলসীয় ৩:৯ মিথ্যা বলা হল পাপময় জীবনের অংশ যা আমরা ত্যাগ করেছি।

ঈশ্বর মিথ্যাবাদীদের বিচার ও দোষীসাব্যস্ত করবেন। মিথ্যাবাদীরা ঈশ্বরের বিধানে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ভয়ানক পাপীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত (১ তিমথি ১:১০, প্রকাশিত বাক্য ২২:১৫)। সমস্ত মিথ্যাবাদী আগুনের হ্রদে নিক্ষিপ্ত হবে (প্রকাশিত বাক্য ২১:৮)। মিথ্যাবাদীরা ঈশ্বরের শহরে প্রবেশ করবে না (প্রকাশিত বাক্য ২১:২৭)।

ব্যবসা এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে সত্যের প্রয়োগ

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য হিতোপদেশ ১১:১ পদ পড়বে।

এই পদটি এমন দাঁড়িপাল্লার কথা বলছে যা ওজন করে কিছু বিক্রি করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন ফল, শাকসবজি বা মাংস। কিছু ক্ষেত্রে লোকেদের থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার জন্য ভুল ওজন দেওয়ার দাঁড়িপাল্লা তৈরি করা হয়। এই পদটি বলে যে ঈশ্বর অসাধুতাকে ঘৃণা করেন।

কোনো ব্যক্তির কোনো জিনিসের অবস্থা সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে বা তার ত্রুটি লুকিয়ে রেখে বিক্রি করা অন্যায়। বেশি দামে বিক্রি করার জন্য আপনি কত টাকা দিয়ে কিনেছেন তা কাউকে বলার সময় মিথ্যা বলা অন্যায়।

অর্থ প্রদান এড়াতে কোনো ব্যক্তির কখনোই এমন কোনোকিছুতে নিজের নাম স্বাক্ষর করা ঠিক নয় যা সত্য নয়। কোনো ব্যক্তিরই লাভের জন্য লোকেদের প্রতারণা করতে তার নিয়োগকর্তাকে সহায়তা করা ঠিক নয়।

► আপনি কত রকমের অসততা দেখেছেন?

পবিত্র বাইবেল বলছে যে দুষ্ট ব্যক্তিরা ধার করে কিন্তু ফেরত দেয় না (গীত ৩৭:২১, হিতোপদেশ ৩:২৮)। কিছু লোক ঋণ নেয় এবং ঋণ পরিশোধের কোনো বাধ্যবাধকতা বোধ করে না। বাইবেল বলে যে আমাদের নিশ্চিত করা উচিত যে আমরা অন্যদের কাছে যে ঋণ করেছি তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছি না (রোমীয় ১৩:৭-৮)।

সততা মানে হলো আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি এবং অঙ্গীকার রক্ষা করেন। গীত ১৫ অধ্যায় ঈশ্বরের সাথে ভালো সম্পর্কের অধিকারী ব্যক্তিকে বর্ণনা করে। এই ধরণের ব্যক্তির একটি বৈশিষ্ট্য হল যে সে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, এমনকি যদি তা তার জন্য ব্যয়বহুলও হয় (গীত ১৫:৪)।

যখন কোনো ব্যক্তি তার নিয়োগকর্তার জন্য যতটা কাজ করা প্রয়োজন তা না করে, তাও একপ্রকার অসততাই হয় (ইফিষীয় ৬:৫-৬)।

একজন শ্রমিকের পক্ষে তার নিয়োগকর্তার কাছ থেকে জিনিসপত্র চুরি করা অন্যায় (তীত ২:৯-১০)।

কোনো জিনিসের দাম তার প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি বলে মিথ্যা রসিদ দেওয়া অন্যায়। কোনো কর্মচারী বা এজেন্টের নিজের জন্য কিছু টাকা সরিয়ে রাখার জন্য যদি সে কোনো জিনিসের দাম সম্পর্কে মিথ্যা বলে, তা অন্যায়।

একজন নিয়োগকর্তা যদি তার কর্মচারীদের প্রতিশ্রুত বেতন আটকে রাখে, তা অন্যায় (যাকোব ৫:৪)।

অন্যের ভুল করে হারিয়ে ফেলা জিনিস রাখা অন্যায়। যদি সম্ভব হয় তবে আপনার সেটি তার মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া উচিত (দ্বিতীয় বিবরণ ২২:১)।

যদি আপনি অন্য কারোর (যেমন একজন নিয়োগকর্তা বা মিনিস্ট্রির) সম্পদ তত্ত্বাবধান করেন, তাহলে অনুমতি না পেলে নিজের জন্য টাকা বা জিনিসপত্র ব্যবহার করা অন্যায়।

সততার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক প্রতিকূলতার একটি উদাহরণ

কিছু কিছু সম্প্রদায়ে মানুষ একজন প্রধানের তত্ত্বাবধানে থাকে। লোকেরা প্রধানের প্রতি অনুগত থাকে এবং প্রধানের কাছ থেকে তাদের সকল প্রয়োজনে সাহায্য করার আশা করে। এই ধরণের সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মানুষেরই খুব বেশি ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকে না। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, যেমন জমি, সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত থাকে। নেতাদের দায়িত্ব হল সকলের কল্যাণের জন্য সম্পদ ম্যানেজ করা। যখন একজন ব্যক্তির কোনো প্রয়োজন হয়, তখন সে মনে করে যে তার সম্প্রদায়ের সম্পদ থেকে তার যা প্রয়োজন তা নেওয়ার অধিকার তার আছে।

গিরধারীর জন্ম জঙ্গলের এক গ্রামে। তার পরিবার এবং তাদের আশেপাশের পরিবারগুলি গ্রামের জমিতে ফসল চাষ করত। তারা তাদের যাবতীয় সংস্থান জঙ্গল থেকেই সংগ্রহ করতেন। তাদের কারোরই ব্যক্তিগত জমি ছিল না, এমনকি যে জমিতে তাদের বাড়ি ছিল, সেটিও তাদের নিজস্ব জমি ছিল না। সমস্যায় পড়লে পরিবারগুলি একে অপরকে সাহায্য করত। প্রধান ছিলেন গ্রামের সকলের পিতৃতুল্য ব্যক্তি। লোকেরা আশা করত যে তিনি তাদের চাহিদার প্রতি যত্নবান হবেন।

যুবক বয়সে গিরধারী গাছের কাঠ কাটার একটি কোম্পানিতে চাকরি পায়। সে নিজের গ্রাম ছেড়ে তার কর্মক্ষেত্রের কাছাকাছি থাকতে শুরু করেছিল। সে প্রতি মাসে বেতন পেত। কিন্তু কিছু কিছু সময়ে তার কাছে পর্যাপ্ত খাবার থাকত না, কারণ সে বেতনকে বাজেট অনুযায়ী ব্যবহার করার সাথে অভ্যস্থ ছিল না। সে আশা করেছিল যে মালিক তার খাবারের জোগান দেবেন, কিন্তু সে আশ্চর্য হয়েছিলে যখন মালিক বলেছিলেন যে বেতনের টাকা থেকে সবকিছু কেনা গিরধারীর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। যখন গিরধারীর বোনের ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন হয়, তখন গিরধারী মালিকের কাছে তার জন্য টাকা চেয়েছিল। মালিক সাহায্য না করায় গিরধারী রেগে গিয়েছিল। গিরধারী ভেবেছিল মালিকেরই উচিত তার সমস্যা সমাধানে তাকে সাহায্য করা, কিন্তু মালিক জানিয়ে দেন যে গিরধারীর জন্য তার একমাত্র দায়িত্ব হল তাকে বেতন দেওয়া। গিরধারী যখন চাকরি ছেড়ে

দেয়, তখন সে গ্রামে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু সরঞ্জাম চুরি করেছিল, কারণ তার মনে হয়েছিল যে মালিক তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেননি।

পরে গিরধারী তার স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে শহরে চলে আসে এবং একটি বড় মুদির দোকানে চাকরি পায়। গিরধারী তার মালিককে তার সন্তানের স্কুলের মাইনে দিতে বলেছিল, কিন্তু সেই মালিক তা করেননি। কিছু কিছু সময়ে গিরধারীর কাছে পরিবারের প্রয়োজনীয় সবকিছু কেনার জন্য পর্যাপ্ত টাকা থাকত না। যেহেতু সে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করার একটি দোকানে কাজ করত, তাই সে ভেবেছিল যে তাকে দোকান থেকে তার পরিবারের জন্য খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত। সে জানত যে মালিক তাতে রাজি হবে না, তাই সে গোপনে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেত।

কিছু কর্মচারী নিয়োগকর্তার দায়িত্বের সীমা বোঝে না। তারা মনে করে যে নিয়োগকর্তা তাদের সকল চাহিদার জন্য দায়বদ্ধ। তারা তাদের কাজের জন্য বেতন ছাড়াও তার কাছে বিভিন্ন ধরণের সাহায্য চায়। যদি তিনি তাদের যা প্রয়োজন তা না দেন, তাহলে তারা চুরি করাকে ন্যায্য বলে মনে করে, কারণ তারা মনে করে যে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি তার কাছে প্রাপ্য।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য তীত ২:৯-১৪ পদ পড়বে।

এই পদগুলি আমাদের বলে যে একজন কর্মচারী তার নিয়োগকর্তার কাছ থেকে চুরি করবে না। ১০ পদ বলে যে সততা খ্রিষ্টের শিক্ষাকে সুন্দর করে তোলে। পরবর্তী কয়েকটি পদ বর্ণনা করে যে একজন ব্যক্তি যদি অনুগ্রহের দ্বারা রূপান্তরিত হয় তবে সে কীভাবে জীবনযাপন করে।

নির্ভরযোগ্যতা

সততা কেবল টাকা-পয়সা এবং সম্পত্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

কল্যাণ তার সহকর্মীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সে সকাল ৮টায় তার সাথে দেখা করবে। কিন্তু, সে দেরিতে ঘুমিয়েছিল এবং জলখাবার খেতে সময় নিয়েছিল, এবং এক ঘণ্টারও বেশি দেরি করে এসেছিল। সে তার সহকর্মীকে বলেছিল যে তার ড্রাইভার দেরি করে এসেছিল। সহকর্মী অবাক হয়নি। কল্যাণের সমস্ত বন্ধু জানে যে সে কখনো তার প্রতিশ্রুতি বজায় রাখে না।

কল্যাণ দুইদিক থেকে অসৎ ছিল:

১। সে তার প্রতিশ্রুতি বজায় রাখেনি।
২। সে তার দেরিতে আসার কারণ সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিল।

যখন আপনি বলেন যে আপনি কোনো কাজ করবেন অথবা কোনো জায়গায় থাকবেন, তখন কি লোকেরা আপনাকে বিশ্বাস করতে পারে? যখন আপনি এমন কথা বলেন তখন কি আপনি নিজেকে বিশ্বাস করেন? যখন আপনি কিছু প্রতিশ্রুতি দেন, তখন আপনি তা পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা করার প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন। কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তা রক্ষা করার কোন প্রচেষ্টা না করা অন্যায়াচরণ।

যদি আপনি কোনো প্রতিশ্রুতি বজায় রাখতে ব্যর্থ হন, তাহলে আপনার ক্ষমা চাওয়া উচিত। আপনার ব্যর্থ হওয়ার কারণ সম্পর্কে আপনার মিথ্যা বলা উচিত নয়।

আপনার নিজের ভুলের জন্য আপনার প্রতিষ্ঠানের অন্য কাউকে দোষ দেওয়া ঠিক নয়। আপনার টিম আপনাকে আর বিশ্বাস করবে না যদি তারা জানে যে আপনি ভুলগুলির ব্যাপারে মিথ্যা বলবেন।

একজন বিশ্বাসযোগ্য লিডার এমন কিছু বলে মানুষকে তার ধারণা অনুসরণ করতে বাধ্য করে না যা সত্য নয়। স্টিফেন কোভে (Stephen Covey) লিখেছেন যে "নেতৃত্ব হল এমনভাবে ফলাফল অর্জন করা যা আস্থাকে অনুপ্রাণিত করে।"[19]

সম্পর্কজনিত বিষয়

অনেকে মনে করে যে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের কাছে মিথ্যা বলা ভুল, কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর লোকেদের কাছে মিথ্যা বলা যেতে পারে। কিছু লোক তাদের নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে টাকা বা জিনিসপত্র চুরি করে, কারণ তারা মনে করে যে তারা বেশি বেতন পাওয়ার যোগ্য। কিছু লোক ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে, বিশেষ করে ধনী বিদেশীদের কাছ থেকে চুরি করে। কিছু লোক ভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠী বা সামাজিক শ্রেণীর লোকেদের সাথে অসাধু লেনদেন করে।

যিশু বলেছেন যে আমাদের প্রতিবেশীদেরকে আমাদের নিজেদের মতো করেই ভালোবাসা উচিত (মার্ক ১২:৩১)। মনে করে দেখুন, একজন শাস্ত্রবিদ যিশুকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আমার প্রতিবেশী কে?" (লূক ১০:২৯)। শাস্ত্রবিদ চেয়েছিলেন যিশু আমাদের কোন শ্রেণীর লোকেদের ভালোবাসতে হবে তা নির্দিষ্ট করে দিক, তাই যিশু উত্তম শমরীয়ের কাহিনীটি বলেছিলেন (লূক ১০:৩০-৩৭)। কাহিনীটি ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর দু'জন ব্যক্তির সম্পর্কে যারা প্রথমবার মিলিত হয়েছিল। তাদের কোনো পূর্ববর্তী সম্পর্ক ছিল না, এবং তাদের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। শমরীয় ব্যক্তিটি সর্বহারা ব্যক্তিটিকে সাহায্য করেছিল, যদিও সে তার সঙ্গে কোনো সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল না। এই কাহিনীতে যিশু যে বিষয়গুলি তুলে ধরেছিলেন তার মধ্যে একটি হল যে কোনো ব্যক্তিকেই আমাদের ভালোবাসা থেকে বাদ দেওয়া উচিত নয়।

আমরা নির্ধারণ করার কেউ নই যে কোন ব্যক্তি আমাদের সততার যোগ্য। এমন নয় যে আমরা কেবল নির্বাচিত লোকেদের প্রতি সততা বজায় রেখে চলব। এমনকি আমরা যদি মনেও করি যে আমাদের অসততার কারণে কোনো ব্যক্তির ক্ষতি হবে না, তবুও আমরা সৎ হয়েই ঈশ্বরকে খুশি করতে চাই (প্রেরিত ২৪:১৬, এছাড়াও ফিলিপীয় ১:১০, ২ করিন্থীয় ৫:৯ দেখুন)।

আপনি কেমন ধরণে মানুষ হতে চান? ঈশ্বর আপনাকে কেমন ধরণের মানুষ হিসেবে দেখতে চান?

কেউ হয়ত আপনার ভদ্রতার যোগ্য নাও হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর চান যেন আপনি একজন ভদ্র ব্যক্তি হন। কেউ হয়ত আপনার সততার যোগ্য নাও হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর চান আপনি একজন সৎ ব্যক্তি হন। কেউ হয়ত আপনার ভালোবাসার যোগ্য নাও হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে তখনও ভালোবাসতেন যখন আপনি তার যোগ্য ছিলেন না, এবং ঈশ্বর চান আপনি একজন প্রেমময় ব্যক্তি হন।

► শিক্ষার্থীরা গ্রুপের জন্য ১ পিতর ২:২১-২৩ এবং ১ পিতর ৩:৮-১২ পদ পড়বে।

অন্যের চরিত্র দিয়ে আপনার নিজের চরিত্র নির্ধারণ করবেন না। কেউ আপনাকে মিথ্যা কথা বলতেই পারে, কিন্তু আপনার মিথ্যাবাদী হওয়া উচিত নয়। কেউ আপনার থেকে চুরি করতেই পারে, কিন্তু আপনার চোর হয়ে ওঠা উচিত নয়। কেউ আপনার প্রতি অভদ্র আচরণ করতে পারে, কিন্তু আপনার সবসময়েই সেই ব্যক্তি হয়ে থাকা উচিত যে সম্মানের সাথে আচরণ করে।

---

[19] Stephen M. R. Covey. *The Speed of Trust: The One Thing That Changes Everything*. (New York: Free Press, 2006).

বাস্তব জীবনের দৃষ্টান্ত

এই বিভাগের সমস্ত দৃষ্টান্তই সত্য ঘটনা, কিন্তু নাম এবং বিবরণ পরিবর্তন করা হয়েছে। এইগুলি চুরি করা বা মিথ্যা কথা বলা বা দুটোরই উদাহরণ।

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: নিশ্চিত করুন যে শিক্ষার্থীরা প্রতি দৃষ্টান্তে কী ঘটেছে তা বুঝতে পারছে। শিক্ষার্থীদেরকে ব্যাখ্যা করতে বলুন যে কেন দৃষ্টান্তে উল্লিখিত কাজটি ভুল।

১। জীতেন একটি কারখানায় চাকরি করত। সে প্রায়দিনই ক্লিনিং করার বিভিন্ন উপকরণ, সরঞ্জাম, এবং ছোটোখাটো জিনিস বাড়িতে নিয়ে যেত, কারণ সে জানত যে কারখানাটি এগুলি আবার দেবে।

২। পরেশ একটা বড়ো কোম্পানিতে ট্রাক-ড্রাইভার হিসেবে চাকরি করত। কোন কোন সময় যখন যে কোম্পানির ট্রাক চালিয়ে নিয়ে যেত, সে রাস্তার ধারে একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেত যেখানে লেখা ছিল, ‘‘আমরা ডিজেল কিনি।’’ সে মাঝে মাঝে থামত এবং তাদের কাছে ট্রাক থেকে কিছুটা পরিমাণ ডিজেল বিক্রি করত, কারণ সে জানত যে কোম্পানি জানতে পারবে না যে অল্প পরিমাণ তেল বের করে নেওয়া হয়েছে।

৩। ইন্দ্রানী যে অফিসে চাকরি করত, সেখানে তাকে বিশ্বাস করে অফিসের জন্য কম্পিউটার সামগ্রী কিনতে দেওয়া হয়েছিল। সে বিলে বেশি টাকা লেখার জন্য দোকানের সেলসম্যানকে ঘুষ দিয়েছিল যাতে সে কিছুটা টাকা রাখতে পারে।

৪। একটা বড়ো শহরের একটা পার্কে একজন ব্যক্তি খারাপ হয়ে যাওয়া লাইট বালব্ বিক্রি করত। যারা সেগুলি কিনত তারা জানত যে সেগুলি কাজ করে না। তারা এগুলি কিনে তাদের অফিসে নিয়ে যেত যেখানে তারা ভালো বালব্গুলি চুরি করত এবং পুরোনো খারাপ বালব্গুলি লাগিয়ে দিত।

৫। অমৃত একটি স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন। একদিন এক ছাত্রের বাবা তার কাছে এসে তার ছেলেকে বীজগণিতে ভালো নম্বর দেওয়ার দাবি জানায়। তিনি অমৃতকে টাকা দেন। অমৃত বীজগণিত শিক্ষককে ছাত্রটিকে ভালো নম্বর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৬। অনির্বাণ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তার বেতন কম ছিল। তিনি তার ক্লাসকে বলেছিলেন যে পরীক্ষাটি খুবই কঠিন হবে এবং তার কাছ থেকে উত্তর লেখা পৃষ্ঠাটি না কিনে কোনো শিক্ষার্থীই পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারবে না।

৭। অর্ণব ছিলেন একটি সরকারি স্কুলের প্রিন্সিপাল। একদিন তার বন্ধু প্রবীর, যিনি একটি মিশন সংস্থার জন্য কাজ করতেন, জানতে চান যে মিশন সংস্থাটি স্কুলবাড়িটির কিছু ঘর ভাড়া নিতে পারে কিনা। অর্ণব একটি নির্ধারিত ভাড়া বলেছিলেন এবং প্রবীর প্রতি মাসে অর্ণবকে সেই টাকাটা দিতেন। অর্ণব টাকাটা রেখে দিতেন এবং কখনো এই অতিরিক্ত আয়ের কথা কর্তৃপক্ষকে জানাননি।

৮। প্রবীর একটি মিশন সংস্থায় কাজ করতেন যাদের ক্লাসরুমের জন্য কিছু জায়গা ভাড়া নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রবীর তার বন্ধু অর্ণববের কাছে যান, যিনি একটি স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তারা ভাড়ার দামে একমত হন, তারপর

প্রবীর মিশনকে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত টাকার কথা বলেন। প্রতি মাসে প্রবীর অর্ণববের কাছে টাকা পৌঁছে দিতেন কিন্তু অতিরিক্ত টাকাটা নিজের জন্য রাখতেন।

৯। শেখর একটি মিনিস্ট্রির জন্য কাজ করতেন যাদের একটি নতুন বিল্ডিংয়ের প্রয়োজন ছিল। সেই মিনিস্ট্রি শেখরকে তাদের জন্য বিল্ডিং তৈরি করে দেবে এমন একটি কন্সট্রাকশন কোম্পানির খোঁজ করতে বলেছিল। শেখর একাধিক কন্সট্রাকশন কোম্পানির সাথে কথা বলেছিল। যে কোম্পানিটি সঠিক খরচ বলেছিল তাদের নির্বাচন করার পরিবর্তে, সে এমন একটি কোম্পানিকে নির্বাচন করেছিল যারা তাকে মিনিস্ট্রি থেকে পাওয়া টাকা থেকে কিছু অংশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

১০। ব্রজেনের গাড়ির লাইসেন্স নেওয়ার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সে জানত যে কিছু লাইট কাজ করছিল না বলে এটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে না। সে তার গাড়িটি লাইসেন্সিং বিভাগে নিয়ে যায় এবং সেখানে দেখতে পায় যে তাদের গাড়ি পরীক্ষা এবং লাইসেন্স পাওয়ার লাইনে প্রচুর ভিড়। গেটের কাছে একজন লোক তাকে বলে যে, কিছু পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে সে কোনোরকম পরীক্ষা ছাড়াই দ্রুত লাইসেন্স পেতে পারে। ব্রজেন সেই অর্থ দেয় এবং দ্রুত লাইসেন্স নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

১১। সিদ্ধার্থ পার্কিং থেকে তার গাড়ি নিতে এসেছিল। পার্কিং অ্যাটেনডেন্ট তাকে পার্কিংয়ের ভাড়া জানায়। সিদ্ধার্থ অ্যাটেনডেন্টকে কম টাকা দেয় কিন্তু তার পার্কিং টিকিটটি অন্য গ্রাহককে দেওয়ার জন্য রেখে দেওয়ার অনুমতি দেয় যাতে অ্যাটেনডেন্ট সিদ্ধার্থের দেওয়া টাকাটি নিজের জন্য রাখতে পারে।

১২। অনিতা পরীক্ষার জন্য ভালোভাবে পড়াশোনা করেনি। পরীক্ষার দিন ক্লাসে এসে সে পড়াশোনায় ভালো এক বন্ধুর পাশে বসে যাতে তার থেকে টুকে লিখতে পারে।

১৩। ইমরান একটি বড়ো সরকারি খামারের জন্য লাঙল টানার জন্য একটি ট্র্যাক্টর চালাত। সে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে চাইত। সে লাঙলটি তুলেছিল যাতে এটি গভীরভাবে খনন না করে, যা তাকে ট্র্যাক্টরটি দ্রুত চালাতে সাহায্য করেছিল। ক্ষেতটি প্রস্তুত বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু সঠিকভাবে চাষ না করায় ভালো ফসল জন্মায়নি।

১৪। পাস্টার মৃন্ময়কে একটি মিশন সংস্থা একটি মন্ডলীর পালক হিসেবে পাঠিয়েছিল। মিশন সংস্থাটি তাকে মাসিক বেতন পাঠাত। যেহেতু পাস্টার মৃন্ময় চেয়েছিলেন যে মন্ডলীও তাকে বেতন দিক, তাই তিনি তার মন্ডলীর লোকেদের বলেছিলেন যে মিশন সংস্থাটি তাকে কোনোরকম সাহায্য পাঠায় না।

১৫। ইলোরার বাড়িতে এক চোর এসে টাকা চুরি করেছিল। যখন সে তার বন্ধুদের এই কথা জানায়, তখন সে বলেছিল যে চোর অন্যান্য জিনিসও নিয়ে গেছে যদিও চোরটি তা করেনি। তার বন্ধুরা সহানুভূতি প্রকাশ করেছিল এবং তাকে সেই সবকিছু কেনার জন্য টাকা দিয়েছিলো যা তারা চুরি হয়ে গেছে বলেই জানত।

১৬। জয়ন্ত একটি ছোটো গ্রামের প্রধান ছিলেন। তিনি গ্রামের মন্ডলীর একজন নেতাও ছিলেন। তার গ্রামের লোকেরা আদিবাসী, অশিক্ষিত এবং দরিদ্র ছিল, কিন্তু গ্রামের অনেক জমি ছিল। শহরের ব্যবসায়ীরা কৃষি প্রকল্পের জন্য জমি কিনতে চেয়েছিল। জয়ন্ত গ্রামের সমস্ত জমি বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে শহরে নিজের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন।

১৭। প্রতি বছর সুন্দরবন কমিউনিটি চার্চ একজন মাকে "বর্ষসেরা মা" হিসেবে সম্মানিত করার জন্য নির্বাচিত করে। তারা রত্নাকে নির্বাচিত করেছিল এই কারণে নয় যে সে একজন মায়ের ভালো উদাহরণ ছিল, বরং এর কারণ ছিল যে তারা জানত যে মন্ডলীর জন্য সে অর্থ প্রদান করবে। তারা তাকে সম্মানিত করার পর, রত্না মন্ডলীর প্রপার্টির নতুন গেট কিনতে অর্থ দান করেছিল। পরের বছর, মন্ডলী রত্নাকে আবার "বর্ষসেরা মা" হিসেবে নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত নেয়, যদিও সে অন্য শহরে চলে গিয়েছিল।

১৮। বিক্রম একটি মিনিস্ট্রিতে ড্রাইভার হিসেবে কাজ করত। প্রতি সন্ধ্যায় সে একটি নিরাপদ স্থানে পার্ক করার জন্য গাড়িটিকে নিয়ে যেত। কিছু কিছু সময়ে গাড়িটি পার্ক করার আগে সে ওই গাড়িতে অন্য যাত্রীদের পরিষেবা দিত বা তার নিজের খরিদ্দারদের মালপত্র বহন করত।

জাতীয়স্তরে অসততার ফলস্বরূপ একটি দুঃখজনক ঘটনা

কাহিনীটি কাল্পনিক, কিন্তু এটি বিভিন্ন জায়গায় কী ঘটে তা বর্ণনা করেছে।

বোরোল (Borol) শহরের বিশ্বাসীরা জানতে পেরেছিল যে পাশের জেলাতে এক বিশাল জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে। সেই জেলার লোকেরা ইবান (Ibanese) নামে একটি প্রাচীন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ইবানীয়রা আদিম ঘরে বসবাস করত, যাদের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা বা শিক্ষার খুব বেশি সুযোগ ছিল না। অনেকের কাছে পর্যাপ্ত খাবারও ছিল না, এবং কেউ কেউ অনাহারেও ছিল।

বোরোল বিশ্বাসীরা ইবানিজদের সাহায্য করার জন্য অর্থ প্রদান করা শুরু করেছিল। তারা অন্যান্য কাউন্টির মন্ডলীগুলিতে চাঁদা চাইতে প্রতিনিধিদের পাঠিয়েছিল।

বোরোলের বিশ্বাসীরা ইবানিজদের কাছে ট্রাক ভর্তি খাবার পাঠাতে শুরু করেছিল। খাবার বিতরণের জন্য তারা ইবানিজ মন্ডলীর লিডারদের উপর নির্ভরশীল ছিল।

ইবানিজ লিডাররা তাদের লোকজনের কাছে খাবার বিক্রি করার জন্য একটা বাজার স্থাপন করেছিলেন। কেবল যাদের কাছে টাকা ছিল, তারাই খাবার কিনতে পারত, তাই এর কোনোটিই ক্ষুধার্ত মানুষদের কাছে পৌঁছাত না। মন্ডলীর লিডাররা এবং তাদের বন্ধুরা লাভের অংশ রেখে দিত। কিছু খাবার অন্য কাউন্টিতে বিক্রি করার জন্য পাঠাতো যেখানে লোকেদের আরো বেশি দাম দেবার ক্ষমতা ছিল।

বোরোল বিশ্বাসীরা জোর দিয়েছিল যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এমন লোকদের কাছে বিনামূল্যে খাবার বিতরণ করতে হবে। ইবানিজ মন্ডলীর লিডাররা বিতরণের জন্য একটি বাজেট তৈরি করেছিল যার মধ্যে ড্রাইভারসহ ট্রাক ভাড়া এবং সাহায্যের জন্য লোকেদের অর্থ প্রদান করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা স্বাভাবিক দামের চেয়ে বেশি দাম নির্ধারণ করেছিল এবং অতিরিক্ত অর্থ নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছিল। যখন বোরোল বিশ্বাসীরা খরচের রিপোর্ট চেয়েছিল, তখন ইবানিজরা মিথ্যা রিপোর্ট লিখেছিল।

বোরোল বিশ্বাসীরা যখনই অসৎ কর্মকাণ্ডের কথা জানতে পেরেছিল, তখনই তারা হতাশ এবং নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিল। তারা সাহায্যের জন্য অন্যান্য ইবানিজ লিডারদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করত কিন্তু একই সমস্যায় পড়ত। অনেক বোরোল বিশ্বাসী দান করা বন্ধ করে দিয়েছিল। কিছুজন ক্রমাগত দান করেই যেত। বোরোল থেকে আসা সহায়তার কারণে কিছু

ইবানিজ পাস্টারের খুব শীঘ্রই ভালো বাড়ি-গাড়ি হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য পাস্টাররা তাদের ঈর্ষা করতে এবং বোরোল নিবাসী দাতাদের সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করত। প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেশিরভাগ ক্ষুধার্ত মানুষই কখনোই সাহায্য পায়নি।

শেষ উদাহরণ

ওয়ারেন বাফেট (Warren Buffet) ছিলেন বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে (Berkshire Hathaway) নামক একটি কোম্পানির প্রধান কার্য নির্বাহক। তিনি ম্যাকলেন ডিস্ট্রিবিউশন (McLane Distribution) নামে একটি কোম্পানি কিনতে চেয়েছিলেন যার মালিক ছিল ওয়ালমার্ট (Walmart)। এই হস্তান্তরের মূল্য ছিল ২৩ বিলিয়ন ডলার। সাধারণত এই লেনদেনের জন্য কয়েক মাস ধরে পরিদর্শনের প্রয়োজন হয় যাতে একজন ক্রেতা সবকিছু পরীক্ষা করতে পারে। বাফেট ওয়ালমার্টের কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করেছিলেন এবং একটি মিটিংয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পদ ঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি অন্য কাউকে পাঠাননি। তিনি পরে বলেছিলেন, "আমরা জানতাম যে সবকিছু ঠিক তেমনই হবে যেমনটি ওয়ালমার্ট বলেছিল, এবং তাই-ই হয়েছিল।" এই বিশাল চুক্তিটি দ্রুত সম্পন্ন হয়েছিল কারণ লিডাররা একে অপরকে বিশ্বাস করেছিলেন।[20]

এবার আগের দৃষ্টান্তগুলিতে বর্ণিত ব্যক্তিদের কথা ভাবুন। তাদের কেউই এই ধরণের চুক্তি করতে সক্ষম হবে না, কারণ তারা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সবকিছুই পরীক্ষা করতে হবে, যার জন্য অনেক সময় এবং ব্যয় প্রয়োজন হবে।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

► আপনার সমাজ-সংস্কৃতিতে এমন কোন কোন অসৎ অভ্যাস আছে যা মানুষের পক্ষে এড়িয়ে চলা কঠিন?

► কোন অভ্যাসটি আপনার পরিবর্তন করা উচিত?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

ধার্মিকতা এবং সত্যের ঈশ্বর হওয়ার জন্য আমরা তোমার প্রশংসা করি। আমাদের প্রতি সর্বদা সত্যনিষ্ঠ থাকার জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের জন্য তোমার সততার যে মাপকাঠি রয়েছে তা অনুসরণ করতে আমাদেরকে সাহায্য করো। আমাদেরকে সাহায্য করো যেন আমরা যা বলি এবং করি তার সবকিছুতে সততার নীতি প্রয়োগ করতে পারি।

আমাদের পিতা হওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ যিনি আমাদের সব চাহিদা পূরণ করেন এবং আমাদের নির্দেশনা প্রদান করেন। আমাদের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে আমরা তোমাকে বিশ্বাস করতে চাই।

আমেন

---

[20] Stephen M. R. Covey. *The Speed of Trust: The One Thing That Changes Everything*. (New York: Free Press, 2006), 15

১০ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) নিচের প্রতিটির উপর একটি করে অনুচ্ছেদ লিখুন:

- ঈশ্বরের চরিত্র (সত্য) এবং আমাদের জন্য ঈশ্বরের মাপকাঠির (সততা) মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন। ব্যাখ্যা করুন কেন ঈশ্বর চান যে আমরা সমস্ত কথায় এবং আমাদের সমস্ত আচরণে সৎ হই।
- বাইবেল সততার ব্যাপারে কী বলে তা সংক্ষেপে লিখুন। আপনার সংক্ষিপ্ত বিবরণে অন্তত তিনটি শাস্ত্রীয় পদ লিখুন।
- অন্যদের সাথে আপনার সম্পর্কে অসততা/সততা কীভাবে প্রভাব ফেলে তা অন্তত চারটি উপায়ে বর্ণনা করুন।

(২) সততা সম্পর্কে একটি বাইবেলভিত্তিক উপস্থাপনা প্রস্তুত করুন যা আপনি আপনার সংস্কৃতির কিছু লোকের সাথে শেয়ার করতে পারেন। ঈশ্বরের মাপকাঠির জন্য বাইবেলের একটি উদাহরণ দিন, তারপর নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এটি প্রয়োগ করুন।

পাঠ ১১
মানব জীবনের মূল্য

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) বিশ্বাস করবে যে প্রত্যেক ব্যক্তিই মূল্যবান এবং সম্মানের যোগ্য কারণ সকলেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট।

(২) তার এলাকায় যারা দুর্ব্যবহারের শিকার তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করার ও করুণা প্রকাশ করার দায়িত্ব নেবে।

(৩) পরিস্থিতি নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হবে।

ডেল কার্নেগি, একজন ব্যক্তি যিনি মানুষকে মূল্যবান বলে গণ্য করতেন

ডেল কার্নেগি (Dale Carnegie) তার "হাউ টু উইন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স পিপল" বইটির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সকল মানুষ মনোযোগ এবং সম্মান পাওয়ার যোগ্য, কারণ তারা মানুষ হিসেবে সহজাতভাবে মূল্যবান। তার নীতিগুলি শেখানোর জন্য দ্য ডেল কার্নেগি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

একবার ডেল কার্নেগি ইনস্টিটিউটে ব্যবসায়িক পেশাদারদের জন্য একটি সান্ধ্যকালীন ক্লাস হয়েছিল, যেখানে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ হতে এবং মানুষের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে শেখানো হয়েছিল। যখন শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়েছিল, তখন তারা একটি প্রশ্নে অবাক হয়েছিল। অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটি ছিল, "ক্লাস থেকে বের হওয়ার সময় যে মহিলা সর্বদা লবি ঝাড়ু দেয় তার নাম কী?" শিক্ষার্থীরা বাড়ি যাওয়ার জন্য ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় অনেকবার তার পাশ দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারা তাকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেনি, যদিও তারা বন্ধুত্বপূর্ণ হতে এবং সংযোগ তৈরি করার ক্লাস থেকেই আসছিল। তারা ধরে নিয়েছিল যে তাদের নতুন দক্ষতা কেবল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

মানবতার খ্রিষ্টীয় মূল্য

যতজন ব্যক্তি খ্রিষ্ট যিশুতে তাদের বিশ্বাসকে স্থাপন করেছে, তারা সকলের একই দেহের—খ্রিষ্টের দেহের—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ: "ইহুদি কি গ্রিক, ক্রীতদাস কি স্বাধীন, পুরুষ কি স্ত্রী, তোমরা সকলেই খ্রিষ্ট যিশুতে এক" (গালাতীয় ৩:২৮)।

লূকের সুসমাচারে একটি কথোপকথনের কথা বলা হয়েছে যখন যিশু আদেশটি উদ্ধৃত করেছিলেন, "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতোই প্রেম করবে।" এক শাস্ত্রবিদ তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, "আমার প্রতিবেশী কে?" (লূক ১০:২৯)। প্রশ্নটি উল্লেখযোগ্য ছিল, কারণ সেই শাস্ত্রবিদ মনে করেছিল যে তার সকলকে ভালোবাসার প্রয়োজন নেই। সে মনে করেছিল যে এই আদেশটি অনুযায়ী তার কেবল একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর লোককে ভালোবাসলেই হবে।

সকল সংস্কৃতির মানুষের নীতি-নৈতিকতা একই রকম। তারা জানে যে চুরি, খুন এবং নিপীড়ন অন্যায়। তবে, তারা মনে করে না যে সকলেরই ন্যায্য আচরণ প্রাপ্য। হয়ত তারা তাদের বন্ধুর কাছ থেকে চুরি করবে না, কিন্তু তারা অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে চুরি করবে। হয়ত তারা তাদের নিজস্ব জাতির কাউকে হত্যা করবে না, কিন্তু তারা একজন বিদেশীকে হত্যা করবে। হয়ত তারা তাদের নিজস্ব আত্মীয়দের উপর অত্যাচার করবে না, কিন্তু তারা এমন একটি জাতির লোকদের নিপীড়িত করবে যাদেরকে তারা ঘৃণা করে।

খ্রিষ্টের অনুসারীরা বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, যার অসীম মূল্য রয়েছে।

যখনই কোনো স্বর্গদূত মানুষের সামনে উপস্থিত হয়েছেন, যেমন শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে, তখন তাঁর প্রথম কথা ছিল "ভয় কোরো না," কারণ তাঁর উপস্থিতি ছিল অভিভূতকারী এবং বিস্ময়কর। কখনো কখনো মানুষ উপাসনার তাগিদে স্বর্গদূতদের সামনে প্রণিপাত করত।[21] কিন্তু মানুষ স্বর্গদূতদের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ (১ করিন্থীয় ৬:৩)।

আপনার হয়তো এমন একজন ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারে যে একজন নিচু শ্রেণীর ভিখারি, অশিক্ষিত, নির্বোধ, মন্দ চরিত্রের, দক্ষতার অভাব, প্রভাবহীন, বিতৃষ্ণাজনক চেহারা এবং একজন আকর্ষণহীন ব্যক্তিত্ব; অথচ সে অনন্তকালীন ফলাফল নিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। যদি তাকে ঈশ্বর পরিত্রাণ দেন, তাহলে সে পৃথিবীতে আমরা যা দেখেছি তার চেয়ে মহান হয়ে উঠবে।[22] অতএব, সে সম্মানের যোগ্য।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য গালাতীয় ৩:২৮ পদ পড়বে।

এই পদটিতে তিনটি উপায়ে মানুষকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়—জাতি, সামাজিক শ্রেণী এবং লিঙ্গ। সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক স্তর অন্তর্ভুক্ত। আমরা বয়স, শিক্ষাগত স্তর এবং দক্ষতার মতো অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ যোগ করতে পারি। এই শ্রেণীবিভাগগুলির কোনোটিই ঈশ্বরের কাছে একজন ব্যক্তির মূল্যকে প্রভাবিত করে না।

► কেউ কি অন্যদের চেয়ে বেশি মূল্যবান হতে পারে? ব্যাখ্যা করুন।

উচ্চ বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা, দক্ষতা, শারীরিক শক্তি, নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা, অথবা অর্থসম্পন্ন ব্যক্তি *কোনোকিছু অর্জনের জন্য* বেশি মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে, এই বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে একজন ব্যক্তিকে *মানুষ হিসেবে* বেশি মূল্যবান মনে করা ভুল। এই বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যবহারিক মূল্য আছে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানবতার অপরিহার্য প্রকৃতির অসীম এবং চিরন্তন মূল্য রয়েছে।

পক্ষপাতিত্ব

মানুষ মনে করে যে কোনো নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সকলেরই কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কখনো কখনো এই বিবৃতিগুলি ত্বকের রঙের উল্লেখ করে তৈরি করা হয়, যেমন "শ্বেতাঙ্গরা সর্বদা ________" বা "কৃষ্ণাঙ্গরা সকলেই ________।"

---

[21] এর একটি উদাহরণ হল প্রকাশিত বাক্য ২২:৮-৯, "আমি যোহন, এসব বিষয় শুনলাম ও দেখলাম। আর যখন আমি সেগুলি শুনলাম ও দেখলাম, তখন যে স্বর্গদূত সেসব আমাকে দেখাচ্ছিলেন, আমি তাঁর উপাসনা করার জন্য তাঁর পায়ে পড়ে তাঁকে উপাসনা করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি এরকম কোরো না। আমি তোমার ভাববাদী ভাইদের ও যারা এই পুঁথিতে লিখিত সব বাক্য পালন করে, তাদের সহদাস। কেবলমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করো!'"

[22] ১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায় খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের দেহের বিস্ময়কর রূপান্তরের ব্যাখ্যা করে যা পুনরুত্থানের সময় ঘটবে।

কখনো কখনো এই বিবৃতিটি কোনো জাতীয়তার কথা উল্লেখ করে, যেমন হাইতিয়ান, জার্মান বা জাপানি। কখনো কখনো এটি আরো সুনির্দিষ্ট হয়, যেমন কোনো উপজাতির নাম বা কোনো দেশের মধ্যে কোনো জাতিগোষ্ঠী।

মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের সম্পর্কে যে বক্তব্য দেয় তা কখনো কখনো প্রশংসাসূচক হলেও, প্রায়শই তা সমালোচনামূলক হয়। বিবৃতিতে বলা হতে পারে যে সেই গোষ্ঠীর প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট খুঁত আছে।

এখানে জাতিগোষ্ঠী বা জাতীয়তা সম্পর্কে মানুষের সমালোচনামূলক বক্তব্যের উদাহরণ দেওয়া হল। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নাম শূন্যস্থানে বসবে।

- __________ অলস।
- __________ ঘনঘন মদ্যপান করে।
- __________ সুযোগ থাকলেই চুরি করবে।
- __________ যখন-তখন মারামারি করে।
- __________ সঠিকভাবে কাজ শেষ করে না।
- __________ স্কুলে ভালো ফল করার জন্য খুব একটা স্মার্ট নয়।
- __________ দ্রুত রেগে যায়।
- __________ সবসময়ে মিথ্যে কথা বলে।

এটি স্পষ্ট যে জাতিগত পার্থক্য বিদ্যমান, এবং এই পার্থক্যগুলি শারীরিক বৈশিষ্ট্যের চেয়েও বেশি। একটি জাতিগোষ্ঠী তাদের শারীরিক এবং মানসিক ক্ষমতার কারণে নির্দিষ্ট কিছু খেলাধুলা বা কাজের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে।

কোনো জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য থাকে। সংস্কৃতি মানুষকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট উপায়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে শেখায়, তাই আমরা নির্দিষ্ট সংস্কৃতির মানুষের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ আশা করে থাকি।

কোনো গোষ্ঠীর শারীরিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা ভুল নয়। তবে, কোনো ব্যক্তির জাতিগত পরিচয় বা সংস্কৃতির ভিত্তিতে তার চরিত্র বিচার করা ভুল। যেকোনো জাতিগোষ্ঠীর মানুষ ধার্মিক, সৎ এবং দয়ালু হতে পারে। যদি আপনি তাকে ব্যক্তিগত ভাবে না জানেন, তাহলে তাকে খারাপ চরিত্রের ব্যক্তি বলে অনুমান করা ভুল হবে।

আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অন্যদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রভাব ফেলে। যদি কোনো ব্যক্তির সাথে অন্য কোনো জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা খারাপ আচরণ করে, তাহলে সে হয়তো মনে করতে শুরু করতে পারে যে সেই জাতিগোষ্ঠীর সবাই একই রকম। যদি সেই ব্যক্তি বারবার সেই জাতিগোষ্ঠীর কারো কাছ থেকে খারাপ আচরণ পায়, অথবা যদি সেই খারাপ অভিজ্ঞতা তার অল্প বয়সে ঘটে, তাহলে সেই ধারণা আরো দৃঢ় হয়।

দু'টি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী দ্বন্দ্ব প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এমন মানুষ তৈরি করতে পারে যাদের একে অপরের বিরুদ্ধে ভুল ধারণা রয়ে যায়।

যখন একটি শিশু তার বাবা-মা এবং অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে একটি জাতিগোষ্ঠীর লোকদের সম্পর্কে কথা বলতে শোনে, তখন সেই জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে তার মতামত তৈরি হয়।

একজন বিশ্বাসীর যে কোনো জাতি-গোষ্ঠীর প্রতি তার নিজস্ব মনোভাব পরীক্ষা করা উচিত এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা উচিত যাতে সে নিরপেক্ষতা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে ঈশ্বর অন্যদের প্রতিও ঠিক একইভাবে যত্নশীল, যেমন তিনি আমাদের প্রতি যত্নশীল, এবং আমরা যদি তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করি, তবে তিনি খুশি হন না।

পরিচর্যা কাজে পক্ষপাতিত্ব

পুরাতন নিয়মে যোনার গল্পটি শিক্ষণীয়। যোনা আমাদের বলেন যে কেন তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে পালিয়েছিলেন:

> তিনি সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, “হে সদাপ্রভু, আমি যখন বাড়িতে ছিলাম তখনই কি আমি একথা বলিনি? সেই কারণেই তর্শীশে পালিয়ে গিয়ে আমি এটা বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলাম। আমি জানতাম যে, তুমি এক কৃপাময় ও স্নেহশীল ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর ও প্রেমে মহান। তুমি এমন ঈশ্বর, যে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েও মন পরিবর্তন করো। এখন, হে সদাপ্রভু, তুমি আমার প্রাণ নিয়ে নাও, কারণ বেঁচে থাকার চেয়ে আমার মরে যাওয়া ভালো”। (যোনা ৪:২-৩)

যোনা ঈশ্বরের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন কারণ তিনি আসিরীয়দের গভীরভাবে ঘৃণা করতেন, এবং তিনি জানতেন যে নীনবীবাসীদের মধ্যে কাজ করার জন্য ঈশ্বরের আহ্বানের অর্থ হল ঈশ্বর তাদের প্রতি মঙ্গল সাধন করার একটি দৃঢ় সম্ভাবনা আছে।

জাতিগত সামাজিক ধারণাটি বাইবেলের ধারণা নয়। বাইবেল শিক্ষা দেয় যে সমস্ত মানুষ *একটাই জাতি* এবং তা হল *মানবজাতি*: “তিনি একজন ব্যক্তি থেকে সব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তারা সমস্ত পৃথিবীতে বসবাস করে। তিনি আগেই তাদের নির্দিষ্ট কাল ও বসবাসের জন্য স্থান স্থির করে রেখেছিলেন” (প্রেরিত ১৭:২৬)।

ঈশ্বর মন্ডলীকে পৃথিবীর প্রতিটি জন-গোষ্ঠীর মানুষের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন (প্রেরিত ১:৮)। গোষ্ঠীগত দিক থেকে আলাদা হলেও, মানুষের আত্মার মূল্য একই।

মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতি অসম্মান

যেহেতু মানুষ পার্থিব, জাগতিক অগ্রাধিকার গ্রহণ করার প্রবণতা রাখে, তাই তারা মানুষের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভুল উপায় ব্যবহার করে। অনেক সমাজ কিছু মানুষকে কম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করে এবং তাদের সাথে এমন আচরণ করে যেন তারা মানুষের চেয়েও নিম্নতর কোনো প্রাণী।

বিভিন্ন সমাজ কীভাবে নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষের সাথে অসম্মানজনক আচরণ করেছে তার উদাহরণ নিচে দেওয়া হল। এই প্রথাগুলির মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক; বাকিগুলি এখনো প্রচলিত।

মানুষকে অসম্মান করার কিছু বাস্তব উদাহরণ:

- বৃদ্ধ ব্যক্তিরা আর কাজে লাগে না, তাই তাদের মৃত্যুর জন্য নির্জন স্থানে রেখে আসা হয়।
- মানুষ ভিন্ন জন-গোষ্ঠীর লোকদের দাস হিসেবে রাখে, এবং তাদের বিক্রি করতে পারে অথবা তাদের সাথে যেভাবে ইচ্ছা আচরণ করতে পারে।

- ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো নির্দিষ্ট জন-গোষ্ঠীর লোকদের নিয়োগ করবে না বলে বিজ্ঞাপন দেয়।
- নারীদেরকে তাদের স্বামীদের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, স্বামীরা যেভাবে ইচ্ছা, তাদের সাথে তেমনই আচরণ করবে।
- পরিবারগুলি পুত্র সন্তানদের চাহিদায় কন্যা সন্তানদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।
- একটি জাতির সরকার কোনো নির্দিষ্ট জাতির সকলকে হত্যা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সৈন্য পাঠায়।
- শিশুদের মানসিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে পরিত্যক্ত করা হয়।
- একটি জাতির এমন আইন আছে যা একজন মহিলাদের গাড়ি চালানো বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে নিষেধ করে।
- যারা সাধারণ জাতীয় ভাষায় কথা বলে, কিন্তু স্কুলে শেখানো ভাষা ব্যবহার করে না, তাদের সরকারি অফিসে নিজেদের পক্ষে কথা বলার অনুমতি নেই।
- আফ্রিকান নামের পরিবর্তে ইংরেজি নাম থাকলে লোকেদের নিয়োগ করা হয়।
- বাবারা তাদের মেয়েদের দাসত্ব বা পতিতাবৃত্তিতে বিক্রি করে দিতে পারে।
- শিশুদের জন্মের আগেই হত্যা করা হয় কারণ মায়েরা সন্তান ধারণের জন্য প্রস্তুত থাকে না।

কিছু মতধারা বা দর্শন এবং ধর্ম বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে দুর্ব্যবহারকে সমর্থন করে।

নাস্তিক বিবর্তনবাদীরা বিশ্বাস করে না যে মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে বিশেষভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা বিশ্বাস করে যে আধুনিক মানুষ মানবজাতির দুর্বল এবং কম বুদ্ধিমান বৈচিত্র্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে এবং তাদের ধ্বংস করে বিকশিত হয়েছে। তারা বিশ্বাস করে যে "যোগ্যতমের বেঁচে থাকার অধিকার আছে" নীতিটি আমাদের ধারণ করে। যদি তা সত্য হয়, তাহলে মানুষের পক্ষে মানবতার দুর্বল রূপগুলিকে ক্রমাগত ধ্বংস করতে থাকাই উপযুক্ত হত। কিন্তু আমরা জানি যে সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছে এবং তাই আমরা ঈশ্বরের কাছে স্পেশাল।

বিশ্বের অনেক দেশ ডাক্তারদেরকে ভ্রূণহত্যার অনুমতি দেয়। এমনকি, কিছু সরকার অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে শিশুদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছে। অনেক দেশে, মায়েরা ডাক্তারদেরকে তাদের শিশুদের জন্মের আগেই হত্যা করতে বলেন, কারণ তারা সন্তান ধারণের জন্য উপযুক্ত অবস্থায় নেই। যখন অজাত শিশুদের হত্যা করা হয়, তখন তাদের সাথে এমন আচরণ করা হয় যেন তারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়নি এবং তাদের কোনো মূল্য নেই। তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়, এবং তারা নিজেদের পক্ষে কথা বলতে বা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে না।

কোনো কোনো ধর্মমত বিশ্বাস করে যে মানুষ পূর্বজন্মে তাদের নিজস্ব ভুল কর্মের জন্য এখন কষ্ট ভোগ করছে। তারা বিশ্বাস করে যে নিপীড়িত ব্যক্তিরা তাদের বর্তমান অবস্থারই যোগ্য। তারা বিশ্বাস করে যে যদি একজন ব্যক্তি দুঃখকষ্ট এবং নিপীড়ন ভালোভাবে সহ্য করে, তাহলে পরজন্মে তার জীবন আরো ভালো হতে পারে। এই ধর্মগুলি একজন নিপীড়িত ব্যক্তিকে সাহায্য করার খুব কম কারণ দেয়, কারণ তারা মনে করে যে ব্যক্তিটি একটি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

ভুল দর্শন এবং ধর্ম মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের উপর ভয়াবহ নির্যাতন সহ্য করতে বাধ্য করে। সমাজ চরম সামাজিক অবিচারের পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে। বিশ্বাসীরা এক্ষেত্রে আলাদা। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে বিশেষ সৃষ্টির বাইবেলভিত্তিক মতবাদই মানবিক মূল্যবোধের একমাত্র পর্যাপ্ত ভিত্তি প্রদান করে।

► আপনার সমাজে কোন শ্রেণীর মানুষের প্রতি অসম্মান স্বাভাবিক?

উত্তম প্রতিবেশী

যিশুর অনেক দৃষ্টান্তের মতো, উত্তম শমরীয়ের কাহিনীটি (লূক ১০:২৯-৩৭) তাঁর শ্রোতাদেরকে হতবাক করে দিয়েছিল। যখন তিনি বলেছিলেন যে কীভাবে যাজক এবং লেবীয় আহত ব্যক্তিটিকে সাহায্য না করে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল, তখন কেউ অবাক হয়নি। যাজক এবং লেবীয়রা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অংশ ছিল, কিন্তু লোকেরা ভেবেছিল যে তারা অর্থ এবং ক্ষমতার দ্বারা কলুষিত ছিল।

শ্রোতারা আশা করেছিল যে তৃতীয় ব্যক্তিটি গল্পের নায়ক হবেন, কিন্তু তারা হতবাক এবং হতাশ হয়েছিল যে নায়ক আসলে ছিল একজন শমরীয়। শমরীয়রা জাতিগতভাবে মিশ্র ছিল এবং তারা তাদের ধর্মে বিভ্রান্ত ছিল। উভয় বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহুদিরা তাদের হেয় জ্ঞান করত।

মনে আছে, এক ইহুদি যিশুকে এই প্রশ্নটি করেছিল, "আমার প্রতিবেশী কে?" সে চেয়েছিল যে কাদের ভালোবাসতে হবে তা যেন যিশু একটি সংকীর্ণ শ্রেণী নির্ধারণ করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেন। জগতের বেশিরভাগ মানুষের মতো, সে ভেবেছিল যে তাঁ নৈতিক দায়বদ্ধতা কেবল নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষের জন্য, এবং তাকে অন্যদের নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

যিশু এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন এই বলে যে, আমাদের যার সাথেই দেখা হোক না কেন, তার প্রতি আমাদের যত্ন নেওয়া উচিত। আমরা যার সাথেই মিলিত হই, সেই ব্যক্তিই আমাদের প্রতিবেশী হয়ে ওঠে। কিন্তু যিশু এমন একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছিলেন যা কেউ জিজ্ঞাসা করেনি, "একজন উত্তম প্রতিবেশী কে?" অথবা "কোন ধরণের ব্যক্তি এমন ভালোবাসা দেখায়?" তিনি দেখিয়েছিলেন যে, সমাজ যে ব্যক্তিকে সম্মান করে না, সে এমন একজন ব্যক্তি হতে পারে যে ঈশ্বরকে খুশি করে এবং ঈশ্বর যে ভালোবাসা দেখতে চান তা দেখায়।

প্রেরিত যাকোব মন্ডলীগুলিকে সতর্ক করে দিয়েছেন যেন জাগতিক মানদণ্ড অনুযায়ী মানুষকে সম্মান না করে।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য যাকোব ২:১-৯ পদ পড়বে। আপনি মন্ডলীগুলিকে অনুরূপ কী কী করতে দেখেছেন?

পৃথিবীতে যাদের গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়, তাদের অনেকেই ঈশ্বরের দ্বারা সম্মানিত নন। ঈশ্বরকে খুশি করে এমন অনেক মানুষ পৃথিবীতে সম্মানিত হন না। যিশু বলেছিলেন যে শেষকালে বহু মানুষের মর্যাদার অদল-বদল হবে (মথি ১৯:৩০)।

যখন খ্রিষ্টবিশ্বাসী ভাইয়েরা একত্রিত হয়, তখন দরিদ্র ব্যক্তি এমন একটি মর্যাদা লাভ করে যা সারা পৃথিবীতে সে কখনো পায়নি, কারণ তাকে খ্রিষ্টবিশ্বাসী ভাই হিসেবে সম্মান করা হয়। ধনী ব্যক্তি, পৃথিবীতে তার যে মর্যাদা রয়েছে তা হারায়, কারণ তার অর্থ তাকে মন্ডলীর অন্যদের চেয়ে উপরে রাখে না (যাকোব ১:৯-১০)।

দাসত্ব

ক্রীতদাস হলো এমন একজন ব্যক্তি যে অন্য ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। দাসত্বকে অনুমোদনকারী বেশিরভাগ দেশেই একজন "মানুষ" হিসেবে দাসের কোনো অধিকার নেই। মালিক দাসের সাথে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, যেন দাসটি একটি প্রাণী বা যন্ত্র। দাসের নিজস্ব ইচ্ছা এবং আকাঙ্খা মালিকের ইচ্ছার অধীন। স্বামী এবং স্ত্রীকে তাদের মালিক আলাদা করতে পারে এবং সন্তানদের তাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হতে পারে।

পুরাতন নিয়মে, ঈশ্বর দাসত্বকে সীমাবদ্ধ করেছিলেন এবং দাসের জন্য কিছু অধিকার সুরক্ষিত করেছিলেন (যাত্রাপুস্তক ২১:১-১১, ২৬-২৭)। সেই সময়ে দাসের অধিকারের প্রতি যত্নশীল হওয়া খুবই অস্বাভাবিক ছিল। নতুন নিয়মে, ঈশ্বর বলেছিলেন যে তিনি সকল মানুষের প্রভু, মর্যাদার কারণে কাউকে পক্ষপাত করেন না এবং যারা দাসদের প্রভু, তাদের সদয় এবং ন্যায্য হওয়া উচিত (ইফিষীয় ৬:৯)। একজন ক্রীতদাসের সাথে প্রতিটি মানুষের প্রাপ্য বিবেচনার ভিত্তিতে আচরণ করা উচিত—এই নীতিটি অবশেষে বাইবেলের দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত জাতিগুলিতে দাসত্ব বিলোপের দিকে পরিচালিত করেছিল।

দাসপ্রথা এখনও অনেক জায়গায় বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, কিছু জায়গায়, বাবা-মায়েরা শিশুদের কাজ বা যৌন ব্যবহারের জন্য বিক্রি করে দেন। কখনো কখনো অসুস্থতা বা অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য শিশুদের মন্দিরে দিয়ে দেওয়া হয়। কিছু ক্ষেত্রে মহিলাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পতিতাবৃত্তিতে রাখা হয়। আবার কখনো দাসত্বের উদ্দেশ্যে মানুষকে অন্য দেশে পাচার করা হয়।

আর্থিক নিপীড়ন

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব থাকায়, কোনো স্থানের পরিস্থিতি আংশিকভাবে দাসত্বের মতো হতে পারে। মানুষের নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনার স্বাধীনতা থাকে না। একজন ব্যক্তির জন্য তার চাকরি পরিবর্তন করে ভালো কিছু করার সুযোগ খুব কমই থাকে। কিছু লোক এমন মজুরিতে কাজ করে যা তাদের পরিবার চালানোর জন্য বেশ কঠিন। তারা নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু খাবার ছাড়া অন্য কিছু কিনতে পারে না। তারা চিকিৎসার খরচ বহন করতে সক্ষম নয়। তারা যতই কঠোর পরিশ্রম করুক, তারা কখনোই ভালো বাড়িতে থাকতে পারবে না, কারণ তাদের চাহিদা মেটানোর মত টাকা কখনই যথেষ্ট হয় না। তাদের নিয়োগকর্তারা বেশি বেতন দেয় না, কারণ তারা সবসময় কম বেতনে কাজ করার জন্য লোক খুঁজে নেয়।

অর্থনৈতিক নিপীড়ন জটিল এবং এটি কেবল নিয়োগকর্তাদের দোষ নয়। কিছু দেশে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায়, কিন্তু কারখানা এবং বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম। যদি সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, তাহলে উচ্চমাত্রার কর এবং ঘুষ দাবি করে বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবসা শুরু করা থেকে বিরত রাখতে পারে। যদি অনেক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্য করার অনুমতি দেওয়া হত, তাহলে শ্রমিকদের মজুরি বেশি হবে কারণ শ্রমিকরা কোথায় কাজ করবে তা বেছে নিতে পারত, এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরো ভালো মজুরি ও চুক্তিতে তাদের আকৃষ্ট করতে হবে। যেহেতু খুব কম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত, এবং শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের বিকল্প খুব কম থাকে, তাই নিয়োগকর্তারা তাদের কর্মীদের কম বেতন দিতে পারে। শ্রমিকরা তাদের আর্থিক চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত আয় করতে পারে না।

সরকারের উদ্দেশ্য হলো আক্রমণ থেকে জনগণকে রক্ষা করে এবং তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করে তাদের সেবা করা। মৌলিক মানবিক স্বাধীনতা হলো: মতামত প্রকাশের, ধর্ম পালনের, লাভের জন্য কাজ করার, এবং সম্পত্তির মালিকানার অধিকার। যে ব্যক্তিকে এই কাজগুলি করতে দেওয়া হয় না তাকে সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বাসীরা পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে, এবং অর্থনৈতিকভাবে নিপীড়িত মানুষদের সাহায্য করার চেষ্টা করে না।

জোৎস্না একটি ছোট্ট গ্রামে বাস করত যেখানে কোনোরকম কর্মসংস্থান ছিল না। সে তার তিন সন্তানকে তাদের দিদিমার কাছে রেখে শহরে চলে গিয়েছিল যেখানে সে একজন পাস্টারের বাড়িতে কাজের লোক হিসেবে কাজ করত, এবং প্রতি মাসে খুব সামান্য আয় করত। সে খুব কমই তার সন্তানদের দেখতে পেত। বেশিরভাগ মানুষই একজন মায়ের তার সন্তানদের থেকে এভাবে আলাদা থাকা ভালো মনে করবে না, এমনকি বিশ্বাসীরাও জোৎস্নার মতো পরিস্থিতিতে কাউকে নিয়োগ করে নেবে। তারা ভাবে যে কেন তাদের বেশি বেতন দেওয়া উচিত, যখন কেউ অল্প বেতনে কাজ করতে ইচ্ছুক? যদি সে তার সন্তানদের ছেড়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে যদি সে তাদের সন্তানদের ছেড়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তার সন্তানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়ে তাদের কেন উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত?

► জোৎস্নার পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করার কি বিশ্বাসীদের কোনো বাধ্যবাধকতা আছে? কীভাবে?

আমোষ লিখিত পুস্তকে বেশ কয়েকবার অর্থনৈতিক নিপীড়নের কথা বলা হয়েছে। আমোষ ৫:১১-১২ পদে ভাববাদী ঘুষের কথা উল্লেখ করেছেন যার ফলে বিচারকরা অর্থের অধিকারী ব্যক্তির পক্ষ নেয় এবং দরিদ্রদের ন্যায়বিচার পাওয়া অক্ষম করে তোলে। আমোষ ৮:৪-৬ পদে ভাববাদী সেইসব লোকেদের দোষীসাব্যস্ত করেছেন যারা দরিদ্রদের প্রতারণা করার জন্য মিথ্যা পরিমাপ ব্যবহার করে। আমোষ ৪:১ পদে তিনি বলেছেন যে, নারীরাও দোষী যদি তারা তাদের স্বামীদের দরিদ্রদের উপর অত্যাচার করে উপার্জিত সম্পদ নিয়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন করে। ভাববাদী বলেছেন যে ন্যায়বিচার নদীর মতো প্রবাহিত হওয়া উচিত (আমোষ ৫:২৪), যার অর্থ এটি প্রচুর পরিমাণে এবং সকলের জন্য সহজলভ্য হওয়া উচিত।

মানব মূল্য এবং কর্তৃপক্ষের ভূমিকাসমূহ

প্রতিটি ব্যক্তি অসীম মূল্যবান, এর অর্থ এই নয় যে মানুষের মধ্যে কোনো কর্তৃত্বের কাঠামো থাকা উচিত নয়। সমান মূল্যের অর্থ সমান কর্তৃত্ব নয়। উদাহরণস্বরূপ, ত্রিত্বের প্রতিটি ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে এবং সমানভাবে ঈশ্বর হলেও, পুত্র পিতার কাছে সমর্পিত (যোহন ৬:৩৮)। ঈশ্বর একজন স্ত্রীকে তার স্বামীর আনুগত হতে আদেশ দিয়েছেন; এর অর্থ এই নয় যে সে তার থেকে নিকৃষ্ট (ইফিষীয় ৫:২২)। ঈশ্বর সন্তানদেরকে তাদের বাবা-মায়ের বাধ্য হতে বলেছেন; এর অর্থ এই নয় যে তারা তাদের বাবা-মায়ের থেকে নিকৃষ্ট, একমাত্র বড় হয়ে ওঠার সময় ছাড়া (ইফিষীয় ৬:১)।

ঈশ্বর সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন (রোমীয় ১৩:১-৫)। তিনি মন্ডলীতেও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন (ইব্রীয় ১৩:১৭)।

সকল লিডারের মনে রাখা উচিত যে তারা দাস (মথি ২০:২৫-২৮)। নেতৃত্বদানের মাধ্যমে সেবা করার অর্থ হল যারা তাদের অনুসরণ করে তাদের উপকারের জন্য নেতৃত্ব দেওয়া। লিডার নিজের লাভের জন্য নেতৃত্ব দেয় না, বরং যারা তাকে অনুসরণ করে তাদের সেবা করার জন্য নিজের লাভ ত্যাগ করে।

▶ একদিক থেকে কিছু মানুষ অন্যদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আবার আরেকদিক থেকে সকল মানুষ সমান গুরুত্বপূর্ণ – এই বিষয়টি আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

বিশ্বাসীদের জন্য কিছু প্রয়োগ

নিশ্চিত করুন যে মন্ডলীর পরিবার সকল মানুষের যত্ন নিচ্ছে।

- বয়স্ক ব্যক্তিদের কি স্মরণ করা হয় এবং তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করা হয়?
- শিশুদের কি মূল্য দেওয়া হয়, এবং তাদের পরিপক্কতার স্তর অনুযায়ী কি তাদের শিক্ষা দেওয়া এবং অনুপ্রাণিত করা হয়?
- দরিদ্র ব্যক্তিরা কি আপনার মন্ডলীতে স্বাগত এবং তারা কি সেখানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে?
- আপনি কি মন্ডলীর লোকেদের তাদের আর্থিক অবস্থা বা সমাজে তাদের মর্যাদার জন্য সম্মান করা এড়িয়ে যান?
- সকল জন-গোষ্ঠীর মানুষ কি মন্ডলীর সহভাগিতায়, জীবনযাপনে ও পরিচর্যায় অংশগ্রহণ করতে পারে?
- আপনার এলাকায় কি এমন কোনো জন-গোষ্ঠী আছে যাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা প্রয়োজন?
- আপনার আশেপাশে কি কোনো নির্যাতিত মানুষ আছে, যাদের পক্ষে কথা বলার জন্য কাউকে প্রয়োজন?

একটি ধার্মিক পরিবারের সকলের প্রতি মূল্যবোধ প্রদর্শন করা উচিত। স্বামী-স্ত্রী'র উভয়কেই সম্মান করা উচিত। তাদের চাহিদা বিবেচনা করা উচিত। শিশুদের উপেক্ষা করা বা তুচ্ছ বলে বিবেচনা করা উচিত নয়। শিশুদের সঠিকভাবে শাসন করা উচিত। আপনার প্রতিবেশীর সাথে হিংসাত্মক আচরণ করার অধিকার যেমন আপনার নেই, ঠিক তেমনভাবেই আপনার সন্তান বা সঙ্গীর সাথে সহিংস আচরণ করার অধিকারও আপনার নেই।

আমাদের দরিদ্রদের এমনভাবে সাহায্য করা উচিত যাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। দরিদ্রদের অপমান করে নিজেকে সম্মান করার জন্য জনসমক্ষে দান করবেন না। যদি আপনি একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে তার প্রয়োজনীয় উপার্জনের জন্য ন্যায্য পদ্ধতির পরামর্শ দেন তাহলে তার মর্যাদা সুরক্ষিত থাকে, কারণ সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং লাভের বিনিময়ে কাজ করতে পারে। সর্বোত্তম সাহায্য দরিদ্রদেরকে তাদের পরিস্থিতি পরিবর্তনের সুযোগ করে দেয়।

পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ঈশ্বর চান তাঁর লোকেরা নির্যাতিতদের মুক্ত করুক (যিশাইয় ৫৮:৬)।

নতুন নিয়মে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে যিশু দরিদ্রদের মধ্যে এসেছিলেন (২ করিন্থীয় ৮:৯)। তিনি এমন এক জায়গায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেখানে পশুদের রাখা হত (লূক ২:৭)। তাঁর বেশিরভাগ বন্ধু এবং অনুসারীরা ছিলেন শ্রমজীবী এবং দরিদ্র মানুষ। যিশু তাঁর সমাজে গুরুত্বহীন মানুষদের প্রতি যত্নশীল ছিলেন যাদের মধ্যে ছিল দরিদ্র, কুষ্ঠরোগী, বিধবা, বিদেশী এবং শিশুরা (লূক ৭:২২)। তিনি বলেছিলেন যে তিনি দরিদ্রদের কাছে সুসংবাদ দিতে এসেছেন। তিনি বলেছিলেন যে সুসমাচার নিপীড়িতদের মুক্ত করবে (লূক ৪:১৮-১৯)।

মন্ডলীর প্রথমদিন থেকেই, বিশ্বাসীরা তাদের সমাজে সক্রিয় ছিলেন। তারা পরিত্যক্ত শিশুদের তাদের বাড়িতে নিয়ে গেছেন, দাসদের মুক্ত করেছেন, এবং অসুস্থদের সাহায্য করেছেন। তারা এমন লোকদেরও যত্ন নিয়েছেন যাদেরকে তাদের সমাজ মূল্যহীন বলে মনে করত।

যিশু বলেছিলেন যে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যেন ঈশ্বরের রাজ্য আসে এবং তাঁর ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমনভাবে পৃথিবীতেও পূর্ণ হয় (মথি ৬:১০)। আমরা জানি যে ঈশ্বরের রাজ্য যখন পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে আসবে তখন সমস্ত অত্যাচার-নিপীড়নের অবসান ঘটবে। ইতিমধ্যে, আমাদের সর্বত্র নিপীড়িত মানুষের প্রতি ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

বেশিরভাগ গ্রুপেই এই বিষয়টি নিয়ে অনেক আলোচনা হবে। কিছু শিক্ষার্থীর তাদের অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে তীব্র অনুভূতি থাকতে পারে।

► ঈশ্বরের কাছে প্রতিটি ব্যক্তির মূল্য যদি আপনি স্মরণে রাখেন, তাহলে অন্যান্য জন-গোষ্ঠীর প্রতি আপনার মনোভাব কীভাবে পরিবর্তিত হবে?

► আপনি এখন মানবিক মূল্য সম্পর্কে যা জানেন তার কারণে আপনি ভিন্নভাবে কী করতে চান? অন্যরা যা করেছে তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করার চেয়ে শিক্ষার্থীদের তাদের নিজস্ব প্রতিশ্রুতি শেয়ার করতে উৎসাহিত করুন।

► মানবিক মূল্যবোধ কীভাবে একটি মন্ডলীর পরিচর্যা কাজের উপর প্রভাব ফেলবে?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

তোমার প্রতিমূর্তিতে আমাদের সৃষ্টি করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। সকল মানুষকে সম্মান করতে আমাকে সাহায্য করো। মানুষের প্রতি আমার যদি কোনো কুসংস্কার এবং অসন্তোষ থাকে, তা থেকে অনুতপ্ত হতে আমাকে সাহায্য করো।

আমি প্রার্থনা করি যে তুমি বিশ্বজুড়ে যাদের সাথে জাতিগত, লিঙ্গ, বয়স বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যায় আচরণ করা হয় তাদের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করো।

নিপীড়িত মানুষদের রক্ষা করতে এবং আমার সমাজকে সকলের জন্য ন্যায্য করে তুলতে আমাকে সাহায্য করো। আমাদের মন্ডলী এবং প্রতিটি বিশ্বাসীকে নির্দিষ্ট উপায়ে বিশ্বের প্রতি তোমার ভালোবাসা প্রদর্শন করতে সাহায্য করো।

আমেন

১১ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) সমাজে মানুষের আচরণ পরিবর্তনের জন্য মন্ডলীর ঈশ্বর-প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে লিখুন।

- আপনার মন্ডলীর কী করা উচিত?
- প্রত্যেক বিশ্বাসীর কী করা উচিত?
- আপনি কী করবেন?

(২) দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:১০-২২ পদ অধ্যয়ন করুন। সেই আজ্ঞাগুলির তালিকা তৈরি করুন যেগুলি মানুষের মূল্যকে তুলে ধরে। প্রতিটি আজ্ঞার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ১২

সরকার

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) সরকারকে ঈশ্বর যে দায়িত্ব এবং সীমাবদ্ধতা দিয়েছেন তা বুঝতে পারবে।

(২) সরকারের সাথে সম্পর্কিত আত্মিক নির্দেশনা এবং নীতিসমূহ মেনে চলবে।

(৩) সমাজে ধার্মিকতার জন্য প্রভাবশালী হতে হয়ে ওঠার অঙ্গীকার করবে।

উইলিয়াম উইলবারফোর্স, মানবতার রক্ষক

উইলিয়াম উইলবারফোর্স (William Wilberforce ১৭৫৯-১৮৩৩) ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একজন সদস্য যিনি একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন এবং ক্রীতদাসপ্রথা, শিশুশ্রম এবং দরিদ্রদের প্রতি দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিরোধিতা শুরু করেছিলেন। তিনি ২০ বছর ধরে এমন একটি আইন পাস করার জন্য কাজ করেছিলেন যা আফ্রিকা থেকে বন্দীদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জুড়ে বিক্রি করার দাস-ব্যবসার অবসান ঘটাবে। তিনি প্রায়শই হতাশ হতেন যে অন্যরা এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে না। একবার তিনি পার্লামেন্টের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে আইনটি সমর্থন করার জন্য রাজি করান, কিন্তু বিরোধীরা কিছু সদস্যকে থিয়েটারের টিকিট দিয়ে পার্লামেন্টের অধিবেশন এড়িয়ে যেতে বাধ্য করে এবং ফলস্বরূপ আইনটি পাস হয়নি। ১৮০৭ সালে একটি আইন দাসপ্রথার অবসান ঘটায়, কিন্তু দাসপ্রথা তখনও অবৈধ ছিল না। উইলবারফোর্স দাসপ্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলোপের জন্য প্রচার চালিয়ে যান। ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বেশিরভাগ অংশে দাসপ্রথার অবসান ঘটে। আইনটি পাস হবে এমন খবর পাওয়ার মাত্র তিন দিন পর উইলবারফোর্স মারা যান।।

ভূমিকা

বিশ্বাসীদের তাদের সরকারের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরাট বৈচিত্র্য রয়েছে। ইতিহাসের কিছু সময়ে এবং স্থানে একটি জাতীয় মন্ডলী ছিল যা সরকারের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিল। আবার, অন্য আরেকটি সময়কালে এবং স্থানে, সরকার মন্ডলীকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে এবং তার উপর নির্যাতন চালিয়েছে। এমন কিছু দেশ আছে যারা মানুষকে স্বাধীনভাবে যেকোনো ধর্ম পালন করার অনুমতি দেয়, এবং তাদের সরকার দাবি করে যে তারা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না।

বিশ্বাসীদের এবং সরকারের মধ্যবর্তী সম্পর্ক অনেক কঠিন প্রশ্ন নিয়ে আসে। কিছু ক্ষেত্রে একটি স্থানে মন্ডলী সরকারের সাথে এমন একটি সম্পর্ক গড়ে তোলে যা বিশ্বের অন্যান্য অংশে সরকার আলাদা হওয়ার কারণে তা দেখা যায় না।

এই পাঠে খ্রিষ্টের একজন অনুসারীর প্রতিটি ক্ষেত্রে কী করা উচিত তার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে না অথবা ব্যাখ্যা করা হবে না, তবে আমরা সরকারের সাথে একজন বিশ্বাসীর সম্পর্কের ব্যাপারে বাইবেলের কিছু নীতি দেখব।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য রোমীয় ১৩:১-৭ পদ পড়বে। এই অনুচ্ছেদে আপনি সরকার সম্পর্কে কোন কোন বক্তব্য দেখতে পাচ্ছেন?

বাইবেল আমাদের বলে যে ঈশ্বর স্বয়ং মানব সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঈশ্বর চান যে সরকার থাকুক, আর যে ব্যক্তি মানব সরকারকে মানতে অস্বীকার করে সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে (রোমীয় ১৩:১-২)।

► এই পদটি অনুযায়ী, সরকারের উদ্দেশ্য কী?

সরকারের একটি উদ্দেশ্য হল আইন প্রয়োগের মাধ্যমে মন্দ আচরণের শাস্তি দেওয়া (রোমীয় ১৩:৩)। শাসনকর্তা ঈশ্বরের সেবা করেন এবং আইন ভঙ্গকারীদের শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূরণ করেন (রোমীয় ১৩:৪)।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ১ তিমথি ২:১-২ পদ পড়বে।

আমাদের সরকারের লোকেদের জন্য প্রার্থনা করা উচিত যাতে আমরা শান্ত ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারি। এটি আমাদের বলে যে যখন একটি সরকার তার যা করা উচিত সেই অনুযায়ী কাজ করে, তখন এটি সমাজের শান্তি রক্ষা করে।

খ্রিষ্টীয় প্রভাব

► মথি ৫:১৩-১৬ পদ পড়ুন। যিশু আমাদেরকে লবণ এবং আলোর মতো হতে বলার মাধ্যমে কী বোঝাতে চেয়েছেন?

কিছু ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের ভোট দেওয়া বা সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়, কারণ এই পৃথিবীর সরকারগুলি খ্রিষ্টীয় নীতি অনুযায়ী শাসন করে না। কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসী বিশ্বাস করে যে মন্ডলী একটি পৃথক সম্প্রদায় হওয়া উচিত যেটি সমাজে জড়িত হয় না কারণ সমাজ অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত।

ভাববাদী যিরমিয় সেইসব ইহুদিদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন যাদেরকে তাদের নিজস্ব দেশ থেকে পৌত্তলিক সমাজে বসবাসের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারা স্বেচ্ছায় সেখানে যায় নি। ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের যদি কখনো সমাজে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার কোনো কারণ থাকে, তাহলে তা অবশ্যই এই ইহুদিদের ছিল। তারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেখানে ছিল, সমাজের ধর্ম ছিল পৌত্তলিক, সরকার ছিল নিপীড়ক এবং তাদের জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, এবং ইহুদিরা সেই দিনের অপেক্ষায় ছিল যেদিন তারা সেখান থেকে মুক্ত হতে পারবে।

কিন্তু এই লোকেদের জন্য ঈশ্বর ভাববাদীর কাছে কী বার্তা পাঠিয়েছিলেন তা দেখুন:

> সেই সঙ্গে ওই নগরের শান্তি ও সমৃদ্ধির অন্বেষণ করো, যেখানে আমি তোমাদের নির্বাসিত করেছি। সদাপ্রভুর কাছে সেই নগরের জন্য প্রার্থনা করো, কারণ সেই নগরের সমৃদ্ধি হলে তোমরাও সমৃদ্ধ হবে। (যিরমিয় ২৯:৭)

এই পদে ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ *শালোম*-এর অর্থ কেবল শান্তি নয়, বরং সেই আশীর্বাদ যা শান্তির সাথে সংযুক্ত। এটি ঈশ্বরের আশীর্বাদকে নির্দেশ করে। ঈশ্বরের এই উপাসকরা ঈশ্বরের আশীর্বাদগুলি তখনই দেখতে পাবে যখন তারা সেই আশীর্বাদগুলি

এমন একটি পাপী সমাজের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে যারা সেই ঈশ্বর সম্পর্কে কিছুই জানত না এবং ঈশ্বরের লোকেদের তাড়না করেছিল!

যারা ঈশ্বরের সেবা করে, তাদের উচিত তাদের সমাজকে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সম্মান করার জন্য প্রভাবিত করা যাতে তাদের সমাজ আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়। তাদের যে কেবল সুসমাচার প্রচার করাই উচিত—তা নয়, বরং প্রতিটি অবস্থা এবং প্রতিটি সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের নীতিগুলি প্রয়োগ করা উচিত।

সরকার এবং সমাজ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা গঠিত হওয়া উচিত। ঈশ্বরের প্রকাশিত সত্য থেকে নীতিতত্ত্ব (সঠিক কর্মের নিয়ম), নীতিতত্ত্ব থেকে রাজনীতি (ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতার জন্য সরকার) এবং তারপর অর্থনীতি (সম্পদ ব্যবস্থাপনা) আসা উচিত। তাই সঠিক ক্রমটি হল সত্য, তারপর নীতিতত্ত্ব, তারপর রাজনীতি, তারপর অর্থনীতি।

১। শাস্ত্র
২। নীতিতত্ত্ব
৩। রাজনীতি
৪। অর্থনীতি

মানব সমাজের সাধারণ প্রবণতা হল এই ক্রমটি উল্টে দেওয়া। মানুষ তাদের ব্যক্তিগত অর্থনীতিকে অগ্রাধিকার দেয়, তারপর এমন নেতা এবং আইনকে সমর্থন করে যা তাদেরকে তারা যা চায় তাই দেবে, এমনকি যদি তাদের ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতা হারাতেও হয়; তারপর তাদের নীতিতত্ত্বকে তাদের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে, তারপর তাদের আচরণকে অনুমোদন করার জন্য ধর্মকে সাজিয়ে তোলে। অতএব, তাদের স্বাভাবিক ক্রমটি হল অর্থনীতি, তারপর রাজনীতি, তারপর নীতিতত্ত্ব, তারপর ধর্ম।

১। অর্থনীতি
২। রাজনীতি
৩। নীতিতত্ত্ব
৪। ধর্ম

এই ধরণের ধর্ম ভুল নীতি দ্বারা এতটাই গঠিত হয়েছে যে এতে মারাত্মকভাবে সত্যের অভাব রয়েছে।

কেবল সমাজের পাপ প্রত্যাখ্যান করেই নয়, বরং সমাজ কেমন হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা এবং প্রদর্শন করার মাধ্যমে মন্ডলীর বাইবেলের সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো উচিত। বিশ্বাসীরা যদি সমাজের কী করা উচিত তা ব্যাখ্যা করতে এবং প্রদর্শন করতে না পারে, তাহলে বাইবেলের সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেদের এটি প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হতে দেখে আমাদের অবাক হওয়া উচিত নয়।

বিশ্বাসীদের কেবল তাদের সমাজের সমালোচনা করে যাওয়া উচিত নয়। বিশ্বাসীদের তাদের সমাজের অংশ হওয়া উচিত। বিশ্বাসীদের তাদের সম্প্রদায়ের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত হওয়া উচিত এবং ন্যায়বিচারের পক্ষে কথা বলা উচিত। বিশ্বাসীদের তাদের সমস্ত আচরণে সর্বদা নীতিবান হওয়া উচিত, এবং এইভাবে অন্যদের ধার্মিকতার জন্য প্রভাবিত করা উচিত। তাদের সরকার এবং সংস্থাগুলিতে অংশগ্রহণ করা উচিত যা সমাজকে প্রভাবিত করে, যতক্ষণ না তারা খ্রিষ্টীয় নীতি

লঙ্ঘন না করে তা করতে পারে। যদি অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তাদের এমন প্রার্থীদের ভোট দেওয়া এবং সমর্থন করা উচিত যারা খ্রিষ্টীয় চরিত্রের সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে।

► শাস্ত্রীয় সত্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মন্ডলীর উপর সমাজের চাপের একটি উদাহরণ দিন।

বিশ্বাসীবর্গ এবং মানব সরকারের বিধানসমূহ

ইতিহাস জুড়ে বিশ্বাসীরা যখন তাদের সরকার ভিন্ন নীতি অনুসরণ করে তখন খ্রিষ্টীয় নীতিগুলি কীভাবে অনুসরণ করতে হয় তা জানার জন্য কঠিন সংগ্রাম করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব অতিমাত্রায় তীব্র হয় এবং বিশ্বাসীরা তাদের বিশ্বাসের জন্য কষ্ট ভোগ করে, কারণ তারা সরকারের চাহিদা পূরণ করতে পারে না।

বাইবেল আমাদেরকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর দিতে বলে (রোমীয় ১৩:৭, মথি ২২:২১)।

বাইবেল আমাদের দেশের আইন মেনে চলতে বলে (তীত ৩:১)। তবে, বাইবেল আমাদের আরো বলে যে যখন ঈশ্বরের আদেশ মানুষের আইনের সাথে বিপরীত হয়, তখন আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের বাধ্য থাকতে হবে (প্রেরিত ৫:২৯)।

সরকার হয়তো দাবি করতে পারে যে জনগণ অন্যায় কাজের জন্য সৈনিক হিসেবে লড়াই করবে। সরকার হয়তো অতিরিক্ত জনসংখ্যা কমানোর জন্য শিশুদের মেরে ফেলার দাবি জানাতে পারে। সরকার দাবি করতে পারে যে জনগণ কোনো জন-গোষ্ঠীর দাসত্বে সহযোগিতা করবে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যাগুলি উপাসনার সাথে সম্পর্কিত। খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা তাদের পরিবার বা উপজাতির দেবতাদের উপাসনা না করলে নির্যাতিত হতে পারে। যখন তাদের সরকার ভিন্ন ধর্মকে সমর্থন করে, তখন বিশ্বাসীরা নির্যাতিত হতে পারে।

কিছু দেশে সুসমাচার প্রচার এবং বাইবেলের শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে আইন রয়েছে। বিশ্বাসীরা যখন সুসমাচার প্রচার করে তখন তারা নির্যাতিত হয়। কিছু দেশে সেইসব বাবা-মায়েরা শাস্তি পায় যারা তাদের সন্তানদের ঈশ্বর সম্পর্কে শিক্ষা দেয়।

আমাদের কাছে বাইবেলের এমন কিছু বিশ্বাসী মানুষের উদাহরণ রয়েছে যারা শাসকদের অন্যায্য আদেশ অমান্য করেছিল। প্রার্থনা করা অবৈধ ঘোষণা করা হলেও দানিয়েল প্রার্থনা চালিয়ে গিয়েছিলেন (দানিয়েল ৬:১০)। দানিয়েলের তিন বন্ধু রাজার মূর্তির উপাসনা করতে অস্বীকার করেছিল (দানিয়েল ৩:১৬-১৮)। ইস্রায়েলীয় ধাত্রীরা ফরৌণের অবাধ্য হয়েছিল যখন তিনি তাদের ইস্রায়েলীয় শিশুদের হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন (যাত্রাপুস্তক ১:১৭)।

ইতিহাস জুড়ে, সুসমচার যখন অবৈধ ছিল তখনও বিশ্বাসীরা তা প্রচার করেছে। বিশ্বাসীরা অবৈধভাবে জাতীয় সীমানা পেরিয়ে বাইবেল নিয়ে গেছে। বিশ্বাসীরা গোপনে উপাসনা করার জন্য একত্রিত হয়েছে। বিশ্বাসীরা—কোনো সহিংসতা ছাড়াই—গর্ভপাত করানো ক্লিনিকগুলি বন্ধ করেছে। বিশ্বাসীরা পালিয়ে আসা দাসদের সাহায্য করেছে।

বেশিরভাগ বিশ্বাসী শান্তিতে তাদের জীবনযাপন করতে পছন্দ করে এবং এই ধরনের সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হতে চায় না। তবে, যদি বিশ্বাসীরা কোনো নৈতিক দ্বিধাগ্রস্ততার সম্মুখীন হয়, তবে তাদের অবশ্যই সঠিক কাজটি করতে হবে, এমনকি যদি এর জন্য ত্যাগ স্বীকারও করতে হয়, তা করতে হবে। যদি তাদের অন্যায় প্রতিরোধ করার বা সুসমাচার শেয়ার করার সুযোগ থাকে, তা হলে তারা যখন সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা কাজ করবে কি করবে না, তখন এক গুরুতর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

▶ আপনি কি এমন কোনো আইনি দ্বিধা বর্ণনা করতে পারেন যা আপনার দেশে একজন বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে ঘটতে পারে?

ঘুষ

একজন পাস্টার বিদেশে ভ্রমণ করছিলেন। তার কাছে যথাযথ কাগজপত্র ছিল, কিন্তু বেশ কয়েকবার পুলিশ তাকে থামিয়ে তার কাছে কিছু পরিমাণ টাকা চাইছিল। যদি তিনি তাদের টাকা না দিতেন, তাহলে তারা তার যাত্রায় দেরী করাত এবং তাকে সমস্যায় ফেলত।

▶ এই পরিস্থিতিতে পাস্টারের কী করা উচিত?

ঘুস হল কর্তৃত্বে থাকা ব্যক্তিকে কোনো কিছু অনুমোদন করাতে প্রভাবিত করার জন্য অর্থ প্রদান করা। এমন কিছু করার জন্য কাউকে ঘুষ দেওয়া ভুল যা তার করা উচিত নয় (দ্বিতীয় বিবরণ ১৬:১৯)। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো বিল্ডিং বা গাড়ি যথাযথ প্রয়োজনীয়তা পূরণ না করে, তাহলে সত্য নয় এমন কিছুতে স্বাক্ষর করার জন্য একজন পরিদর্শককে ঘুষ দেওয়া ভুল। অন্যায়ভাবে বিচার করার জন্য একজন বিচারক বা পুলিশকে ঘুষ দেওয়া অন্যায়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর্তৃত্বে থাকা একজন ব্যক্তি তার যা করার কথা তা করার জন্য ঘুষ দাবি করে। সেক্ষেত্রে, যে ব্যক্তি অর্থ প্রদান করছে সে কোনো ভুল করার জন্য তাকে অর্থ প্রদান করছে না। কর্মকর্তার পক্ষে এটি দাবি করা ভুল (লূক ৩:১৪), কিন্তু যে অর্থ প্রদান করছে তার হয়তো কোনো বিকল্প নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে এমন কিছুর জন্য অনুমতি নেওয়া যা অনুমোদিত হওয়া উচিত, অথবা একজন নির্দোষ ব্যক্তির মুক্তি লাভ করার জন্য অনুমতি নেওয়া। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘুষ ডাকাতির মতো হয়। ডাকাতি অন্যায়, কিন্তু আমরা ভুক্তভোগীকে দোষারোপ করি না।

শাস্ত্রের প্রতি একটি সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি দেখায় যে যারা ঘুষ নেয় ঈশ্বর তাদের দোষীসাব্যস্ত করেন, কিন্তু যারা তা দিতে বাধ্য হয় তাদের প্রতি তিনি করুণাময় (যাত্রাপুস্তক ১৮:২১, যাত্রাপুস্তক ২৩:৮; দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১৭, দ্বিতীয় বিবরণ ১৬:১৯, দ্বিতীয় বিবরণ ২৭:২৫)। বিশ্বাসীদের কখনোই সুবিধা পাবার জন্য ঘুষ দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু যখন তারা দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের দ্বারা তা দিতে বাধ্য হয়, তখন তারা দোষী হয় না।

▶ একটি ভুল ঘুষের উদাহরণ দিন?

সামরিক পরিষেবা

অনেক খ্রিষ্টবিশ্বাসী বিশ্বাস করে যে তাদের দেশের জন্য সৈনিক হিসেবে কাজ করা ভুল। তারা কিছু শাস্ত্রীয় বক্তব্যের উপর তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করে। যিশু বলেছিলেন যে কেউ আমাদের এক গালে আঘাত করলে আমাদের আরেকটি গাল এগিয়ে দেওয়া উচিত (মথি ৫:৩৯)। যিশু বলেছিলেন যে তাঁর দাসেরা যুদ্ধ করে না, কারণ তাঁর রাজ্য এই জগতের নয় (যোহন ১৮:৩৬)। সাধু পৌল বলেছিলেন যে আমাদের অস্ত্র শারীরিক নয় (২ করিন্থীয় ১০:৪)। এই খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে যে অন্য মানুষের বিরুদ্ধে যে কোনো রকম সহিংসতা ভুল। তাদের অনেকেই এমন দেশে বাস করে যেখানে সরকার স্বাধীনতার অনুমতি দেয় না এবং বিশ্বাসীদের উপর অত্যাচার করে।

অন্যান্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে যে আমাদের সৈন্য হিসেবে নিজেদের দেশকে রক্ষা করতে ইচ্ছুক থাকা উচিত। শাস্ত্র বলে যে ঈশ্বর সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সরকার অন্যায়কারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে (রোমীয় ১৩:৪)। এটি সুস্পষ্ট যে ঈশ্বর একজন মানুষকে তার পরিবারকে রক্ষা করার জন্য তৈরি করেছিলেন, এবং তাই এটি স্বাভাবিক

বলে মনে হয় যে পুরুষদের তাদের পরিবারগুলিকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য একজন সেনাবাহিনীর মতোই সংগঠিত করা উচিত। যখন একজন সৈনিক যোহন বাপ্তাইজককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কীভাবে অনুতপ্ত হতে হবে, তখন যোহন তাকে ঘুষ নিতে বা ব্যক্তিগত সহিংসতা করতে বারণ বলেছিলেন, কিন্তু তাকে সেনাবাহিনী ছেড়ে দিতে বলেননি (লূক ৩:১৪)। যিশু যখন অন্য গাল ঘুরিয়ে দিতে বলেছিলেন, তখন তিনি বলেননি যে আমাদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করা উচিত নয়, কিন্তু আমরা যেন আক্রমণাত্মক কর্মের প্রতিশোধ না নিই, যেমন মুখে চড় মারা। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর দাসেরা তাঁর জন্য একটি পার্থিব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়াই করে না, কারণ তিনি এইভাবে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন না। যদি সরকার ঈশ্বরের ধারণা হয়, এবং যদি একটি সরকার তার লোকেদের রক্ষা করে, তাহলে বিশ্বাসীদের তাদের সরকারকে তার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার জন্য সেবা করা উচিত।

মন্ডলীর ইতিহাসের বহু শতাব্দী ধরে, অনেক দেশের অনেক বিশ্বাসী সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছে, এমনকি যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছে, কারণ তারা বিশ্বাস করত যে তাদের দেশকে মন্দ আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের অবশ্যই তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে।

বিশ্বজুড়ে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা সামরিক পরিষেবার বিষয়ে একমত নয়। একজন ব্যক্তির পক্ষে প্রার্থনাপূর্বক করে শাস্ত্র এবং যুক্তি বিবেচনা করা, এবং তারপর বিশ্বস্তভাবে তার দৃঢ়প্রত্যয় অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

► আপনার দেশের মন্ডলীগুলি সামরিক পরিষেবার প্রশ্নের উত্তর কীভাবে দেয়?

গ্রুপে আলোচনার জন্য

এই বিষয়গুলিতে বেশিরভাগ বিশ্বাসীদেরই দৃঢ় মতামত রয়েছে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে বিভিন্ন সময় এবং স্থানের খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা এই প্রশ্নগুলিতে একমত হয়নি। আমাদের অন্যদের মতামতের ভিত্তিতে তাদের উদ্দেশ্য বিচার করা এড়িয়ে চলা উচিত।

► আমাদের দেশে মন্ডলী এবং সরকারের মধ্যে প্রচলিত সম্পর্ককে আমরা কীভাবে মূল্যায়ন করব?? কিছু কি পরিবর্তন করা উচিত?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

সুরক্ষা এবং স্বাধীনতা প্রদানের জন্য সরকার গঠনের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। মানব সরকারের অপূর্ণতা সত্ত্বেও তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে আমাকে সাহায্য করো।

অন্যদের সুরক্ষা এবং আমার সমাজকে প্রভাবিত করার দায়িত্ব পালনে আমাকে সাহায্য করো।

আমরা তোমার রাজ্যের পূর্ণ আগমনের অপেক্ষায় আছি।

আমেন

১২ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) বাইবেলে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জীবনে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কাজ করার অনেক বিবরণ রয়েছে। হিতোপদেশ ২১:১ পদ বলে, "রাজার হৃদয় সদাপ্রভুর হাতে ধরা এমন এক জলপ্রবাহ যা তিনি তাদের সবার দিকে প্রবাহিত হতে দেন যারা তাঁকে সন্তুষ্ট করে।" অধ্যয়নের জন্য এই বিবরণগুলির মধ্যে একটি বেছে নিন:

- আদি পুস্তক ৪১:১৪-৪৯, আদি পুস্তক ৪২:১-৩, আদি পুস্তক ৪৫:৪-৭
- ইষ্টের ৪, ৭-৮
- নহিমিয় ১-২

আপনার পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে লিখুন:

- ঈশ্বরের লোকেদের জীবনে কী ঘটার প্রয়োজন ছিল?
- ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একজন অধার্মিক শাসককে কীভাবে ব্যবহার করেছিলেন?
- ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে কীভাবে ব্যবহার করেছিলেন?

(২) নিচের বিষয়গুলি থেকে একটি নির্বাচন করুন:

- খ্রিষ্টীয় প্রভাব
- খ্রিষ্টবিশ্বাসী এবং মানব আইন
- ঘুষ
- সামরিক পরিষেবা

এই পাঠে আপনার বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত শাস্ত্রপদগুলি দেখুন। এই বিষয়ে আপনার শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি কী বলে মনে হয়, তা ব্যাখ্যা করে এক পৃষ্ঠা লিখুন।

পাঠ ১৩
খ্রিষ্টবিশ্বাসীর দেহ

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) কীভাবে শারীরিক বিষয়গুলি আত্মিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে তা বুঝতে পারবে ।

(২) নিজের দেহকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করবে এবং এমন সমস্ত নতুন অভ্যাস শিখবে যা প্রভুকে সম্মান করে।

মার্টিন লুথার, ঈশ্বরের দাস

মার্টিন লুথার (Martin Luther) সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে ঈশ্বরের সেবায় নিবেদিত হওয়ার জন্য এটাই সর্বোত্তম উপায়। একজন সন্ন্যাসীর জীবনযাত্রার নিয়মগুলির মধ্যে ছিল খাদ্যাভ্যাসের সীমাবদ্ধতা, উপবাস, সাধারণ পোশাক, সীমিত সম্পত্তি এবং ব্রহ্মচর্য। ঈশ্বরের কাছে নিজের দেহ সমর্পণ করার জন্য মার্টিনের উৎসাহ তাকে দেহে চাবুকের আঘাতের শাস্তি সহ্য করতেও বাধ্য করেছিল। মার্টিন বিশ্বাসের দ্বারা অনুগ্রহের মাধ্যমে পরিত্রাণের সুসমাচার বোঝার পর, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি তার দেহকে কষ্ট দিয়ে অনুগ্রহ অর্জন করতে পারবেন না। তিনি তার সন্ন্যাসীর শপথকে “অশাস্ত্রীয়” বুঝতে পেরে ত্যাগ করেছিলেন। তিনি ক্যাথেরিনা নামের একজন প্রাক্তন সন্ন্যাসীকে বিয়ে করেছিলেন, এবং তাদের ছয়টি সন্তান ছিল।

ভূমিকা: করিন্থীয় মন্ডলীতে বিভ্রান্তি

করিন্থের কিছু লোক বিশ্বাস করত না যে খ্রিষ্টের অনুসারীরা পুনরুত্থিত হবে। তারা মনে করত যে মৃত্যুর সময় দেহ পরিত্যক্ত হয় এবং বিশ্বাসীর আত্মাই কেবল স্বর্গে যায়।

কেউ কেউ বলত, “যেহেতু দেহ মারা যাবে এবং এটিকে পরিত্যাগ করা হবে, তাই এখন আমরা এটি দিয়ে যা খুশি করতে পারি। দেহের মাধ্যমে কোনো পাপ করলেও কোনো সমস্যা নেই, কারণ দেহের কোনো চূড়ান্ত মূল্যই নেই।”

অন্যেরা যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছিল, তারা বলত, “দেহপরিত্যক্ত হবে, কারণ এর বাসনাগুলি মন্দ। স্বর্গে আমাদের কোনো শারীরিক আকাঙ্খা থাকবে না। যেহেতু শারীরিক আকাঙ্খা মন্দ, তাই আমাদের এখনো সেগুলি অনুসরণ করা উচিত নয়। আমাদের ভালো খাবার খাওয়া, আরামদায়ক পোশাক পরা, এমনকি বৈবাহিক সম্পর্কে যৌনতায় লিপ্ত হওয়াও উচিত নয়। যতক্ষণ না আমরা এই দেহ ত্যাগ করছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এটিকে যত রকম ভাবে সম্ভব দমন করা উচিত।”

এই দুই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গিই ভুল ছিল। দু’টিই একটি ভুলের উপর ভিত্তিশীল ছিল। ১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায়ে পৌল ব্যাখ্যা করেছেন যে কেন পুনরুত্থানের মতবাদ এত গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও আমাদের শারীরিক বিষয়ের চেয়ে আত্মিক জীবন নিয়ে বেশি কথা বলা উচিত, তবুও আমাদের দেহ আত্মিক বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করে। ঈশ্বর আমাদের কেবল আত্মা হিসেবে নয়, বরং শারীরিক দেহযুক্ত আত্মা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আমরা যেমন কেবল নিছক প্রাণী নই, তেমনই আমরা কেবল অস্থায়ীভাবে দেহে বসবাসকারী আত্মাও নই।

ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গীকরণ

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ১ করিন্থীয় ৬:১৯-২০ পদ পড়বে।

এই পদগুলি আমাদের বলে যে আমাদের দেহ ঈশ্বরের অধিকার, কারণ তিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন। আমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির এবং পাপের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।

বাইবেল আমাদের বলে যে শারীরিক দেহ সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হওয়া উচিত।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য রোমীয় ১২:১ পড়বে।

এই পদটি আমাদের বলে যে আমাদের দেহকে পবিত্র হতে হবে এবং তা ঈশ্বরের। ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে যে উপাসনা চান তা হল সম্পূর্ণ আনুগত্য।

যদি আমরা আমাদের দেহের আকাঙ্খা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই, আমরা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ঈশ্বরের সেবা করতে পারব না। পাপের যেকোনো অভ্যাসই একটি আসক্তির মতো।

একটা পশুর কথা কল্পনা করুন যার দু'জন মালিক আছে। একজন মালিক আদেশ দেয়, কিন্তু পশুটি তা মেনে চলতে পারে না কারণ অন্য আরেকজন মালিক তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। যে মালিক পশুটিকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে, সে তার ইচ্ছামতো জায়গায় পশুটিকে নিয়ে যেতে পারে। পশুটি হয়ত অন্য মালিককে বেশি ভালোবাসে, কিন্তু তার বাধ্য হতে পারে না। আসক্তি ঠিক একইরকম। একজন ব্যক্তি হয়ত ঈশ্বরের সেবা করতে চায়, কিন্তু আসক্তি হল সেই শিকল যা সে কিছুতেই ভাঙতে পারে না।

বিভিন্নরকম আসক্তি এবং পাপের বেশিরভাগ ধরণই একজন ব্যক্তির দেহ ও মনকে ধ্বংস করে। যেহেতু আমাদের দেহ ঈশ্বরের এবং তাঁর সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত, তাই দেহের কোনোরকম ক্ষতি করা অন্যায়। রোমীয়তে যে পদটি আমরা পড়লাম, তাতে আমাদের দেহকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতে বলা হয়েছে, কিন্তু যদি আমাদের নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকে তবে আমরা তা করতে পারি না।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ১ করিন্থীয় ৯:২৪-২৭ পদ পড়বে।

আপনার শরীর হল আপনার দাস, কিন্তু আপনাকে এটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। দাস হিসেবে এটি খুবই ভালো। যদি এটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে এটিই আপনার প্রভু হয়ে ওঠে, আর শরীর এক ভয়ঙ্কর প্রভু। পৌল বলেছিলেন যে তিনি কোনো অভিলাষকে তার উপর কর্তৃত্ব করতে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন (১ করিন্থীয় ৬:১২)।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য রোমীয় ৬:১৩ পদ পড়বে।

দেহ হলো একগুচ্ছ হাতিয়ারের মতো, যা আপনার। হাতিয়ারগুলি আপনার নিয়ন্ত্রণে আছে। আপনি আর এগুলিকে পাপের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন না, বরং ঈশ্বরের জন্য ব্যবহার করবেন।

স্বাভাবিক আকঙ্খাসমূহ

কিছু মানুষ মনে করে যে আমাদের স্বাভাবিক আকাঙ্খার কারণে আমরা পাপ এড়াতে পারি না। এটি সত্য যে আমরা এমন একটি পাপময় স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি যা আমাদেরকে পাপের দিকেই নিয়ে যায়। সেই স্বভাবের মধ্যে কেবল শারীরিক আকাঙ্খাই নয়, বরং মনের আকাঙ্খা এবং পাপের প্রবণতাযুক্ত ইচ্ছাও অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা নতুন জন্ম লাভ করেনি, সে পাপ করা থেকে বিরত থাকতে পারে না, যদিও সে কিছু পাপ সফলভাবে প্রতিরোধ করতে পারে। যে অবিশ্বাসী ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেননি, সে হয়ত বিশ্বাস করবে না যে সে কখনো বিজয়ী হতে পারবে।

স্বাভাবিক আকাঙ্খাগুলি সমস্যা নয়। ঈশ্বর স্বাভাবিক আকাঙ্খা সৃষ্টি করেছেন। আদমের স্বাভাবিক আকাঙ্খা ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত সে পাপী ছিল না। এই আকাঙ্খাগুলি ঈশ্বর মানবজাতিকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন তারই অংশ। এগুলি নিজে থেকে পাপপূর্ণ নয়, তবে এগুলি প্রলোভনকে সম্ভব করে তোলে।

► কিছু স্বাভাবিক আকাঙ্খার উদাহরণ দিন।

নিচের চার্টটি সম্পূর্ণ নয়, তবে স্বাভাবিক আকাঙ্খার কিছু উদাহরণ। এই আকাঙ্খাগুলির কিছু স্বাভাবিক এবং সঠিক প্রকাশ, এবং প্রলোভনকে সম্ভব করে তোলার কিছু উপায় প্রদান করে।

লক্ষ্য করুন যে স্বাভাবিক আকাঙ্খাগুলি কেবলই শরীরের আকাঙ্খা নয়। এগুলি স্বাভাবিক, কারণ এগুলি মানব প্রকৃতি থেকে আসে, কিন্তু এগুলি সবই শারীরিক আকাঙ্খা নয়।

স্বাভাবিক আকাঙ্খাগুলির বিভাগ	**স্বাভাবিক আকাঙ্খার সঠিক প্রকাশ এর উদাহরণ**	**সম্ভাব্য পাপসমূহ**
আত্ম-সংরক্ষণ	নিরাপত্তামূলক সতর্কতা অবলম্বন করা	কাপুরুষতা
মানুষের অনুমোদন	যত্নসহকারে পোশাক পরা, সৌজন্য প্রদর্শন করা	অহংকার, ঈর্ষা
শারীরিক তৃপ্তি	খাওয়া, ঘুমানো এবং বিবাহে যৌন মিলন	পাপপূর্ণ ভোগ
সামাজিক আনন্দ-উপভোগ	অন্যদের সাথে সহভাগিতা	পরনিন্দা-পরচর্চা, উন্নাসিকতা
দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য	আরাম পছন্দ করা	অলসতা, বস্তুবাদ
আর্থিক নিরাপত্তা	মিতব্যয়ী হওয়া, বিনিয়োগ করা	লোভ, অসততা

► এমন কোনো স্বাভাবিক আকাঙ্খা কি আছে যা আপনি সর্বদা মেনে চলতে পারেন?

কোনো স্বাভাবিক আকাঙ্খাকে প্রশ্ন ছাড়াই প্রভুত্ব করতে দেওয়া যায় না। এমন কোনো স্বাভাবিক আকাঙ্খা নেই যা আপনি সর্বদা নিরাপদে অনুসরণ করতে পারেন, কারণ কোনো ইচ্ছাই আপনার জন্য কেবল সঠিক জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। উদাহরণস্বরূপ, ক্ষুধার ইচ্ছা নিজের খাদ্য, অন্য ব্যক্তির খাদ্য, বা সামর্থ্য নেই এমন খাদ্যের মধ্যে পার্থক্য করে না।

এমন সময় আসে যখন ইচ্ছার সঠিক প্রকাশকেও দমন করতে হয়। ক্ষুধার্ত থাকার অর্থ এই নয় যে একজন ব্যক্তি অন্য কারোর খাবার নিয়ে নিতে পারবে। বিশ্রামের ইচ্ছা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও তাকে কাজ করতে হয়। বিপদ এড়াতে চাওয়া আমাদের জন্য স্বাভাবিক, কিন্তু যখন একজন ব্যক্তি অন্যের সুরক্ষার জন্য দায়বদ্ধ, তখন তাকে অবশ্যই বিপদ থেকে পালানোর তাগিদকে প্রতিহত করতে হবে।

স্বাভাবিক আকাঙ্খা এতটাই বিকৃত এবং ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে যে তা অস্বাভাবিক এবং অমানবিক রূপ ধারণ করে। এই কারণেই কিছু মানুষ অত্যন্ত বিকৃত বা নিষ্ঠুর কাজ করে। ভুল শিক্ষা, মন্দ চিন্তাভাবনার বিকাশ, পাপপূর্ণ পরিবেশে থাকা, অথবা নিজের পাপপূর্ণ কর্মকাণ্ডের কারণে স্বাভাবিক আকাঙ্খা বিকৃত বা ভুল পথে পরিচালিত হয়।

প্রতিটি বিশ্বাসীর স্বাভাবিক আকাঙ্খার কারণে প্রলোভিত হওয়ার আশা করা উচিত। অনুগ্রহ সাধারণত স্বাভাবিক আকাঙ্খাকে দূর করে না, তবে এটি একজন ব্যক্তিকে তার কাজ নিয়ন্ত্রণ করার এবং বৈধ বস্তুর দিকে তার আকাঙ্খাকে পরিচালিত করার শক্তি দেয়।

স্বাভাবিক আকাঙ্খা আত্মিক বিজয় বজায় রাখার জন্য আত্মিক নিয়মানুবর্তিতাকে অপরিহার্য করে তোলে। অনুগ্রহ একজন ব্যক্তিকে শাস্ত্রের নির্দেশাবলী মেনে চলা, উপাসনায় যোগদান করা, শরীরকে বশীভূত রাখা, এবং প্রার্থনা ও বাইবেল অধ্যয়ন অনুশীলন করার প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত করে না। একজন বিশ্বাসী যে আত্মিক বিজয় বজায় রাখার বিষয়ে আন্তরিক, সে তার দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলিকে রক্ষা করার জন্য ব্যক্তিগত বিধিনিষেধও নির্ধারণ করতে পারে।

প্রলোভন আকর্ষণীয়ই দেখাবে, কিন্তু যদি হৃদয় ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি হৃদয় থেকে প্রলোভনকে প্রকৃত অর্থে প্রত্যাখ্যান করতে পারে (১ যোহন ৫:৩)। সে ভাববে না যে সে যা ত্যাগ করছে তা তাকে সত্যিই খুশি করতে পারত। বিশ্বাসের মাধ্যমে সে জানে যে ঈশ্বর এমন কিছু নিষিদ্ধ করেন না যা ক্ষতিকারক নয়, এমনকি যদি সে নিষিদ্ধ কিছুর ক্ষতিকারকতা দেখতেও না পায় (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:২৪)। বিশ্বাসের মাধ্যমে সে জানে যে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত কিছুই তাকে প্রকৃতপক্ষে সন্তুষ্ট করবে না, কারণ তার সন্তুষ্টি ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল (গীত ১৬:২, গীত ৮৪:১১)।

খাদ্যাভ্যাস এবং শরীরচর্চা

► খাবারের ব্যাপারে পবিত্র বাইবেল কী বলছে?

বাইবেল নির্দিষ্টভাবে খাবারের জন্য কিছু নিষিদ্ধ করে না। পুরাতন নিয়মের খাদ্যতালিকাগত বিধিনিষেধ নতুন নিয়মের বিশ্বাসীদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না (১ তিমথি ৪:৪, মার্ক ৭:১৯)। মূর্তির কাছে উৎসর্গ করা খাবারের একটি সমস্যা ছিল, কিন্তু তা এই কারণে ছিল না যে খাবারটি নিজেই ভুল ছিল, বরং এর কারণ ছিল যে কিছু লোক মূর্তির উপাসনার অংশ হিসাবে খাবারটি খেত (১ তিমথি ৮)।

দৈহিক সুস্বাস্থ্য এবং শক্তির জন্য খাদ্যাভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু আমরা ঈশ্বরের দাস, তাই আমাদের শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে চাওয়া উচিত। আমাদের খারাপ খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে আমাদের শরীরের ক্ষতি না করা বা জীবনের সময়কালকে ছোটো না করার চেষ্টা করা উচিত। অনেকেরই খাদ্যাভ্যাসের বাহুল্যতা থাকে না, কারণ তাদের যা পাওয়া যায় এবং যা

সামর্থ্য তা-ই খেতে হয়, তবে তাদের উচিত সর্বোত্তমটি বেছে নেওয়া। তাদের সন্তানদেরও ভালো খাদ্যাভ্যাস বেছে নিতে শেখানো উচিত।

যাদের খাবারের জন্য খরচ করার মতো পর্যাপ্ত টাকা আছে, তারা কখনো কখনো পুষ্টিকর খাবার বেছে নেওয়ার পরিবর্তে, তাদের পছন্দের স্বাদের জন্য অতিরিক্ত খাবার খায়। মানুষ অস্বাস্থ্যকর খাবারের জন্যও অতিরিক্ত টাকা খরচ করতে প্রলুব্ধ হয়। কিছু লোক পরিচর্যা কাজের প্রশিক্ষণের জন্য একটি বই কিনতে অক্ষম বোধ করে, কিন্তু তারা প্রতি সপ্তাহে মিষ্টি এবং কোল্ডড্রিঙ্কের জন্য একগাদা টাকা খরচ করে।

একজন ব্যক্তির শারীরিক সুস্থতার জন্য শারীরিক ব্যায়াম অপরিহার্য। একজন ব্যক্তির ব্যায়ামের অভাবের কারণে শক্তির অভাব বা অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি করা উচিত নয় যা তাকে ঈশ্বরের জন্য সর্বোত্তম কাজ করতে বাধা দেয়। যদি একজন ব্যক্তির কর্মসংস্থানের জন্য শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, তাহলে তার অতিরিক্ত শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজন নাও হতে পারে; অন্যথায়, তার শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য তাকে নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বন করতে হবে।

একজন বিশ্বাসীর খাদ্যাভ্যাস এবং ব্যায়াম বিবেচনা করা উচিত, কারণ সে ঈশ্বরের। তবে, খাদ্যাভ্যাস এবং ব্যায়াম সম্পর্কে নির্দিষ্ট নির্দেশনা বাইবেলে নেই। মানুষকে তাদের নিজস্ব পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গীকরণের নীতি প্রয়োগ করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের অবশ্যই অন্যদের বিচার এবং সমালোচনা করা এড়িয়ে চলতে হবে। এই বিবরণগুলিকে আত্মিক জীবনের নিয়ম হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়, যদি না নির্দিষ্ট কিছু লোক কিছু নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য রোমীয় ১৪:৪ পদ পড়বে।

আমাদের প্রত্যেককে শাস্ত্রীয় নীতিগুলি নির্দিষ্ট উপায়ে প্রয়োগ করতে হবে, কিন্তু যারা ভিন্নভাবে প্রয়োগ করে তাদের বিচার করা উচিত নয়, বিশেষত যখন নির্দিষ্ট প্রয়োগগুলি শাস্ত্রে নেই।

অলৌকিক শারীরিক সুস্থতা

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য রোমীয় ৮:১৮-২৩ পদ পড়বে।

প্রথম মানুষ যখন পাপ করেছিল তখন সমস্ত সৃষ্টির উপর যে অভিশাপ এসেছিল তার ফল হল রোগব্যাধি। ঈশ্বরের পরিত্রাণের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত সৃষ্টিকে পুনরুদ্ধার করবে এবং সমস্ত দুঃখকষ্টের অবসান ঘটাবে। তবে, এই পদগুলি আমাদের বলে যে এই পুনরুদ্ধার দ্রুত ঘটবে না। যদিও আমরা ইতিমধ্যেই পরিত্রাণ পেয়েছি, তবুও ঈশ্বরের পরিত্রাণের পরিকল্পনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের দেহগুলি বার্ধক্য এবং রোগে ভুগতে থাকবে।

ঈশ্বর ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে অলৌকিক কাজ করে চলেছেন। বাইবেলে আরোগ্যের অনেক অলৌকিক কাজ লিপিবদ্ধ করা আছে। ঈশ্বর মন্ডলীর বিশ্বাসের প্রার্থনার জবাবে সুস্থ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (যাকোব ৫:১৪-১৫)। অসুস্থ ব্যক্তির নিজের সুস্থতার জন্য বিশ্বাস থাকা আবশ্যক নয়; মন্ডলী তার জন্য বিশ্বাস রাখতে পারে। অতএব, একজন অসুস্থ ব্যক্তির উপর বিশ্বাসের অভাবের অভিযোগ আনা উচিত নয়।[23]

[23] যিশু এক পক্ষাঘাতগ্রস্থ ব্যক্তিকে তার বন্ধুদের বিশ্বাসের কারণে সুস্থ করেছিলেন (মার্ক ২:৫)।

আমরা আশা করতে পারি না যে বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনো অসুস্থ হবে না। ঈশ্বর ইয়োবকে কিছু সময়ের জন্য শারীরিকভাবে কষ্ট পেতে দিয়েছিলেন, যদিও ইয়োব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন (ইয়োব ২:৮)।

পৌল বলেছিলেন যে ঈশ্বর তার "শরীরে এক কাঁটা" থাকতে দিয়েছিলেন যাতে তিনি নম্র এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল থাকতে পারেন। পৌল নিষ্কৃতির জন্য তিনবার প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু অবশেষে বুঝতে পেরেছিলেন যে ঈশ্বর তাকে আরোগ্যের চেয়ে ধৈর্যের জন্য শক্তি দিতে চেয়েছিলেন (২ করিন্থীয় ১২:৭-৯)। "শরীরে এক কাঁটা" সম্ভবত একটি শারীরিক পীড়া ছিল, যদিও আমরা তা নিশ্চিতভাবে জানি না।

গালাতীয়দের কাছে সুসমাচার প্রচার করার সময় পৌল শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন (গালাতীয় ৪:১৩-১৫)। স্পষ্টতই তার চোখের সমস্যা ছিল, কারণ তিনি বলেছিলেন যে গালাতীয়রা তাকে এত ভালোবাসত যে তারা তাকে তাদের চোখ দান করতে ইচ্ছুক ছিল। আমরা জানি না যে পৌল পরে এই সমস্যা থেকে সুস্থতা লাভ করেছিলেন কিনা, তবে স্পষ্টতই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আরোগ্য লাভ করেননি। এটি স্পষ্ট যে পৌল শিক্ষা দেননি যে প্রতিটি বিশ্বাসীর সর্বদা অসুস্থতামুক্ত থাকবে, এবং গালাতীয়রা মনে করেনি যে তার অসুস্থতা তার প্রচারিত সুসমাচারের সত্যতা অস্বীকার করে।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য ফিলিপীয় ২:২৫-৩০ পদ পড়বে।

ইপাফ্রদীত অসুস্থ ছিলেন এবং মৃত্যুর ঝুঁকিতে ছিলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, কারণ তিনি পৌলকে সাহায্য করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করছিলেন। পৌল বলেছিলেন যে ইপাফ্রদীত সম্মানের যোগ্য ছিলেন, কারণ তিনি খ্রিষ্টের কাজের জন্য নিজের জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলেছিলেন।

ইয়োব, পৌল এবং ইপাফ্রদীতের উদাহরণ আমাদের দেখায় যে অসুস্থ অবস্থায় থাকা লোকেদেরকে কখনোই বিশ্বাসের অভাবের জন্য দোষারোপ করা উচিত নয়। আমাদের ধরে নেওয়া উচিত নয় যে তারা তাদের পাপের জন্য শাস্তি পাচ্ছে। কারোর কষ্টের জন্য আত্মিক কারণ আছে কিনা তা কেবল ঈশ্বরই জানেন। ইতিহাসের কিছু মহান খ্রিষ্টবিশ্বাসী, বিশ্বাসে বীর মানুষরা, দীর্ঘ সময় ধরে অসুস্থতা ভোগ করেছিলেন।

বাইবেল ডাক্তার এবং ওষুধের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে না। যদিও আমরা স্বাস্থ্য এবং আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করি, তবুও উপলব্ধ সাহায্য ব্যবহার করা ভুল নয়।

যারা জাদুকরী শক্তি দাবি করে অথবা ঈশ্বরের কাছ থেকে নয় এমন আত্মাদের সেবা করে তাদের কাছ থেকে আরোগ্য লাভের চেষ্টা করা ভুল। আমরা শয়তানের সেবা করি না, এবং আমাদের তার কাছ থেকে উপকার লাভের চেষ্টা করা উচিত নয়। আমাদের আনুগত্য ঈশ্বরের প্রতি, এবং আমাদের তাঁর আশীর্বাদে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যদি তিনি আরোগ্য দান না করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে আমাদের বিশ্বস্ত থাকার জন্য অনুগ্রহ এবং শক্তির জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

ক্ষতিকর উপাদানসমূহ

কিছু মানুষ এমন পদার্থ (সাবস্টেন্স) ব্যবহার করে যা তাদের শরীরকে সুখানুভব দিলেও তার ফলাফল হয় খারাপ।

যদিও অসুস্থতাজনিত সমস্যার চিকিৎসার জন্য কখনও কখনও মাদকদ্রব্যের (নার্কোটিক্স) প্রয়োজন হয়, তবুও সেগুলি কখনোই আমোদপ্রমোদের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। এগুলি শরীরের ক্ষতি করতে পারে, মনের ক্ষতি করতে পারে

এবং আসক্তির কারণ হতে পারে। অনেক জায়গায় ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন এবং তত্ত্বাবধান ছাড়া মাদকদ্রব্য ব্যবহার করা বেআইনি।

খুব অল্প পরিমাণে ছাড়া, মদ (অ্যালকোহল) একজন ব্যক্তির চৈতন্যকে প্রভাবিত করে এবং তাকে এমনভাবে আচরণ করতে বাধ্য করে যা সে প্রভাবিত না হলে করত না। মদও আসক্তিকর। এটির অতিরিক্ত ব্যবহার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। জাগতিক, অনৈতিক বিনোদনের জায়গায় এটি অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়। বাইবেল সরাসরি মদকে নিষিদ্ধ করে না, তবে অনেক মন্ডলী এটি নিষিদ্ধ করে কারণ এটি আচরণ এবং বিচারকে প্রভাবিত করে, এটি আসক্তিকর এবং প্রায়শই অনৈতিক আচরণের সাথে জড়িত থাকে। অনেক বিশ্বাসী উদ্বিগ্ন থাকে যে যদি কোনো ব্যক্তি বিপদ এড়িয়ে সাবধানতার সাথে মদ খায়, তাহলেও সে অন্যদের, বিশেষ করে তরুণদের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে।

► একজন শিক্ষার্থী গ্রুপের জন্য হিতোপদেশ ২০:১ পদ এবং হিতোপদেশ ৩১:৪-৫ পদ পড়বে।

তামাক (টোব্যাকো)—ধোঁয়া হিসেবে হোক বা চিবানো হোক, আসক্তিজনক এবং এটির জীবনের সময়কাল কমিয়ে দেওয়ার প্রবণতা আছে। ব্যবহারকারীর ক্যান্সার হওয়ার মারাত্মক ঝুঁকি থাকে।

বাইবেল মাদকদ্রব্য (নার্কোটিক্স), মদ (অ্যালকোহল) বা তামাক (টোব্যাকো)-কে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করে না। তবে, যারা এগুলির ক্ষতিকারকতা বোঝে, তাদের বেশিরভাগই বিশ্বাস করে যে খ্রিষ্টের অনুসারীদের এগুলি ব্যবহার করা উচিত নয়। সর্বত্রই যে সবসময় এমন ঘটেছে তা নয়, এমনকি এর আগেও মানুষ এই পদার্থগুলির (সাবস্টেন্সস) সম্পূর্ণ প্রভাব সম্পর্কে জানত।

এই পদার্থগুলির সবচেয়ে বড় বিপদ হল ব্যবহারকারীকে আসক্ত করে তোলার প্রবণতা। আসক্তি একজন ব্যক্তির জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলি তার সম্পদ গ্রাস করে। এগুলি তার ধারণাগুলিকে প্রভাবিত করে, তাকে অযৌক্তিকভাবে সেগুলিকে ন্যায্যতা দিতে বাধ্য করে। সে এমন ত্যাগস্বীকার করে যা তার পরিবার এবং কাজের ক্ষতি করে। আসক্তি এমন আনুগত্য দাবি করে যা ধর্মের অনুরূপ, এবং তা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের সাথে সংঘাত সৃষ্টি করে।

ইফিষীয় ৫:১৮ পদ আমাদের বলছে যে বিশ্বাসীদের মাতাল হওয়া উচিত নয়, বরং ঈশ্বরের আত্মায় পূর্ণ হওয়া উচিত।

পরিচ্ছন্নতা এবং দৃষ্টিগোচরতা

একজন বিশ্বাসীর শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস থাকা উচিত যা অন্তত তার সংস্কৃতির স্বাভাবিক রীতিনীতিতে গ্রহণযোগ্য। অপ্রীতিকর গন্ধ, না আঁচড়ানো চুল, নোংরা বা খারাপ পোশাকে তার অন্যদের নজরে আসা উচিত নয়। দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা একজন ব্যক্তির সুন্দর চেহারা বজায় রাখতে কিছুটা অসুবিধা হতে পারে, তবে তার যতটা করা সম্ভব তা করা উচিত।

আপনার বন্ধুরা যদি আপনার চেহারা বা স্বাস্থ্যবিধির সমালোচনা করে, তাহলে আপনার তাদের কথা শোনা উচিত। বাবা-মায়ের তাদের সন্তানদেরকে ভালো অভ্যাস শেখানো উচিত।

বিশ্বাসীদের দুনিয়ার নিদর্শন অনুসরণ করা, পোশাক এবং সাজসজ্জা ব্যবহার করে নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দেখানো উচিত নয়। তবে, উদাসীন পোশাকের অর্থ হতে পারে যে একজন ব্যক্তি যাদের সাথে দেখা করে, তাদের প্রতি সে তেমন শ্রদ্ধাশীল নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি কোনো মিটিংয়ে যাওয়ার সময় আপনার চেহারা ও পোশাক সম্পর্কে উদাসীন হন,

তাহলে এমন মনে হতে পারে যে আপনি মনে করেন যে মিটিং এবং লোকেরা আপনার সম্মানের যোগ্য নয়। খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের সুন্দর দৃষ্টিগোচরতার মাধ্যমে ঈশ্বরকে সম্মান করা এবং অন্যদের প্রতি সম্মান দেখানো উচিত।

যাদের আত্মিক এবং অনন্তকালীন অগ্রাধিকার নেই, তারা প্রায়শই মনোযোগ আকর্ষণের জন্য পোশাক পরে শরীর প্রদর্শনের উপর জোর দেয়। একজন পুরুষ হয়ত তার পেশী প্রদর্শন করতে চাইতে পারে। একজন মহিলা হয়ত পুরুষদের কাছে শারীরিকভাবে আকর্ষণীয় হতে চাইতে পারেন। বিশ্বাসীদের তাদের পোশাক দিয়ে গর্ব প্রদর্শন করা বা ভুল ধরণের মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত নয়।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণের ফলে তাদের জীবনযাত্রায় কীভাবে পরিবর্তন আনা উচিত, তা ভাবতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করুন।

► আপনার অভ্যাস কীভাবে দেখায় যে আপনার শরীর ঈশ্বরের?

বিশ্বাসীদের জন্য খাদ্যাভ্যাসের নিয়ম বা অনুরূপ বিধিনিষেধ আরোপের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

► আপনি কেন নির্দিষ্ট কিছু পদার্থ (সাবস্টেন্স) ব্যবহার করেন না, তা একজন ব্যক্তিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

প্রার্থনা

স্বর্গস্থ পিতা,

প্রথমে পৃথিবীতে এবং তারপর স্বর্গে বসবাসের জন্য তুমি আমাদের যে চমৎকার ডিজাইন দিয়েছ তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ এবং আমাকে মুক্ত করেছ জেনে তোমার প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদিতপ্রাণ হয়ে জীবন যাপন করতে আমাকে সাহায্য করো।

তোমার সেবা এবং তোমার উপাসনায় বাধা সৃষ্টি করে এমন যেকোনো কিছু থেকে আমাকে মুক্তভাবে জীবনযাপন করতে সাহায্য করো।

তোমার পবিত্র আত্মার মন্দির হতে পারার এই মহান সুযোগের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি এমনভাবে জীবন যাপন করতে চাই যা তোমাকে সম্মানিত করে।

আমেন

১৩ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) নিম্নলিখিত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর একটি ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিখুন। (আপনার এটি ক্লাস লিডারকে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।)

- আপনি কি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করেছেন? আপনার কাছে এর অর্থ কী?
- আপনার জীবনে কোন স্বাভাবিক আকাঙ্খাগুলি প্রায়শই প্রলোভনের দিকে পরিচালিত করে?
- এই প্রলোভনগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য আপনার কোন দু'টি বা তিনটি শাস্ত্রপদ মনে রাখা উচিত?
- এই পাঠটি পড়ার সময় ঈশ্বর আপনাকে কোন পরিবর্তনগুলি করার কথা বলেছেন?

(২) ১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায় অধ্যয়ন করুন। প্রথমে এটিকে এমন কিছু অংশে ভাগ করুন যাতে প্রতিটি অংশ একটি ছোটো বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রতিটি অংশের জন্য একটি অনুচ্ছেদ লিখুন যেখানে সেই অংশের বার্তা ব্যাখ্যা করবেন। এই অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে কোন কোন ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা থাকা উচিত?

সুপারিশকৃত পুস্তকসমূহ

এই কোর্সে আলোচিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আরও জানতে, অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি দেখুন।

পাঠ ১ - খ্রিষ্টীয় অখণ্ডতা

McDowell, Josh, and Bob Hostetler. *Right from Wrong.* Nashville: W Publishing Group, 1994.

Sider, Ron. *The Scandal of the Evangelical Conscience.* Grand Rapids: Baker Books, 2005.

পাঠ ২ - ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের অনুশীলন

Keep, Tim and Becky. *It's All about Obedience.* Shoals: Whispering Pines Publishing, 2016.

Spiritual Formation (course from Shepherds Global Classroom). Available online or in print at: https://www.shepherdsglobal.org/courses

পাঠ ৩ - কাজ

McQuilkin, Robertson. *An Introduction to Biblical Ethics.* (Second Edition). Wheaton: Tyndale House Publishers, Inc., 1995.

পাঠ ৪ - সম্পর্ক

গেরি চ্যাপম্যান (ফারজানা রহমান শিমু (অনুবাদক)), *দ্য ফাইভ লাভ ল্যাংগুয়েজেস* অনুবাদ: ফারজানা রহমান শিমু। ঢাকা: চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ, ২০২১।

ডেল কার্নেগি, *লোক ব্যবহার: প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের কলা* নয়াদিল্লি: ডায়মন্ড পকেট বুকস, ২০২০।

পাঠ ৫ - ঈশ্বরের নির্দেশনা

Duewel, Wesley. *Let God Guide You Daily*. Greenwood, IN: One Mission Society, 1988.

পাঠ ৬-৭ - বিবাহ

Drescher, John. *For Better, For Worse.* Morgantown, PA: Masthof Press, 2012.

Eggerichs, Emerson. *Love and Respect*. Nashville: Thomas Nelson, 2004.

Thomas, Gary. *Sacred Marriage.* Grand Rapids: Zondervan, 2000.

পাঠ ৮ - খ্রিষ্টীয় পরিবেশতত্ত্ব

Schaeffer, Francis, Udo W. Middelmann, Lynn White Jr., and Richard Means. *Pollution and the Death of Man*. Wheaton: Tyndale House, 1970.

পাঠ ৯ - অর্থ

Ramsey Dave. *The Financial Peace Planner*. New York: Penguin Books, 1998.

Wesley, John. "The Use of Money" (a sermon). Available online at https://holyjoys.org/john-wesley-on-the-use-of-money/ (as of October 12, 2022).

পাঠ ১০ - সততা

Covey, Stephen M. R. *The Speed of Trust: The One Thing that Changes Everything.* New York: Free Press, 2006.

পাঠ ১১ - মানব জীবনের মূল্য

Lewis, C. S. *The Abolition of Man*.

Colson, Charles and Nancy Pearcey. *How Shall We Now Live?* Wheaton: Tyndale House Publishers, 1999.

পাঠ ১২ - সরকার

Schaeffer, Francis. *A Christian Manifesto*. Wheaton: Crossway Books, 1981.

পাঠ ১৩ - খ্রিষ্টবিশ্বাসীর দেহ

Foster, Richard. *Celebration of Discipline*. New York: HarperCollins Publishers, 1978.

অ্যাসাইনমেন্টের রেকর্ড

শিক্ষার্থীর নাম ____

নিচের তালিকায় প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্ট সম্পন্ন হলে সই করুন। Shepherds Global Classroom থেকে সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য সমস্ত অ্যাসাইনমেন্ট অবশ্যই সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

পাঠ	অ্যাসাইনমেন্ট ১	অ্যাসাইনমেন্ট ২	অ্যাসাইনমেন্ট ৩
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			
৮			
৯			
১০			
১১			
১২			
১৩			

Shepherds Global Classroom থেকে Certificate of Completion-এর জন্য আবেদন আমাদের ওয়েবপেজ www.shepherdsglobal.org-এ করা যেতে পারে। প্রশিক্ষক এবং সহায়তাকারীরা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবেদন সম্পূর্ণ করলে SGC-র প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে ডিজিটালভাবে সার্টিফিকেটগুলি প্রেরণ করা হবে।